

বাংলাদেশে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

প্রফেসর ডক্টর মেজর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, বিএনসিসিও
প্রফেসর (অন ডেপুটেশন), লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

এম.ফিল গবেষক

দেওয়ান নুসরাত জাহান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩০
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫
লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জমাদানের সময়: ডিসেম্বর, ২০২০

গবেষকের ঘোষণাপত্র

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগ থেকে এম. ফিল ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্তে উপস্থাপিত “বাংলাদেশে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর মেজর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, বিএনসিসিও স্যারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। অভিসন্দর্ভটি আমার একক এবং মৌলিক গবেষণাকর্ম। অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী অর্জনের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ উপস্থাপন করা হয় নি।

এম.ফিল গবেষক

ডিসেম্বর, ২০২০

দেওয়ান নুসরাত জাহান
রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৩০
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-১৫
লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের এম.ফিল গবেষক দেওয়ান নুসরাত জাহান কর্তৃক উপস্থাপিত “বাংলাদেশে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভটির আংশিক বা সম্পূর্ণ অংশ অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে ডিগ্রী অর্জনের জন্য অথবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নি। আমি অভিসন্দর্ভটি এম.ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিল করার জন্য চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করছি।

তত্ত্বাবধায়ক

ডিসেম্বর, ২০২০

প্রফেসর ডক্টর মেজর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, বিএনসিসিও
প্রফেসর (অন ডেপুটেশন), লোক প্রশাসন বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং
উপাচার্য, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সর্বপ্রথম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ তাআলার প্রতি যিনি আমাকে আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করার তৌফিক দিয়েছেন। বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ডক্টর মেজর নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ, বিএনসিসিও স্যারের প্রতি যার সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ অভিসন্দর্ভটি রচনা করতে সহায়তা করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সম্মানিত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাম্মের মোনেম স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য। কৃতজ্ঞ চিন্তে স্মরণ করছি আমার পরিবারের সদস্যদের প্রতি যারা আমাকে সার্বক্ষণিক সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি গবেষণাটির প্রাথমিক তথ্য সরবরাহকারীদের প্রতি। গবেষণাটিতে প্রাথমিক তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে মূল্যবান সময় দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ডিজিটাল ভূমি সেবা গ্রহীতা, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী কমিশনার (রেকর্ড রুম), রেকর্ড কিপার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং এটুআই (Access to Information)-এর ডিজিটাল এক্সেস টিম-এর কর্মকর্তাগণ। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি এবং দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীগণ তাদের অভিমত ব্যক্ত করে গবেষণার তথ্যসমূহকে সমৃদ্ধ করেছেন।

অধিকন্তু স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে। উক্ত গ্রন্থাগারটি বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার ইতিহাস এবং সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে রচিত বই প্রদান করে অভিসন্দর্ভটি রচনায় ভূমিকা রেখেছে। একইভাবে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বই সরবরাহ করে গবেষণাটি রচনায় ভূমিকা রাখার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। অধিকন্তু জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও আইন বিভাগ বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রাপ্তির দাবীদার। এ বিভাগের গ্রন্থাগারটি বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর রচিত সাম্প্রতিক বই প্রদান করে সর্বাঙ্গিক সহযোগিতা করেছে।

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
গবেষকের ঘোষণাপত্র	i
তত্ত্বাবধায়কের প্রত্যয়নপত্র	ii
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	iii
সূচীপত্র	iv
টেবিলের তালিকা	v
প্রবাহ চিত্রের তালিকা	vi
শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)-এর তালিকা	vii
সারাংশ	viii
অধ্যায়-১: প্রারম্ভিক আলোচনা ১.১: গবেষণা সমস্যার বিবৃতি ১.২: গবেষণার তাৎপর্য ১.৩: গবেষণার উদ্দেশ্য ১.৪: গবেষণা পদ্ধতি ১.৫: সাহিত্য পর্যালোচনা ১.৬: প্রায়োগিক সংগা ১.৭: তাত্ত্বিক কাঠামো ১.৮: অধ্যায় পরিচিতি	০১-১৭
অধ্যায়-২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সার্বিক অবস্থা ২.১: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ২.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান	১৮-৩৬
অধ্যায়- ৩: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান ৩.১: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা ৩.২: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া	৩৭-৫৪
অধ্যায়- ৪: ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ	৫৫-৬৫
অধ্যায়-৫ : ভূমি সেবা হরানিমুক্তকরণ	৬৬-৭৫
অধ্যায়-৬: ভূমি সেবা সহজীকরণ	৭৬-৮৫
অধ্যায়-৭: উপসংহার	৮৬-৯১
গ্রন্থপুঞ্জি	৯২-১০১
সাক্ষাৎকার	১০২-১০৬
সংযুক্তি	১০৭-১১৫

টেকবিলের তালিকা

টেকবিলের নাম	পৃষ্ঠা
টেকবিল-১: সংক্ষেপে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপকরণ (Methods and Tools of Data Collection)	০৫
টেকবিল-২: গবেষণার চলক এবং নির্দেশক.....	১৫
টেকবিল-৩: সংক্ষেপে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন.....	২১
টেকবিল-৪: এক নজরে বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ.....	৩১
টেকবিল-৫: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়, কম অর্থ ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি.....	৪৩
টেকবিল-৬: এক নজরে ই-নামজারির আবেদন করার জন্য স্বাক্ষরিত প্রয়োজনীয় উপকরণ.....	৪৮-৪৯

প্রবাহ চিত্রের তালিকা

প্রবাহ চিত্রের নাম	পৃষ্ঠা
প্রবাহ চিত্র-১: খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন গ্রহণ ও ডেলিভারি পদ্ধতি.....	৪৭
প্রবাহ চিত্র-২: ই-নামজারির পদ্ধতি	৫২

শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)-এর তালিকা

সিএস- ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে

সিএস জরিপ- ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে জরিপ

সিএস খতিয়ান- ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে খতিয়ান

এসএ- স্টেট একুইজিশন

এসএ জরিপ- স্টেট একুইজিশন জরিপ

এসএ খতিয়ান- স্টেট একুইজিশন খতিয়ান

আরএস- রিভিশনাল সার্ভে

আরএস জরিপ- রিভিশনাল সার্ভে জরিপ

আরএস খতিয়ান- রিভিশনাল সার্ভে খতিয়ান

বিএস- বাংলাদেশ সার্ভে

বিএস জরিপ- বাংলাদেশ সার্ভে জরিপ

বিএস খতিয়ান- বাংলাদেশ সার্ভে খতিয়ান

এটুআই- এক্সেস টু ইনফরমেশন

আইসিটি- ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলোজি

জেএল- জুরিসডিকশন লিস্ট

জেএল নম্বর- জুরিসডিকশন লিস্ট নম্বর

ইটিএস- ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন

ওটিপি- ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড

সারাংশ

বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে বাংলাদেশ সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটলাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় গ্রামে বসবাসকারী জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করতে পারছে এবং ই-নামজারির আবেদন দাখিল করতে সক্ষম হচ্ছে। মূলত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলি হচ্ছে-ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, হয়রানি দূরীকরণ এবং সেবা সহজীকরণ। আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। অর্থাৎ গবেষণাটিতে গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কতখানি স্বচ্ছতার সঙ্গে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন ও ই-নামজারির আবেদন করতে পারছে এবং উক্ত সেবা দুটি প্রাপ্তিতে হয়রানি দূরীকরণ ও সেবা সহজীকরণ সম্ভব হয়েছে কিনা সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূলত গবেষণাটি গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। গবেষণাটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। গবেষণাটির প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ইন্টারভিউ, অবজারভেশন, কেস স্টাডি এবং কনটেন্ট এনালাইসিস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে বিভিন্ন বই, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে দেখা যায় যে, শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী স্বচ্ছতার সঙ্গে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করার পাশাপাশি ই-নামজারি সেবার জন্য আবেদন করতে পারছে। কিন্তু অশিক্ষিত ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে না। আবার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে মানুষের হয়রানি তথা দালালের দৌরাত্ম্য ও ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ বন্ধ হয় নি। কারণ দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার সঙ্গে যোগাযোগ করে ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে প্রভাব বিস্তার করছেন। এছাড়া ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উদ্যোক্তার সঙ্গে লিয়াজু করে সেবা গ্রহীতাদের কাছ থেকে ঘুষ আদায় অব্যাহত রেখেছেন। অপরদিকে ভূমি সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সার্বিকভাবে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। তা সত্ত্বেও অশিক্ষিত ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় অধিক সময়, অর্থ ও যাতায়াতের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির জন্য আবেদন করতে হচ্ছে। অধিকন্তু সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে আংশিক ডিজিটলাইজেশন, উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণের অভাব, দুর্বল সার্ভার, নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

অধ্যায়-১: প্রারম্ভিক আলোচনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন সাধন করছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক)। বর্তমান তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনাকে গুরুত্ব দিচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাইজেরিয়া ভূমি রেকর্ড বা খতিয়ান ব্যবস্থাপনার দুর্নীতি দূর করার জন্য ডিজিটাইজেশন নিশ্চিত করেছে (Adeoye & Mensah, 2008)। অস্ট্রেলিয়াও জনগণকে সহজে ভূমি সেবা প্রদান করার জন্য রেকর্ড বা খতিয়ান ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজ করেছে (Kalantari, Rajabifard, Wallace & Williamson, 2005)। ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারকে সম্পৃক্ত করেছে। ভারতের মধ্য প্রদেশে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে কম খরচ ও কম সময়ে খতিয়ান এবং নামজারি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করা হচ্ছে (Cecchini & Raina, 2005)। একইভাবে ফিলিপাইন এবং কোরিয়া প্রজাতন্ত্র পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে স্বল্প সময়ে ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে সক্ষম করেছে (Siar, 2005; Cho & Yoo, 2015)।

বাংলাদেশ সরকারও ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার নামক পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে সহজে, স্বচ্ছতার সঙ্গে এবং হরানিমুক্তভাবে ভূমি সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে কাজ করছে। সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনার নানাবিধ উপাদানের মধ্যে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন ব্যবস্থাপনা এবং নামজারিকে ডিজিটাইজ করতে সক্ষম হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করতে পারছে। একইসঙ্গে তারা ই-নামজারির আবেদন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে দাখিল করতে সক্ষম হচ্ছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক)।

১.১: গবেষণা সমস্যার বিবৃতি

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ম্যানুয়াল পদ্ধতির অদক্ষতা দূর করে জনগণকে কম সময়ে ও স্বল্প ব্যয়ে ভূমি সেবা প্রদান করা যায়। মূলত সেবা সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজ করা হয়। আবার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছতার সঙ্গে জনগণকে ভূমি সেবা প্রদান করায় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া এটি সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ গ্রহণ তথা দুর্নীতি বন্ধ করতেও সহায়ক (Adeoye & Mensah, 2008)। বার বার ভূমি অফিসে গমন না করে ঘরে বসেই সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টিতে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার বিকল্প নেই (Talukder, Sakib & Rahman, 2014)। উল্লেখ্য যে, পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ইন্টারনেট সুবিধার আওতার বাইরে থাকা বৃহৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে সহজে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ভূমি সেবা প্রদান করতে পারে (Siar, 2005)। সেবা গ্রহীতাদের ভূমি অফিসে যতো কম যেতে হয়, দুর্নীতি ততো কম হয়। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা ভূমি অফিসে না গিয়েই সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করে। মূলত পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার জনগণের আবাসস্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় ভূমি অফিসে না গিয়ে এবং ঘুষ প্রদান ছাড়াই সেবা পাওয়া সম্ভব (Iyer, 2017)। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারও জনগণকে সহজ ও হরানিমুক্তভাবে এবং স্বচ্ছতার সঙ্গে সেবা প্রদান করার জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজ করেছে। উক্ত

ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে সরকার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে নিযুক্ত করেছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক)।

বর্তমানে বাংলাদেশে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় গ্রামে বসবাসকারী জনগণ জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুমে না গিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন পত্র প্রেরণ করেছে। এমনকি আবেদন অনুযায়ী আবেদনকারীর বাড়ির ঠিকানায় রেকর্ড রুম কর্তৃক ডাক বিভাগের মাধ্যমে পর্চা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। আবার কোনো কোনো জেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে পর্চা পাঠানো হচ্ছে এবং সেখান থেকে আবেদনকারী পর্চাটি সংগ্রহ করছেন। কিন্তু সরকার ৮-১০ দিনের মধ্যে পর্চা ডেলিভারি দেওয়ার পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও বাস্তবে অধিক সময় ব্যয় হয়। অনেক সময় আবেদনকারীর হাতে পর্চা পৌঁছাতে ১৫ দিনের অধিক সময় লেগে যায়। এরূপ পরিস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট আবেদনকারী হয়রানির শিকার হন (প্রথম আলো, ২০১৯ক)।

আবার বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটলাইজ করা হলেও ভূমি অফিস কর্তৃক ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে হয়রানি করা বন্ধ হয় নি বলে অভিযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে আবেদন করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাধ্যমে অর্থের বিনিময়ে ই-নামজারির আবেদন দাখিল করার ঘটনা ঘটছে। কোনো কোনো ভূমি কার্যালয়ে ই-নামজারির জন্য ঘুষ নেওয়া হচ্ছে। কেননা বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভূমি অফিস এবং সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ বজায় রয়েছে যেটি দুর্নীতির পথকে সুগম করছে। মূলত ডিজিটলাইজেশনের নতুন পদ্ধতিতে জনগণ এখনও অভ্যস্ত হয় নি। ফলে আবেদনকারী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ভূমি অফিসে যান। সেখানে আবেদনকারীর হয়ে ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা ই-নামজারির আবেদন দাখিল করে দেন। এক্ষেত্রে অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ৫০০০ টাকা ঘুষ আদায় করেন (প্রথম আলো, ২০১৯খ)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য এবং তার বাস্তবায়নের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কতখানি ভূমিকা পালন করছে সে সম্পর্কে গবেষণা করা জরুরী। তাই আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার তিনটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য তথা সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, হয়রানি দূরীকরণ এবং সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

১.২: গবেষণার তাৎপর্য

আলোচ্য গবেষণাটি বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তথা স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, হয়রানি দূরীকরণ এবং সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরেছে। গবেষণাটি সরকারকে ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সহায়ক ভূমিকার চিত্র সারাদেশে সম্প্রসারিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে সচেষ্ট করবে। একই সঙ্গে সরকার স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের যেসব দুর্বলতা রয়েছে সেটি দূর করতে সচেতন হবে। আবার আলোচ্য গবেষণাটি ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আরেকটি উদ্দেশ্য ভূমি সেবা

হয়রানিমুক্তকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সক্ষমতা এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ তুলে ধরেছে। এটি সরকারকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উক্ত সক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এবং প্রতিবন্ধকতাসমূহ দূরীকরণে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে উৎসাহিত করবে। এছাড়া গবেষণাটিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমি সেবা সহজীকরণে আবেদনকারীদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে বিদ্যমান বৈষম্যের আলোচনা সরকারকে একটি সমন্বিত ধারণা প্রদান করবে। ফলে সরকার উক্ত বৈষম্য দূর করে সকল শ্রেণীর আবেদনকারীকে একই ধরনের সেবা প্রদানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সচেষ্ট হবে।

অধিকন্তু ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা তুলে ধরতে গিয়ে গবেষণাটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি এবং ই-নামজারির আবেদন দাখিলের পুরো প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করেছে। এটি জনগণকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রাপ্তির পদ্ধতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে। ফলে তারা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে একবার গিয়েই কাজিত সেবার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে সক্ষম হবে। এছাড়া গবেষণাটি ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে প্রদেয় সরকার নির্ধারিত ফি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করবে। ফলে জনগণ সরকার নির্ধারিত ফি'এর তুলনায় অধিক অর্থ ব্যয়ে তথা ঘুষ প্রদানে নিরুৎসাহিত হবে। এমতাবস্থায় আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, হয়রানি দূরীকরণ এবং সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।

১.৩: গবেষণার উদ্দেশ্য

আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটলাইজেশনের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। উক্ত উদ্দেশ্যটিকে সুনির্দিষ্টভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

- ১। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রাপ্তি তথা খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি এবং ই-নামজারি সেবার আবেদন দাখিলের প্রক্রিয়াটি কতখানি স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে সেটি অনুসন্ধান করা
- ২। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় ভূমি সেবা হয়রানিমুক্ত হয়েছে কিনা সেটি সনাক্ত করা এবং
- ৩। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ভূমি সেবা সহজীকরণে কি ভূমিকা পালন করেছে সেটি বিশ্লেষণ করা।

১.৪: গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য গবেষণায় গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research Methodology) অবলম্বন করা হয়েছে। মূলত গুণগত গবেষণা পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা অর্জন করা সম্ভব। কারণ এ পদ্ধতিটি কোনো একটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত জনগোষ্ঠীর ধারণা ও অভিমতকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। বাংলাদেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা পর্যালোচনা করার জন্য সেবা দাতা, সেবা গ্রহীতা, সুশীল সমাজসহ অন্যান্য অংশীজনের ধারণা ও অভিমত অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাই গবেষণাটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ডিজিটলাইজড ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সেবা

দাতা, সেবা গ্রহীতা, সুশীল সমাজ এবং অন্যান্য অংশীজনের ধারণা ও নিজস্ব অভিমত বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করেছে।

তথ্য সংগ্রহের উৎস (Sources of Data Collection):

এ গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক উভয় উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত তথ্যের যথার্থতা নিশ্চিত করার জন্য গবেষণাটি প্রাথমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছে। এছাড়া কোনো বিষয় সম্পর্কে সাম্প্রতিক এবং হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রাথমিক উৎস অত্যন্ত ফলপ্রসূ বিধায় গবেষণাটিতে এ উৎসটির ব্যবহার হয়েছে। আবার প্রাথমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য গবেষণাটি মাধ্যমিক উৎস থেকেও তথ্য সংগ্রহ করেছে।

ক) 'প্রাথমিক উৎস' (Primary Sources):

গবেষণাটিতে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে ডিজিটাল ভূমি সেবা গ্রহীতা, সেবাদাতা, সেবা প্রাপ্তিতে মধ্যস্থত্বভোগী বা দালাল, এটুআই (Access to Information) কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের কাছ থেকে। সেবা গ্রহীতা হিসেবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে যেসব জনগণ খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করেছে এবং ই-নামজারির জন্য আবেদন করেছে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সেবাদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার পাশাপাশি ভূমি প্রশাসন কর্তৃপক্ষ তথা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি), সহকারী কমিশনার (রেকর্ড রুম) এবং রেকর্ড কিপারগণ মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন। ইউনিয়নগুলিতে পরিচালিত ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা প্রাপ্তির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের সর্বনিম্ন স্তরের প্রতিনিধি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের (ইউএনও) কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

এছাড়া এটুআই (Access to Information)-এর কর্মকর্তাগণ এবং গবেষণা এলাকার জনপ্রতিনিধি তথা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছেন। আবার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারি সেবার আবেদন করার ক্ষেত্রে দলিল লেখকরা দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অধিকন্তু গবেষণার অন্যতম প্রাথমিক তথ্য সরবরাহকারী হচ্ছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি তথা স্থানীয় স্কুল এবং কলেজের শিক্ষকগণ।

খ) মাধ্যমিক উৎস (Secondary Sources):

আলোচ্য গবেষণায় মাধ্যমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে বাংলাদেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সম্পর্কে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ থেকে। আবার ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রকাশিত নানাবিধ বই থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিয়ে দেশীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন গবেষণাটি রচনায় ভূমিকা রেখেছে। অধিকন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন, পরিপত্র ইত্যাদি থেকে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রত্যয়টি বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি নতুন বিষয় হওয়ায় এবং ফলশ্রুতিতে এ সম্পর্কে গবেষণাকর্ম কম হওয়ায় অনলাইনে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও উপকরণ (Methods and Tools of Data Collection):

আলোচ্য গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হিসেবে ইন্টারভিউ, কেস স্টাডি, অবজারভেশন এবং কনটেন্ট এনালাইসিস পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্টারভিউ-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষণাটি ‘ইন ডেপথ ইন্টারভিউ’ ও ‘কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ’ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি সেবা গ্রহণকারীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ‘ইন ডেপথ ইন্টারভিউ’ পদ্ধতি ব্যবহার করা করা হয়েছে। গবেষণাটি যেহেতু ৪ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর পরিচালিত হয়েছে সেহেতু প্রতিটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ১২ জন সেবা গ্রহীতা অর্থাৎ মোট ৪৮ জন সেবা গ্রহীতার সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। মূলত সেবা গ্রহীতাদের সেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবহিত হওয়ার উদ্দেশ্যে ‘ইন ডেপথ ইন্টারভিউ’ পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়েছে। একই সঙ্গে জনগণের সেবা প্রাপ্তির অভিজ্ঞতাসমূহ উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ সম্পর্কে কেস স্টাডি পদ্ধতির মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

টেবিল-১: সংক্ষেপে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও উপকরণ (Methods and Tools of Data Collection)

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Methods of Data Collection)	নমুনার সংখ্যা (Sample Size)	তথ্য সংগ্রহের উপকরণ (Tools of Data Collection)
ইনডেপথ ইন্টারভিউ	৫২	ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনিয়ার
কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ	৩০	ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনিয়ার
কেস স্টাডি	১৮	সেবা গ্রহীতার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা
অবজারভেশন	-	১। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি ২। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-নামজারির আবেদন পদ্ধতি
কনটেন্ট এনালাইসিস	-	বই, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন, পরিপত্র ইত্যাদি

উৎস: গবেষক কর্তৃক প্রণীত

আবার উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে সরাসরি ভূমিকা পালন করছেন বিধায় উক্ত বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য তার ‘ইন ডেপথ ইন্টারভিউ’ নেওয়া হয়েছে। গবেষণাটিতে ৪ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ৪ জন উদ্যোক্তার ‘ইন ডেপথ ইন্টারভিউ’-এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অপরদিকে ২ জন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), ৪ জন সহকারী কমিশনার (ভূমি), ২ জন সহকারী কমিশনার (রেকর্ড রুম), ২ জন রেকর্ড কিপার, ৪ জন উপজেলা নির্বাহী

অফিসার, এটুআই (Access to Information)-এর ডিজিটাল এক্সেস টিম-এর ২ জন কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি তথা ৪ টি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, সুশীল সমাজের ৬ জন প্রতিনিধি এবং ৪ জন দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগী অর্থাৎ মোট ৩০ জনের কাছ থেকে গভীর ও নিগুঢ় তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ‘কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ’ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। বিশদভাবে তথ্য সংগ্রহের জন্য ‘ইন ডেপথ ইন্টারভিউ’ ও ‘কী ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ’ পদ্ধতির ক্ষেত্রে গবেষণাটি ‘ওপেন এন্ডেড কোয়েশ্চেনিয়ার’ ব্যবহার করেছে।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করার জন্য গবেষণাটি ‘অবজারভেশন’ পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। এছাড়া আবেদনকারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে সেবা প্রাপ্তির ভিন্নতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ‘অবজারভেশন’ পদ্ধতিটি ব্যবহৃত হয়েছে। অপরদিকে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে রচিত বই, প্রবন্ধ এবং পত্র-পত্রিকা ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন, পরিপত্র ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য কনটেন্ট এনালিসিস পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা এলাকা (Research Area):

আলোচ্য গবেষণাটি বাংলাদেশের চারটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর পরিচালিত হয়েছে। সর্বপ্রথম ‘কনভিনিয়েন্স স্যামপ্লিং’ পদ্ধতি অনুসরণ করে ডিজিটালাইজেশনের মাত্রা অনুযায়ী ঢাকা ও কুমিল্লা জেলাকে বাছাই করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ঢাকা জেলা ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ডিজিটালাইজেশন এবং কুমিল্লা জেলা আংশিক ডিজিটালাইজেশন অনুসরণ করছে। ‘কোটা স্যামপ্লিং’ পদ্ধতি অনুসরণ করে উভয় জেলা শহর থেকে দূরত্ব অনুযায়ী উপজেলা নির্ধারণ করা হয়েছে। ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে জেলা শহর থেকে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উপজেলা হিসেবে যথাক্রমে কেরানীগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ উপজেলাকে নির্ধারণ করা হয়েছে। আবার কুমিল্লা জেলার ক্ষেত্রে জেলা শহর থেকে নিকটবর্তী ও দূরবর্তী উপজেলা হিসেবে যথাক্রমে আদর্শ সদর উপজেলা ও বরুড়া উপজেলাকে বাছাই করা হয়েছে।

অতঃপর উপজেলা চারটি থেকে ‘কনভিনিয়েন্স স্যামপ্লিং’ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদানের সক্ষমতা অনুযায়ী চারটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার নির্ধারণ করা হয়েছে। সেবা প্রদানে সক্ষম বলতে সেই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলিকে বোঝানো হয়েছে যেগুলি উভয় ডিজিটালাইজ ভূমি সেবা তথা খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন করার সেবা প্রদান করছে। এক্ষেত্রে কেরানীগঞ্জ উপজেলার জিঞ্জিরা ইউনিয়নের জিঞ্জিরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, নবাবগঞ্জ উপজেলার যন্ত্রাইল ইউনিয়নের যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, আদর্শ সদর উপজেলার জগন্নাথপুর ইউনিয়নের জগন্নাথপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং বরুড়া উপজেলার পয়ালগাছা ইউনিয়নের পয়ালগাছা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে বাছাই করা হয়েছে।

১.৫: সাহিত্য পর্যালোচনা

একটি দেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের ভূমিকা নিয়ে বিশ্বব্যাপী সীমিত পরিসরে গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়েছে। কারণ বিশ্বের সব দেশ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারকে অন্তর্ভুক্ত করে নি এবং উক্ত দেশসমূহ জনগণের জন্য যেকোনো জায়গা থেকে ডিজিটাল ভূমি সেবা গ্রহণের সুযোগ বজায় রেখেছে। এমতাবস্থায় এসব

দেশের ক্ষেত্রে শুধু ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিয়ে কিছু গবেষণা রয়েছে। উক্ত গবেষণাসমূহে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটলাইজ করার সুপারিশসহ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার সুফল এবং দুর্বলতা তুলে ধরা হয়েছে।

অপরদিকে কিছু সংখ্যক দেশে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার বিদ্যমান রয়েছে যেগুলি ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে সেবা প্রদান করছে। ফলে কিছু গবেষণায় শুধু পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারগুলি কী কী সেবা প্রদান করছে সেটি তুলে ধরা হয়েছে। আবার কোনো কোনো গবেষণায় পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের ব্যবহার, সুফল ও পরিচালনা সংক্রান্ত নানাবিধ দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া অল্প সংখ্যক গবেষণায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। এসব গবেষণায় পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার থেকে জনগণ ভূমি সংক্রান্ত কী ধরনের সেবা পাচ্ছে এবং এর ফলে তারা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

কিছু গবেষণায় ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন সাধনের জন্য এটিকে ডিজিটলাইজড করার সুপারিশ করা হয়েছে। যেমন- Talukder, Sakib & Rahman (2014) তাঁদের গবেষণায় বাংলাদেশের বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা ও দুর্নীতি দূর করার লক্ষ্যে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির একটি মডেলের প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সেটির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষকবৃন্দ ভূমির পরিমাপকে নির্ভুল করার জন্য জরিপের ক্ষেত্রে জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) পদ্ধতি অবলম্বন করার পরামর্শ দিয়েছেন। আবার ঘরে বসেই ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তির জন্য তাঁরা মডেলটিতে অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করেছেন। একইভাবে Khan, Toaha & Awal (2009) তাঁদের গবেষণায় বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার নানাবিধ সমস্যা বিশ্লেষণপূর্বক সেগুলি উত্তরণের উপায় হিসেবে তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সুপারিশ করেছেন। গবেষকগণ এদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে জটিল, সময় সাপেক্ষ এবং দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে মন্তব্য করেছেন। এ অবস্থার উন্নয়ন সাধনের জন্য তাঁরা ভূমি জরিপ থেকে শুরু করে রেকর্ড বা খতিয়ান প্রস্তুত পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বা কম্পিউটারাইজেশনের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। কম সময়ে ও নির্ভুলভাবে ভূমি জরিপ পরিচালনায় ‘গুগল আর্থ সফটওয়্যার’ ব্যবহার করার পরামর্শ দিয়েছেন গবেষকগণ। অধিকন্তু তাঁরা ভূমির রেকর্ড বা খতিয়ান, নামজারি ও ট্যাক্স সংক্রান্ত কাজ দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদনের জন্য ভূমি এবং ভূমি-মালিকের বিবরণ সম্বলিত কম্পিউটার ডাটাবেজ তৈরির প্রস্তাবনা পেশ করেছেন।

অন্যদিকে কিছু গবেষণায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার সুফল তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- Adeoye & Mensah (2008) তাঁদের গবেষণায় নাইজেরিয়ার প্রেক্ষিতে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেশটির ভূমি রেকর্ড বা খতিয়ান ব্যবস্থাপনার কম্পিউটারাইজেশনের ফলে দুর্নীতি হ্রাস পেয়েছে বলে শনাক্ত করেছেন। একইভাবে Rahman & Talukder (2016) তাঁদের গবেষণায় ‘ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস’-এর মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড বা খতিয়ান ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটলাইজ করার ক্ষেত্রে সরকারি ব্যয়ের বিপরীতে কী পরিমাণ সুবিধা অর্জন সম্ভব সেটি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে, আধুনিক এ ব্যবস্থাটির সঙ্গে নির্মাণ ও পরিচালনা ব্যয় সম্পৃক্ত। তথাপি ডিজিটাল ভূমি রেকর্ড বা খতিয়ান ব্যবস্থাপনা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে কম ব্যয় বহুল এবং জনগণ সনাতন পদ্ধতির তুলনায় কম সময়ে সেবা পাবে বলে গবেষকদ্বয় মন্তব্য করেছেন।

অপরদিকে কিছু গবেষণা ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার দুর্বলতা তুলে ধরেছে। যেমন- Kalantari, Rajabifard, Wallace & Williamson (2005) তাঁদের গবেষণায় অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন প্রদেশের অনলাইন ভূমি তথ্য সেবার (অনলাইন ল্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস) আওতায় জনগণ ভূমি কর, ম্যাপ, ভূমি বাজার, ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত নির্দেশনা ইত্যাদি বিষয়ে সেবা পেলেও পদ্ধতিটি ব্যবহারকারী বান্ধব নয় বলে উল্লেখ করেছেন। গবেষকবৃন্দের মতে, এ ধরনের দুর্বলতার কারণে 'অনলাইন ভূমি তথ্য সেবা' পদ্ধতিটি জনপ্রিয়তার নিরিখে মধ্যম পর্যায়ে অতিক্রম করতে পারছে না। একইভাবে Tembo & Kampamba (2014) তাঁদের গবেষণায় বতসোয়ানায় তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে ভূমির দলিলের রেজিস্ট্রেশন বা ই-রেজিস্ট্রেশন করার ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে সেটি তুলে ধরেছেন। গবেষকদ্বয় কারিগরি দিক থেকে দেশটির অক্ষমতার পাশাপাশি হ্যাকার কর্তৃক আক্রমণের ঝুঁকিকে অন্যতম বলে চিহ্নিত করেছেন। আবার বোতসোয়ানার বর্তমান আইনগত কাঠামো 'ই-ডকুমেন্টস সার্বিস' বা ইলেকট্রনিক উপায়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের প্রেরণকে অনুমতি দেয় না যেটি ই-রেজিস্ট্রেশন বাস্তবায়নকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে বলে গবেষকদ্বয় সনাক্ত করেছেন।

বৈশ্বিক এবং বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার

কিছু গবেষণা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিদ্যমান পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারসমূহের ব্যবহার সংক্রান্ত নানাবিধ দিক বিশ্লেষণ করেছে। যেমন- Wahab & Dahalin (2012) তাঁদের গবেষণায় নাইজেরিয়ায় পরিচালিত টেলিসেন্টারসমূহের ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রভাবক ও প্রতিবন্ধকতা বিশ্লেষণ করেছেন। জনগণের সচেতনতাকে তাঁরা একই সঙ্গে টেলিসেন্টার ব্যবহারের প্রভাবক ও প্রতিবন্ধক হিসেবে সনাক্ত করেছেন। তাঁদের মতে, টেলিসেন্টার থেকে প্রদত্ত সেবাসমূহ সম্পর্কে জনগণ যত বেশি জ্ঞাত, এর ব্যবহারও তত বেশি। একইভাবে সেবা সম্পর্কে অজ্ঞতা টেলিসেন্টার ব্যবহারের হার কমানোর জন্য দায়ী হিসেবে লেখকদ্বয় চিহ্নিত করেছেন। আবার Ayong, Abbott & Kahefi (2016) তাঁদের গবেষণায় ঘানার টেলিসেন্টারগুলি জনগণের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারছে না বলে শনাক্ত করেছেন। এরূপ অবস্থায় জনগণ উক্ত টেলিসেন্টারগুলি ব্যবহার না করায় সেগুলির কার্যক্রম বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে গবেষকগণ উল্লেখ করেছেন।

অপরদিকে কিছু গবেষণা পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারসমূহের পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেছে। যেমন- Attwood & Braathen (2010) তাঁদের গবেষণায় দক্ষিণ আফ্রিকার কুয়াজুলু-নাটাল প্রদেশে অবস্থিত টেলিসেন্টারসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি প্রভাব ফেলেছে সেটি তুলে ধরেছেন। গবেষকদ্বয় দক্ষ আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতাকে টেলিসেন্টারসমূহের কার্যক্রম নির্বিঘ্নে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। তাঁরা প্রযুক্তিগত দুর্বলতা তথা ইন্টারনেটের ধীরগতিকে টেলিসেন্টারের কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য দায়ী মনে করেছেন। এছাড়া Ayong, Abbott & Kahefi (2016) তাঁদের গবেষণায় ঘানায় অবস্থিত টেলিসেন্টার পরিচালনায় কতিপয় নিয়ামকের (রাজনীতি, দেশীয় প্রেক্ষাপট ইত্যাদি) প্রভাব তুলে ধরেছেন। তথ্য-প্রযুক্তি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান না থাকা সত্ত্বেও টেলিসেন্টারগুলিতে রাজনৈতিক বিবেচনায় অপারেটর নিয়োগ দেওয়া হয়েছে বলে গবেষকবৃন্দ উল্লেখ করেছেন। অন্য দেশকে অনুসরণ করে টেলিসেন্টার প্রকল্প গ্রহণ এবং সেটি বাস্তবায়নে দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনা না করা- প্রকল্পটির টিকে থাকার সক্ষমতাকে হুমকির সম্মুখীন করেছে বলে গবেষকবৃন্দ মন্তব্য করেছেন।

অন্যদিকে কিছু গবেষণায় পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের সূফল তুলে ধরা হয়েছে। যেমন- Hasan (2015) তাঁর প্রবন্ধে বাংলাদেশে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার হিসেবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ফলপ্রসূতা তুলে ধরেছেন। দক্ষ, কার্যকর বা সুবিধাজনক ই-সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার শুধু উদ্ভাবনী অভিপ্রায় নয়, অধিকন্তু জনগণের জীবনযাত্রায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমরূপে লেখক এটিকে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া Hoque & Mahiuddin (2013) তাঁদের গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগণের দোরগোঁড়ায় ই-সেবা পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের (ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের পূর্বনাম) সক্ষমতা বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁদের মতে, গ্রামের জনগণ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি সংক্রান্ত সরকারি ও বেসরকারি সেবা খুব সহজে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের বদৌলতে গ্রহণ করছে। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে জনগণ সীমিত অর্থ ও সময়ের বিনিময়ে সেবা পাচ্ছে বলে গবেষকদ্বয় সনাক্ত করেছেন।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের ভূমিকা

কিছু গবেষণায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার থেকে জনগণ কর্তৃক প্রাপ্ত সেবাসমূহের পর্যালোচনা করা হয়েছে। যেমন- Iyer (2017) তাঁর প্রবন্ধে ভারতের একটি প্রদেশ কর্ণাটকে অবস্থিত টেলি সেন্টারসমূহের মাধ্যমে প্রদত্ত ডিজিটাল ভূমি সেবার বিশ্লেষণ করেছেন। গবেষকের মতে, এসব টেলি সেন্টার থেকে জনগণ ভূমির রেকর্ড ও নামজারি সংক্রান্ত সেবা পাচ্ছে। এছাড়া Cho & Yoo (2015) তাঁদের গবেষণায় কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের ডিজিটাল ভূমি তথ্য ব্যবস্থার আওতায় ভূমির রেকর্ড বা খতিয়ান ও মালিকানা এবং ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সন্নিবেশিত রয়েছে যেগুলি জনগণ ‘কিয়ঙ্ক’ নামে পরিচিত পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার ব্যবহার করে সংগ্রহ করতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন। আবার Furuholt & Saebo (2017) তাঁদের গবেষণায় পূর্ব আফ্রিকার একটি দেশ তানজানিয়ার গ্রামীণ এলাকার জনগণ টেলি সেন্টার থেকে দেশটির ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ভূমি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ভূমি সংক্রান্ত কী ধরনের তথ্য প্রদান করা হচ্ছে তাঁরা সেটি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন নি। সময়ের দিক বিবেচনায় কিছুটা পূর্বে রচিত Siar (2005)-ও তাঁর প্রবন্ধে ফিলিপাইনের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ওয়েবসাইটের ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি সেবা তথা ভূমির ব্যবহারবিধি বা এ সংক্রান্ত পরিকল্পনা, ভূমির মানচিত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য ইন্টারনেট সুবিধার বাইরে থাকা জনগণকে কমিউনিটি ই-সেন্টারের মাধ্যমে সরবরাহ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

কিছু গবেষণা ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের ইতিবাচক ভূমিকা তুলে ধরেছে। যেমন- Cecchini & Raina (2005) তাঁদের গবেষণায় ভারতের মধ্য প্রদেশের ‘ধর’ জেলায় ‘জ্ঞানদূত’ প্রকল্পের আওতায় অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান করার ফলে জনগণ কতখানি উপকৃত হচ্ছে সেটি তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে, ‘টেলি কিয়ঙ্ক’ নামে পরিচিত পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার থেকে অনলাইনে ভূমির নামজারি বা খতিয়ানের অনুলিপি জন্য আবেদন করে জনগণ কম খরচে ও কম সময়ে কাজিখত সেবা পাচ্ছে। এছাড়া Iyer (2017) ভারতের কর্ণাটকে ‘নাদাকাচেরি’ নামে পরিচিত টেলি সেন্টারের অবস্থান জনগণের আবাসস্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় তারা সেখান থেকে সহজেই ভূমি সেবা পাচ্ছে বলে উল্লেখ করেছেন। একইভাবে Cho & Yoo (2015) তাঁদের গবেষণায় কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের জনগণ পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সহজে ভূমি সেবা পাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন।

বাংলাদেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার হিসেবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা

কিছু গবেষণা ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপকারী দিক তুলে ধরেছে। Faroqi (2015) তাঁর প্রবন্ধে গ্রামের জনগণ ভোগান্তি ছাড়াই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করতে পারছে বলে সনাক্ত করেছেন। অধিকন্তু তিনি সেবাপ্রার্থীতা হিসেবে জনগণের উপর কতখানি ইতিবাচক প্রভাব পড়ছে সেটি তুলে ধরেছেন। গবেষকের মতে, একজন আবেদনকারী সীমিত অর্থ ব্যয়ের বিনিময়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলন করতে সক্ষম হচ্ছেন। একইভাবে Saleheen (2015) তাঁর গবেষণায় নারায়ণগঞ্জ জেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমি ই-সেবা প্রদানের ইতিবাচক প্রভাব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে, জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে নামজারির আবেদন দাখিল সম্পন্ন এবং রেকর্ড বা খতিয়ানের অনুলিপি উত্তোলন করতে পারছেন। অধিকন্তু Mamun & Begum (2018) তাঁদের প্রবন্ধে দুর্বল টেলিযোগাযোগ এবং বিদ্যুৎ বিদ্রাট কবলিত গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলি ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের সেবাটি জনগণের জন্য সহজলভ্য করেছে বলে সনাক্ত করেছেন।

অপরদিকে কিছু গবেষণায় পরোক্ষভাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রাপ্তির বিষয়টি খুবই সীমিত আকারে উঠে এসেছে। যেমন- Bakshi & Rahman (2016) তাঁদের গবেষণায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দিষ্ট সেবাসমূহের ‘কস্ট-বেনিফিট এনালাইসিস’ অর্থাৎ সেবা প্রদানের অর্থনৈতিক ব্যয়ের বিপরীতে কী পরিমাণ সুফল অর্জন হচ্ছে সেটি তুলে ধরেছেন। এক্ষেত্রে নাগরিকত্ব সনদ, মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের জন্য আবেদন, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ও মোবাইল ব্যাংকিং- এ চারটি সেবার মধ্যে প্রথম তিনটির অর্থনৈতিক ব্যয়ের তুলনায় সুফল অনেক বেশি বলে গবেষকদ্বয় শনাক্ত করেছেন। উক্ত চারটি সেবার উপর মূল আলোচনা শুরু পূর্বে তাঁরা খুব সংক্ষেপে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রদত্ত অন্যান্য সেবার সঙ্গে ভূমি রেকর্ড বা খতিয়ান সংগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। একইভাবে Saif & Howlader (2019)-এও সীমিত আকারে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উল্লেখ আছে। গবেষকদ্বয় তাঁদের গবেষণায় এটুআই পরিচালিত ই-নামজারি সেবাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উক্ত পদ্ধতিকে নির্ভুল ও দক্ষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিসে একটি করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করার সুপারিশ করেছেন।

উপরিউক্ত সাহিত্য পর্যালোচনা করে এটি প্রতীয়মান যে, একটি দেশের সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টারের ভূমিকা সম্পর্কে গবেষণাকর্ম নেই বললেই চলে। উল্লেখিত গবেষণা ঘাটতি (Research Gap) দূর করার জন্য আলোচ্য গবেষণাটি বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার হিসেবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা পর্যালোচনা করেছে। এমতাবস্থায় আলোচ্য গবেষণার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার তিনটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য তথা ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, হয়রানি দূরীকরণ এবং সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা।

১.৬: প্রায়োগিক সংগা

ভূমি

ভূমিকে বিভিন্নভাবে সংগায়িত করা যায়। সাধারণত ভূমি বলতে আবাদী, অনাবাদী বা পানিতে পূর্ণ জমিকে বোঝায়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০-এ ভূমিকে সংগায়িত করা হয়েছে। উক্ত আইনের ২ (১৬) ধারা অনুযায়ী ভূমি থেকে উদ্ধৃত সুবিধা, ঘর-বাড়ি, দালানকোঠা, মাটির সঙ্গে সংযুক্ত দ্রব্য এবং মাটির সঙ্গে সংযুক্ত দ্রব্যের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত অন্যান্য সকল দ্রব্য বা বিষয়ও 'ভূমি' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হবে (রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০)। আবার ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯খ)।

অন্যদিকে 'অর্থনীতি'তে ভূমির একটি বিশেষ অর্থ রয়েছে। সাধারণভাবে ভূমি বলতে 'মাটি' বোঝালেও 'অর্থনীতি'তে 'ভূমি' শব্দটি অধিক বিস্তৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে 'ভূমি' উৎপাদনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শালের মতে, 'ভূমি হচ্ছে সেসব উপাদান এবং শক্তি যেগুলি প্রকৃতি মানুষের সাহায্যের জন্য বিনামূল্যে মাটি, পানি, বাতাস, আলো ও তাপের মাধ্যমে সরবরাহ করেছে।' অর্থাৎ ভূমি বলতে সকল প্রাকৃতিক সম্পদকে বোঝায় যেগুলি থেকে আয় উৎসারিত হয় এবং যেগুলির বিনিময় মূল্য রয়েছে। ভূমি সেসব প্রাকৃতিক সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে যেগুলি উপকারী এবং অপ্রতুল, প্রকৃত পক্ষে অথবা সম্ভাব্যরূপে (Dewett, 1972)।

আবার ভূমি বলতে কৃষি এবং অকৃষি জমিকে বোঝায়। কৃষি জমি মূলত কৃষিকাজ বা উদ্যান বিষয়ক কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরদিকে অকৃষি জমি কৃষিকাজ বা উদ্যান বিষয়ক কাজে ব্যবহৃত হয় না হয়ে বসতি স্থাপনের কাজে ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশের অকৃষি জমির মধ্যে গ্রামীণ বসতি অন্যতম (Islam, 2018; Hasan, Hossain, Bari & Islam, 2013)। আলোচ্য গবেষণায় ভূমি বলতে বোঝানো হয়েছে প্রকৃতি প্রদত্ত একটি উপাদানকে যেটি মানুষকে বসবাসের জন্য আশ্রয় প্রদান করেছে, যেখানে উৎপাদন কাজ পরিচালিত হচ্ছে এবং যা হস্তান্তরযোগ্য।

ভূমি ব্যবস্থাপনা

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে সংগায়িত করা যায়। ইউনাইটেড ন্যাশনস্ ইকোনোমিক কমিশন ফর ইউরোপ-এর মতে, ভূমি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূমির অন্তর্গত সম্পদসমূহকে সুফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। প্রক্রিয়াটি ভূমিকে প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ হিসেবে ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করে। উক্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণ, কৃষি কাজ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা, গ্রাম ও নগরের জন্য ভৌত পরিকল্পনা ইত্যাদি (Science Daily, 2019)। আবার ভূমি নিবন্ধন, ভূমি জরিপ, ভূমির মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া ইত্যাদিও ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত (Adeoye & Mensah, 2008)। অন্যদিকে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় ভূমির রেকর্ড বা খতিয়ান সংরক্ষণ, ভূমির ক্রয়-বিক্রয় বা বিভিন্ন

পদ্ধতিতে মালিকানা পরিবর্তন, ভূমির দলিল তৈরি ও সংরক্ষণ, ভূমি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নিরসন ব্যবস্থাপনা, ভূমির ম্যাপ বা নকশা ও ভূমি সংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদকরণ, ভূমি থেকে ট্যাক্স বা রাজস্ব আদায় ইত্যাদিকে (Talukder, Sakib & Rahman, 2014)।

আবার ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে বোঝায় টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য ভূমি ও প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ডকে। ভূমি ব্যবস্থাপনার তিনটি উপাদান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ভূমি নীতি, ভূমি প্রশাসন কার্যক্রম এবং ভূমি তথ্য কাঠামো। ভূমি নীতি হলো জাতীয় নীতির একটি অংশ যার উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সাম্য এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা। ভূমি প্রশাসন কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- ভূমি মালিকানা সুরক্ষণ বা হস্তান্তর, ভূমি শুল্ক নির্ধারণ, ভূমির ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মাণবিধি তৈরি। যথাযথ ভূমি তথ্য কাঠামোর উপর ভূমি প্রশাসন কার্যক্রম নির্ভর করে। ভূমি তথ্য কাঠামো মূলত ক্যাডাস্ট্রাল তথ্য ভূমির ম্যাপ বা নকশা ও জরিপকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানা সুচিহ্নিত হয় (Enemark, 2005)।

অপরদিকে ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা আদায়, ভূমি রাজস্ব অফিসে সংরক্ষিত খতিয়ান ও ম্যাপ বা নকশার হালনাগাদ করা, খাস জমির সুষ্ঠু বন্দোবস্ত করা, প্রান্তিক বা ভূমিহীন কৃষকদের জন্য কৃষি উপকরণ ও কৃষিখণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, রাজস্ব কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং তাদের কাজকর্ম তদারকি করা ইত্যাদি ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত (Hussain, 2015)। আবার ভূমি ব্যবস্থাপনাকে খতিয়ান, জরিপ, নামজারি, রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি নামেও অভিহিত করা যায় (Ministry of Land, 2019a)। এছাড়া ভূমি উন্নয়ন করারোপ, ভূমি প্রশাসনকে প্রশিক্ষণ প্রদান, ভূমি অধিগ্রহণ, খাস জমি বন্দোবস্ত কার্যক্রম ইত্যাদি ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্তর্গত (Ministry of Land, 2019b)। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অত্যন্ত বিস্তৃত। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ভূমি ব্যবস্থাপনার নানাবিধ উপাদান সনাক্ত করেছেন। ভূমি ব্যবস্থাপনার নানাবিধ উপাদানের মধ্যে শুধু খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন ও নামজারি সেবার আবেদন করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা রয়েছে। তাই আলোচ্য গবেষণায় ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে খতিয়ান এবং নামজারিকে বোঝানো হয়েছে। নিম্নে খতিয়ান এবং নামজারি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

খতিয়ান

খতিয়ানকে বিভিন্নভাবে সংগায়িত করা যায়। সাধারণভাবে খতিয়ান অর্থ ভূমির হিসাব। আবার খতিয়ান হল জরিপের মাধ্যমে প্রণীত ভূমির পুঞ্জানুপুঞ্জ বিবরণ (সরকার, ২০১৯)। অর্থাৎ খতিয়ান বলতে বোঝায় ভূমির মালিকের নাম, ভূমির দাগ নম্বর, পরিমাণ বা আয়তন, শ্রেণী বা প্রকৃতি, সরকারকে প্রদেয় ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণ ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত সরকারি বিবরণীকে (মালেক, ২০০৫)। জরিপকালীন সময়ে জরিপের বিভিন্ন ধাপ অতিক্রম করে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ ফরম নম্বর- ৫৪৬২-তে (সংশোধিত) ভূমির মালিকানা বা দাগের বর্ণনাসহ যে তথ্যচিত্র প্রকাশিত হয়, তাকে খতিয়ান বলে (সরকার, ২০১৭)।

অপরদিকে খতিয়ানকে 'রেকর্ড অব রাইটস্' বা স্বত্বলিপিও বলা হয়। খতিয়ানকে জরিপ খতিয়ান এবং মিউটেশন খতিয়ানে ভাগ করা যায়। জরিপের মাধ্যমে যে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়, তাকে জরিপ খতিয়ান বলে। জরিপ খতিয়ান কয়েক রকম হতে পারে, যেমন- সিএস (Cadastral Survey), এসএ (State Acquisition), আরএস (Revisonal Survey), বিএস (Bangladesh

Survey), পেটি ইত্যাদি। মিউটেশন বা নামজারির মাধ্যমে যে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়, তাকে মিউটেশন খতিয়ান বলে। মূলত জরিপের মাধ্যমে খতিয়ান সৃষ্টি করা হয়। একটি জরিপের পর পরবর্তী জরিপ না হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভূমির মালিকানা পরিবর্তিত হলে খতিয়ানে সেটির প্রতিফলন ঘটানো জরুরী। এক্ষেত্রে মিউটেশন বা নামজারির মাধ্যমে পূর্ববর্তী খতিয়ানের পরিবর্তন করে যে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়, তাকে মিউটেশন খতিয়ান বলে (খান, ২০০৮)। আলোচ্য গবেষণায় খতিয়ান বলতে বোঝানো হয়েছে ভূমির অবস্থান, পরিমাণ, মালিকানা, শ্রেণী, প্রদেয় খাজনা ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত জরিপ ও মিউটেশন খতিয়ানকে।

নামজারি

নামজারিকে নানাভাবে সংগায়িত করা যায়। নামজারি শব্দের অর্থ হল খতিয়ানে নতুন নাম অন্তর্ভুক্তকরণ (সরকার, ২০১৭)। উত্তরাধিকারসূত্র, বিক্রয়, দান, খাসজমি বন্দোবস্ত প্রভৃতি প্রক্রিয়ায় ভূমি হস্তান্তর বা ভূমির মালিকানা পরিবর্তিত হলে খতিয়ানে পুরাতন মালিকের নাম বাদ দিয়ে নতুন মালিকের নাম প্রতিস্থাপন করানোকে মিউটেশন বা নামজারি বলে (ইসলাম, ২০১৪)। মূলত দুই জরিপের মধ্যবর্তী সময়ে মালিকানা পরিবর্তিত হলে জরিপ খতিয়ান সংশোধন করে হালনাগাদ করাকে নামজারি বলা হয়। আবার নামজারি হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন হলে পূর্ববর্তী মিউটেশন খতিয়ানেরও সংশোধনী আনা হয় (খান, ২০০৮)।

এল.টি (Land Transfer) নোটিশের বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যখন সম্পত্তি হস্তান্তরের আংশিক তথ্য জানা থাকে অর্থাৎ বিক্রেতার বিক্রয় করার অধিকার ছিল কিনা, বিক্রেতা কী পরিমাণ ভূমি বিক্রয় করার অধিকারী ছিলেন, জমিতে ক্রেতার দখল আছে কিনা ইত্যাদি যাচাই করা সম্ভব হয় না, তখন নতুন ক্রেতার নাম শুধুমাত্র পূর্বতন খতিয়ানের ১ নং কলামে মালিকানার ঘরে অন্যান্য মালিকদের সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত করে রাখা হয়। এভাবে শুধুমাত্র নাম অন্তর্ভুক্ত করে রাখার প্রক্রিয়াকে নামজারি বলা হয় (সরকার, ২০১৭)। আলোচ্য গবেষণায় নামজারি বলতে উত্তরাধিকারসূত্র, বিক্রয়, দান, খাসজমি বন্দোবস্ত ইত্যাদির মাধ্যমে দুই জরিপের মধ্যবর্তী সময়ে মালিকানা হস্তান্তর হলে পূর্বের জরিপ খতিয়ান বা মিউটেশন খতিয়ানে পুরাতন মালিকের পরিবর্তে নতুন মালিকের নাম অন্তর্ভুক্ত করাকে বোঝানো হয়েছে।

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা

ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনাকে বিভিন্নভাবে সংগায়িত করা যায়। সাধারণভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বলে। অর্থাৎ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমির খতিয়ান, মিউটেশন বা নামজারি, মৌজা ম্যাপ বা নকশা ইত্যাদির যথাযথ ব্যবস্থাপনা হলো ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৪)। আবার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা হিসেবে অভিহিত করা যায়। সে অর্থে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার তিনটি উপাদান রয়েছে- জিপিএস (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) ভিত্তিক ভূমি জরিপ, স্বয়ংক্রিয় ভূমি ম্যাপ বা নকশা অঙ্কন এবং অনলাইন ভূমি ব্যবস্থাপনা (Talukder, Sakib & Rahman, 2014)।

এছাড়া ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনাকে কম্পিউটারাইজড ভূমি ব্যবস্থাপনা হিসেবেও আখ্যায়িত করা যায়। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ম্যানুয়াল বা সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে কম্পিউটারের ব্যবহারের মাধ্যমে স্বল্প সময়ের মধ্যে ভূমি সংক্রান্ত

প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় (Adeoye & Mensah, 2008)। আবার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম তথ্য যেমন- ভূমির মালিকানা, ম্যাপ বা নকশা ইত্যাদি সম্বলিত কম্পিউটারাইজড ডাটাবেজ তৈরি করা হয় সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের মাধ্যমে। পরবর্তীতে প্রয়োজনের ধরণ অনুযায়ী জনগণকে সেবা প্রদান করার জন্য উক্ত ডাটাবেজ ব্যবহার করা হয় (Uddin, 2012)।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটলাইজেশনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়েছে (ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২০২০ক)। অনলাইনে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আরএস খতিয়ান উন্মুক্ত করে দেওয়ায় জনগণ কর্তৃক উক্ত খতিয়ানটি দেখা সম্ভবপর হয়েছে। বাকি খতিয়ানগুলোও উন্মুক্ত করে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)। আবার সরকার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক)। উল্লেখ্য যে, সরকার নামজারি কার্যক্রমটি তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে তথা ডিজিটাল উপায়ে সম্পন্ন করার পদ্ধতি সৃষ্টি করেছে যেটি ই-নামজারি নামে পরিচিত যেখানে জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন পেশ করতে সক্ষম (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭)। অন্যদিকে ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে ডিজিটলাইজ করার জন্য সরকারের একটি চলমান প্রকল্প রয়েছে (The Financial Express, 2018)। আবার মাঠ পর্যায়ে অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন জেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ঘ)। অধিকন্তু ভূমি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ‘উদ্ভাবন’ প্রকল্পের আওতায় তথ্য-প্রযুক্তির মাধ্যমে খাস জমি বন্দোবস্তের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৫)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অনলাইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারি সেবার আবেদন করার পদ্ধতি ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্যান্য উপাদানের ডিজিটলাইজেশনের তুলনায় অধিক বাস্তবায়িত হয়েছে। অধিকন্তু শুধু উক্ত দুটি উপাদানের ক্ষেত্রে জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা গ্রহণ করছে। এমতাবস্থায় আলোচ্য গবেষণায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি এবং ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয়েছে।

১.৭: তাত্ত্বিক কাঠামো

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের পেছনে নানাবিধ উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটলাইজড করার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক)। একই সঙ্গে ভূমি সেবাকে হরানিমুক্তকরণ এবং সহজীকরণ করাও ডিজিটলাইজেশনের উদ্দেশ্য (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৮)। স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রথমত সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করে। দ্বিতীয়ত আবেদনকারী নিজ উদ্যোগেও আবেদনের ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারেন। অপরদিকে ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের

ঘুষ গ্রহণ বন্ধ করা এবং দালালদের দৌরাভ্য দূর করাকে হয়রানি দূরীকরণ বলে। আবার ভূমি সেবা সহজীকরণ বলতে বোঝায় সেবা প্রদানের এমন একটি পদ্ধতি সৃষ্টি করা যাতে করে জনগণ কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে পারে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯খ)।

বাংলাদেশে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গ্রামে বসবাসকারী জনগণকে ডিজিটালাইজড ভূমি সেবা প্রদানের মাধ্যমে হিসেবে কাজ করছে। গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য কালেক্টর (জেলা প্রশাসক) বরাবর আবেদন করে উক্ত সেবাটি পেতে পারে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক)। আবার অনলাইনে ই-নামজারির আবেদনকে সরকার উন্মুক্ত করে দিয়েছে যেখানে গ্রামের জনগণেরও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করার সুযোগ রয়েছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭)।

টেবিল-২: গবেষণার চলক এবং নির্দেশক

চলক	নির্দেশক
স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ	১। আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিতকরণ ২। আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ
হয়রানি দূরীকরণ	১। ভূমি অফিস কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ বন্ধ করা ২। দালালের দৌরাভ্য দূরীকরণ
সেবা সহজীকরণ	সেবা প্রাপ্তিতে- ১। কম সময় ২। কম খরচ এবং ৩। কম যাতায়াত

উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৮; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯খ

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, বাংলাদেশের গ্রামে বসবাসকারী জনগণের কাছে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা তথা অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদনকে সুগম্য করার একটি মাধ্যমে হচ্ছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। আলোচ্য গবেষণায় সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ অর্থাৎ সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, সেবাকে হয়রানিমুক্তকরণ এবং সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কতখানি ভূমিকা রাখছে সেটি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

১.৮: অধ্যায় পরিচিতি

অধ্যায়-১-এ গবেষণাটির প্রারম্ভিক আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়টিতে গবেষণা সমস্যার বিবৃতির পাশাপাশি গবেষণার তাৎপর্য তুলে ধরা হয়েছে। আবার অধ্যায়টিতে গবেষণার উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়টি গবেষণা পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে। এছাড়া অধ্যায়টিতে সাহিত্য পর্যালোচনা করে গবেষণা ঘাটতি খুঁজে বের করা হয়েছে যেটি দূর করার জন্য গবেষণাটি পরিচালিত হয়েছে। অধ্যায়টিতে আলোচ্য গবেষণায় ব্যবহৃত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের প্রায়োগিক সংগা প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু অধ্যায়টিতে গবেষণার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে যার ভিত্তিতে অধ্যায়-৪, ৫ এবং ৬-এ সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-২-এ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টিতে প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এখানে ম্যানুয়াল ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তনের ফলে কিভাবে বর্তমানে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার সূচনা হয়েছে সেটি ফুটে উঠেছে। এছাড়া আলোচ্য অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অধ্যায়টি জাতীয় পর্যায়ে থেকে শুরু করে মাঠ পর্যায় পর্যন্ত কর্মরত প্রতিষ্ঠানের দায়-দায়িত্ব তুলে ধরেছে।

অধ্যায়-৩-এ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সৃষ্টির ইতিহাস, উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, নানাবিধ সেবা, সেবা সহজীকরণে ভূমিকা ইত্যাদি বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। অধিকন্তু অধ্যায়টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রামের জনগণ কোন প্রক্রিয়ায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করতে পারছে এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পন্ন করছে সেটি বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অধ্যায়-২ এবং অধ্যায়-৩ গবেষণাটির ব্যাকগ্রাউন্ড অধ্যায় গঠন করেছে।

অধ্যায়-৪, ৫ এবং ৬-এ গবেষণাটির ফাইন্ডিংস তুলে ধরা হয়েছে তথা মূল আলোচনা করা হয়েছে। অধ্যায়-৪-এ গবেষণাটির প্রথম উদ্দেশ্য তথা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি এবং ই-নামজারি সেবার আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াটি কতখানি স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে সেটি অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেবা সম্পর্কে এসএমএস প্রাপ্তি এবং আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়ার মাধ্যমে কতখানি স্বচ্ছতা নিশ্চিত হচ্ছে সেটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের পাশাপাশি কেস স্টাডির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অধ্যায়-৫-এ গবেষণাটির দ্বিতীয় উদ্দেশ্য তথা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় ভূমি সেবা হয়রানিমুক্ত হয়েছে কিনা সেটি সনাক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন দাখিল করার ক্ষেত্রে দালালের দৌরাত্ম্য দূর হয়েছে কিনা সেটি সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং কেস স্টাডির মাধ্যমে বিশ্লেষণপূর্বক নির্ণয় করা হয়েছে। একইভাবে অধ্যায়টিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-

নামজারির আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ বন্ধ হয়েছে কিনা সেটিও গবেষণাটির মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সনাক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায়-৬-এ গবেষণাটির তৃতীয় উদ্দেশ্য তথা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ভূমি সেবা সহজীকরণে কী ভূমিকা পালন করছে সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গ্রামের জনগণ খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন দাখিলের সেবাটি কতোখানি কম সময়, কম অর্থ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে পাচ্ছে সেটি তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টি সংগৃহীত প্রাথমিক উৎসের পাশাপাশি মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য পর্যালোচনা করে ভূমি সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা তুলে ধরেছে।

অধ্যায়-৭-এ গবেষণাটির উপসংহার এবং সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। উপসংহার অংশে সংক্ষেপে অধ্যায়-৪, ৫ এবং ৬-এর মূল বক্তব্য সন্নিবেশিত হয়েছে। অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে তথা স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, হয়রানি দূরীকরণ এবং সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। অধ্যায়টির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সুপারিশ প্রণয়ন। সকল শ্রেণীর জনগণকে স্বচ্ছতার সঙ্গে ভূমি সেবা প্রদান, ভূমি সেবা প্রদানে হয়রানি দূরীকরণ তথা দালালের প্রভাব ও ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ বন্ধ এবং সেবা সহজীকরণের উপায়স্বরূপ কিছু সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া গবেষণাটি রচনায় যেসব বই, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা, প্রতিবেদন ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাদের রেফারেন্সসমূহ গ্রন্থপুঞ্জি অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। অধিকন্তু সাক্ষাৎকার দাতাদের রেফারেন্সও গ্রন্থপুঞ্জি অংশে স্থান পেয়েছে। সবশেষে সংযুক্তি অংশে সাক্ষাৎকারের জন্য ব্যবহৃত কোয়েশ্চনিয়ার বা প্রশ্নমালা যুক্ত করা হয়েছে।

অধ্যায়-২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সার্বিক অবস্থা

ভূমিকা

প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার সুবিস্তৃত ইতিহাস রয়েছে। মূলত নানা রকম পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে (Islam, 2018)। আলোচ্য অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে মূলত ধারাবাহিকভাবে প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান বাংলাদেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার সূচনা পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আলোচ্য অধ্যায়টিতে ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন ভূমি অফিসের কার্যাবলী তুলে ধরা হয়েছে।

২.১: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন

প্রাচীন যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনার ভিত্তি স্থাপন (খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ - ৭১২ খ্রিস্টাব্দ)

প্রাচীন যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনার ভিত্তি স্থাপিত হয়। কারণ এ সময় সর্বপ্রথম ভূমি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ভূমি থেকে রাজস্ব আদায় এবং জরিপ কাজ শুরু হয় যেটি পরবর্তী সময়ে সুসংহত হয়। মূলত প্রাচীন যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রধান উপাদান ছিল ভূমি রাজস্ব বা কর আদায় করা। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে এ উপমহাদেশে আর্যদের আগমন ঘটে। আর্যদের প্রশাসনের কেন্দ্রে ছিলেন গোষ্ঠীপতি যিনি 'রাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। মূলত রাজা ভূমি রাজস্ব আদায় করতেন। ভ্রাম্যমান এ সমাজের মানুষ গোষ্ঠীর প্রতি অনুরক্ত ছিল। ফলে রাজ্য কাঠামো বা অসামরিক প্রশাসন তখনো গড়ে উঠে নি। পরবর্তীতে আর্যদের উপজাতি সংঘ বা সমিতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে উপজাতি নেতা বা সরদার তাঁর এলাকা শাসন করতেন। উপজাতি নেতা বা সর্দারগণ অনেকেই 'রাজা' উপাধি ধারণ করতেন। রাজার প্রধান দায়িত্বগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ভূমি কর আদায় করা (সরকার, ২০১৭)। একইভাবে প্রাচীনযুগে সর্বপ্রথম ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার সূচনা হয় (Islam, 2018; সরকার, ২০১৭)।

প্রাচীন যুগে মৌর্য বংশের সম্রাট অশোক ভূমি জরিপের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থার সূচনা করেন। তাঁর আমলে একটি প্রদেশকে কয়েকটি জনপদে বিভক্ত করা হয়। গ্রিক পরিব্রাজক মেগাস্থিনিস-এর বর্ণনা মতে, জনপদ ব্যবস্থায় রাজকর সংগ্রহ এবং ভূমি জরিপ কার্য পরিচালিত হতো। এ সময় 'অগ্রনময়' নামক এক শ্রেণীর কর্মচারী রাজকর সংগ্রহ এবং ভূমি জরিপ কার্য তত্ত্বাবধান করতেন। মূলত ভূমি থেকে কী পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হচ্ছে সেটি জানার জন্য এবং তদানুযায়ী রাজস্ব আদায় করার জন্য জরিপ কাজ পরিচালনা করা হতো। একইভাবে গুপ্ত যুগেও সম্রাটগণ কৃষকের উৎপন্ন ফসলের উপর কর আরোপ করতেন বলে জানা যায় (সরকার, ২০১৭)।

মধ্য যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সুসংহতকরণ এবং সম্প্রসারণ (৭১২ খ্রিস্টাব্দ - ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ)

মধ্য যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম তথা রাজস্ব আদায় ও জরিপ পদ্ধতি সুসংহত রূপ ধারণ করে এবং একই সঙ্গে খাস জমি বন্দোবস্ত শুরুর মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটে। এ যুগের শুরুতে ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভূমি থেকে রাজস্ব আদায়কে অধিক

গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ১২০২ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খলজি বাংলার সেন বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন (সরকার, ২০১৭)। মুসলিম শাসকগণ ভূমি রাজস্বের পরিমাণ উৎপন্ন ফসলের ছয় ভাগের এক ভাগ থেকে বাড়িয়ে পাঁচ ভাগের এক ভাগ বা চার ভাগের এক ভাগ নির্ধারণ করেন। এ সময় ভূমি রাজস্ব টাকার মাধ্যমে বা ফসলের মাধ্যমে প্রদান করা যেতো। এছাড়া এ যুগে রাজস্ব আদায় ছাড়াও ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনা প্রাচীন যুগের তুলনায় অধিক গুরুত্ব পায় (Islam, 2018)। পাশাপাশি খাস জমি ব্যবস্থাপনার সূচনাও সর্বপ্রথম এ যুগে হয় (হক, ২০১৬)।

মূলত বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার মধ্যে মোঘল আমলেই রাজস্ব আদায় কেন্দ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মোঘল আমলে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে সুবা বাংলাকে কতগুলি সরকার বা জেলায় এবং সরকারকে কতগুলি মহাল বা পরগণায় বিভক্ত করা হয়। পরবর্তীতে সরকারের সংখ্যা কমিয়ে সমস্ত সুবাকে কতগুলি চাকলা বা বৃহত্তর জেলায় বিভক্ত করা হয়। সরকার বা চাকলার প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আমলগুজার, আমিল বা ক্রোরী নামে পরিচিত ছিল। আবার মহাল বা পরগণার রাজস্ব কর্মকর্তাকে আমিল বা শিকদার বলা হতো। আমিলের দায়িত্ব ছিল তাঁর এলাকার জমিদার, ইজারাদার প্রভৃতির নিকট থেকে সরকারের ধার্য রাজস্ব আদায় করা এবং তা ফোতেদার বা খাজাঞ্চির নিকট সরকারি কোষাগারে জমা দেওয়া (হক, ২০১৬)। উল্লেখ্য যে, মোঘলদের রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতির মধ্যে অন্যতম ছিল রাজস্ব আদায় (সরকার, ২০১৭)। তবে মোঘল শাসকগণ কৃষকদের কাছ থেকে ধার্যকৃত রাজস্বের অতিরিক্ত কিছু আদায় করতেন না। শাসকগণ রাজস্বের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য কৃষকদের পতিত জমি চাষ করতে উৎসাহ দিতেন। এজন্য কৃষকদেরকে তাকাতি বা কৃষি ঋণও প্রদান করতেন (হক, ২০১৬)।

মোঘল শাসন আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় রাজস্ব আদায়ের পাশাপাশি ভূমি জরিপ পদ্ধতি সুসংহত হয়। এ যুগে পাটওয়ারী নামক কর্মকর্তা ও অন্যান্য জরিপ কর্মকর্তা প্রত্যেকটি পুট জরিপ করতেন। অতঃপর পূর্ববর্তী দশ বছরের গড় উৎপাদন ও বাজারদরের উপর ভিত্তি করে রাজস্ব ধার্য করতেন। মূলত ভূমি থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য এ যুগে জরিপ কাজ পরিচালিত হতো (Islam, 2018)। উল্লেখ্য যে, মোঘল আমলে কৃষক ফসলে বা নগদ টাকায় ধার্যকৃত রাজস্ব পরিশোধ করতে পারতো। তবে নগদ অর্থে রাজস্ব আদায় করার প্রতি জোড় দেওয়া হতো (হক, ২০১৬)।

মোঘল আমলে খাস জমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের প্রচলন হয়। মোঘল শাসকগণ সুকৌশলে কৃষি খাস জমির বন্দোবস্ত তথা এটির ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করেন। এ সময় পতিত অনাবাদী ভূমি কৃষি খাস জমি হিসেবে বিবেচিত হতো। মোঘল শাসকগণ সরকারি কর্মকর্তাদের মধ্যে বেতনের পরিবর্তে খাস জমি বণ্টন করতেন যাতে করে সরকারি ব্যয় সীমিত থাকে। উক্ত কর্মকর্তাগণ খাস জমি পেয়ে সেগুলি কৃষকদের দিয়ে চাষ করতেন। কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ মোঘল কর্মকর্তাদের রাজস্বরূপে প্রদান করতে হতো। কৃষকেরা শুধু ভূমি চাষ করতে পারতো, কিন্তু মালিকানা পেতো না। কর্মকর্তাগণ কৃষকদের কাছ থেকে কী পরিমাণ রাজস্ব আদায় করবেন, সেটিও মোঘল শাসকগণ নির্ধারণ করে দিতেন (সরকার, ২০১৭)।

ব্রিটিশ আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনার আইনগত ভিত্তি স্থাপন (১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ)

ব্রিটিশ আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা কিরূপ হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ সময় জরিপ ও রেকর্ড বা খতিয়ান প্রস্তুতের জন্য আইন তৈরি করা হয়। ব্রিটিশ আমলে ভূমি রেজিস্ট্রেশন করার জন্যও আইন প্রণয়ন করা হয়। অধিকন্তু ভূমি

থেকে রাজস্ব বা খাজনা আদায় করার জন্য ব্রিটিশ সরকার আইন প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ সরকার ভূমি রাজস্ব আদায়কে এতটাই গুরুত্ব প্রদান করে যে, আইনের মাধ্যমে খাজনা আদায় ছাড়াও পতিত খাস জমি বন্দোবস্তের বিধান করেও রাজস্বের পরিমাণ বাড়াতে সচেষ্ট হয়।

১৮৭৫ সালে সর্বপ্রথম জরিপ আইন প্রণয়ন করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে ভূমি জরিপ করে মৌজার সীমানা চিহ্নিত করে মৌজার নকশা প্রস্তুত করার এবং গ্রামের প্রতি খণ্ড ভূমির পরিমাণ, ওপরস্থ ভূম্যাধিকারী ও প্রজার নাম, মালিকানার বিবরণ ও অংশ, দখল, রাজস্ব বা খাজনার পরিমাণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার বিধান করা হয়। কোনো এলাকার জরিপ কার্য তদারকি করার জন্য প্রাদেশিক সরকার উক্ত আইনের আওতায় একজন জরিপ তত্ত্বাবধায়ক, এক বা একাধিক সহকারী তত্ত্বাবধায়ক এবং ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত করতে পারতেন। এছাড়া জরিপ কার্য পরিচালনার সময় মালিক বা তার প্রতিনিধিকে উপস্থিত থেকে ভূমির সীমানা নির্দেশ করে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয় আইনটির মাধ্যমে। কিন্তু ১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন প্রণীত হওয়ার পূর্বে ভূমির জরিপ কার্য আরম্ভ হয় নি (হক, ২০১৬)।

১৮৮৫ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের দ্বারা ভূমি জরিপের মাধ্যমে খতিয়ান তৈরির ব্যবস্থা করা হয় (সরকার, ২০১৭)। এ আইনের দশম পরিচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে জেলাওয়ারিভাবে বঙ্গদেশে সিএস (Cadastral Survey) বা ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ বলতে প্রতিটি ভূমি খণ্ড সরেজমিনে পরিমাপ করে তার আয়তন, অবস্থান ও ব্যবহারের প্রকৃতি নির্দেশক একটি স্থানীয় বা মৌজা নকশা এবং প্রতিটি ভূমি খণ্ডের মালিক বা দখলদারের বিবরণ সম্বলিত স্বত্বলিপি বা খতিয়ান প্রস্তুত করাকে বোঝায়। সর্বপ্রথম ১৮৮৮ সালে কক্সবাজার জেলার রামু থানায় পরীক্ষামূলকভাবে সরেজমিনে প্রত্যেকটি ভূমিখণ্ডে ক্যাডাস্ট্রাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্য আরম্ভ করে ১৮৮৯ সালে সেটি শেষ হয়। ঐ পরীক্ষামূলক জরিপ কার্যের দ্বারা সফলভাবে খতিয়ান প্রস্তুত হলে ১৮৮৯ সালে চট্টগ্রাম জেলায় ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে বা জরিপ আরম্ভ হয়। অতঃপর ১৯৪০ সালে দিনাজপুর জেলায় উক্ত জরিপ কার্য সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশসহ সমগ্র বঙ্গদেশে ক্যাডাস্ট্রাল জরিপ করে চূড়ান্তভাবে খতিয়ান প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয় (হক, ২০১৬)।

আবার ১৮৮৮-১৯৪০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ব্যাপী সরেজমিনে জরিপ করে খতিয়ান প্রস্তুত করার ফলে ভূমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে থাকে। উক্ত দীর্ঘ সময়ে জমির মালিকানা বিপুল পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। তাই কিছু জেলায় সংশোধনী জরিপ শুরু হয়। এ ধরনের জরিপকে সংশোধনী জরিপ বা রিভিশনাল সার্ভে বলা হয়। সংশোধনী জরিপ বা রিভিশনাল সার্ভের মাধ্যমে প্রণীত খতিয়ানকে সংশোধনী জরিপ খতিয়ান বা রিভিশনাল সার্ভে রেকর্ড নামে অভিহিত করা হয়। বাংলাদেশে ১৯৪০ সালে ফরিদপুরে সংশোধনী জরিপ শুরু হয় এবং ১৯৬৫ সালে বৃহত্তর বাকেরগঞ্জ জেলায় এ ধরনের জরিপ সমাপ্ত হয় (সরকার, ২০১৭)।

অন্যদিকে ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে প্রণীত রেজিস্ট্রেশন আইনের মাধ্যমে ভূমি রেজিস্ট্রেশন-এর যাত্রা শুরু হয়। দলিলের মাধ্যমে ভূমি হস্তান্তরকে আইনগত ভিত্তি প্রদান করার জন্য উক্ত দলিলকে রেজিস্ট্রি করা হয়। দাতা দলিলে স্বাক্ষর করার পর তাতে রেজিস্ট্রিকারী অফিসারের স্বাক্ষর ও সিল যুক্ত করে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। রেজিস্ট্রি আইনের ২৩ ধারা অনুযায়ী দলিল সম্পাদনের তারিখ অর্থাৎ দাতা যেদিন দলিলে স্বাক্ষর করেন সে তারিখ থেকে ৪ মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকারী

অফিসারের কাছে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করার জন্য দলিলাটি দাখিল করতে হয়। ব্রিটিশ আমলে প্রণীত এ রেজিস্ট্রেশন আইনটি এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ অনুসরণ করছে (Islam, 2018)।

টেবিল-৩: সংক্ষেপে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার বিবর্তন

যুগবিভাগ	ভূমি ব্যবস্থাপনার ধরণ বা স্বরূপ
প্রাচীন যুগ	ভূমি ব্যবস্থাপনার সূচনা
মধ্য যুগ	ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সুসংহতকরণ এবং সম্প্রসারণ
ব্রিটিশ আমল	ভূমি ব্যবস্থাপনার আইনগত ভিত্তি স্থাপন
পাকিস্তান আমল	ব্রিটিশ আমলে বিদ্যমান ভূমি ব্যবস্থাপনার ধারাবাহিকতা বজায়
স্বাধীন বাংলাদেশ আমল	ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং ডিজিটাইজেশন

উৎস: গবেষক কর্তৃক বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত

ব্রিটিশ আমলে খাজনা তথা ভূমি রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পায়। ব্রিটিশ সরকারের মূল উদ্দেশ্যই ছিল রাজস্ব আদায় করা। ফলে প্রাচীন ও মধ্য যুগের তুলনায় এ যুগে আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখজনকভাবে বাড়ানো হয়। ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' প্রবর্তন করার ফলে কৃষকের পরিবর্তে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীগণ জমির মালিক হন। এসব জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগীগণ ব্রিটিশদের খাজনা পরিশোধ ও নিজেদের অতিরিক্ত লাভের আশায় কৃষকদের নিকট থেকে অতিরিক্ত খাজনা আদায় করতেন। তবে ব্রিটিশ সরকার ১৮৮৫ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের স্থলে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস করে যেটি যুক্তিসঙ্গত খাজনা নির্ধারণকে স্বীকৃতি দেয় (সরকার, ২০১৭)।

ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে খাস জমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করলেও মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আদায় করা। ব্রিটিশ আমলে কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বন্টন করা হয়। উক্ত জমি থেকে উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ ব্রিটিশ সরকার রাজস্ব হিসেবে আদায় করে। আবার ব্রিটেনে অবস্থিত শিল্পের কাঁচামালের যোগান দেওয়ার জন্য এদেশের কৃষি খাস জমিতে কৃষকদের দিয়ে ব্রিটিশ সরকার নীল চাষ করায়। অধিকন্তু ব্রিটিশ সরকার তার শাসন ব্যবস্থার প্রতি সহযোগী মনোভাব পোষণকারী ব্যক্তিদের সাহায্যের স্বীকৃতিস্বরূপ খাস জমি প্রদান করে (খান, ২০০৮)।

ব্রিটিশ সরকারের উত্তরসূরি হিসেবে পাকিস্তান আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনা (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ - ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ)

পাকিস্তান আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ব্রিটিশ আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনার উত্তরসূরিরূপে অভিহিত করা যায়। পাকিস্তান আমলে এসএ জরিপ (State Acquisition Survey) কার্য সম্পন্ন হয়। ১৯৫০ সালে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন জারির পর জমিদারের পরিবর্তে এদেশের কৃষকেরা ভূমির মালিক হয়। ব্রিটিশ আমলে প্রণীত সিএস জরিপে (Cadastral Survey) মূল মালিক হিসেবে জমিদারদের নাম ছিল এবং তখন ভূমি মালিকেরা জমিদারের অধীনস্থ রায়ত বা প্রজা ছিল। এমতাবস্থায় জমিদারি প্রথা উচ্ছেদকালে

রেকর্ড বা খতিয়ান সংশোধন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই সিএস জরিপের (Cadastral Survey) মাধ্যমে প্রণীত সিএস খতিয়ান (Cadastral Survey Khatiyān) সংশোধনপূর্বক কৃষকদের নামে ভূমির মালিকানা প্রদান এবং খাজনা নির্ধারণ করার জন্য জরুরী ভিত্তিতে ১৯৫৬-১৯৬৩ সাল পর্যন্ত একটি এসএ জরিপ (State Acquisition Survey) পরিচালনা করা হয়। উক্ত জরিপের মাধ্যমে নতুন নকশা তৈরি না করে সিএস (Cadastral Survey) জরিপকালে প্রণীত নকশা ও দাগকে বহাল রেখে শুধুমাত্র মালিকানা পরিবর্তন করে রেকর্ড বা খতিয়ান প্রস্তুত করা হয় (Islam, 2018)।

আবার এসএ জরিপের (State Acquisition Survey) সংশোধনী হিসেবে আরএস জরিপের (Revisional Survey) মাধ্যমে খতিয়ান প্রস্তুত করা হয়। মূলত ব্রিটিশ আমলে ১৮৮৮-১৯৪০ সাল পর্যন্ত সরেজমিনে জরিপ করে নকশা ও খতিয়ান প্রস্তুত করার দীর্ঘ দিন অতিক্রম হওয়ার ফলে, এসএ খতিয়ানে (State Acquisition Khatiyān) সরেজমিনে কোনো নকশা প্রস্তুত না হওয়ায় এবং খতিয়ানে কিছু ত্রুটি থাকায় ভূমির মালিকানা নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হতে থাকে। আবার দীর্ঘ সময়ে ভূমির মালিকানা পরিবর্তনের ফলে সরেজমিনে জরিপের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ফলে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন- ১৯৫০-এর ১৪৪ ধারার বিধান অনুযায়ী কিছু সংখ্যক জেলায় জরিপ কাজ শুরু হয়। এ জরিপের মাধ্যমে সৃষ্ট খতিয়ানকে আরএস খতিয়ান (Revisional Survey Khatiyān) বলে। উল্লেখ্য যে, আরএস জরিপের (Revisional Survey) কিছু অংশ পাকিস্তান আমলে এবং বাকী অংশ বাংলাদেশ আমলে পরিচালিত হয়। পাকিস্তান আমলে উক্ত জরিপ বৃহত্তর রাজশাহী জেলায় ১৯৬৫-৬৬ সাল, ঢাকা জেলায় ১৯৬৬-৬৭ সাল এবং চট্টগ্রাম জেলায় ১৯৭০-৭১ সাল পর্যন্ত পরিচালিত হয় (সরকার, ২০১৭)।

পাকিস্তান আমল ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকারকে অনুসরণ করেছে। যেমন- ব্রিটিশ আমলের অনুরূপ পাকিস্তান আমলেও খাস জমি ব্যবস্থাপনার বিধান প্রচলিত ছিল। তবে সে সময় ভারত থেকে আগত মুসলিম শরণার্থী ছাড়া অন্য কারো মধ্যে খাস জমি বণ্টনের তথ্য পাওয়া যায় না। পাকিস্তান আমলে খাস জমি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন কালেক্টর, সাব-ডিভিশনাল অফিসার এবং অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তা। তাঁরা ‘গভর্নমেন্ট স্টেট ম্যানুয়াল, ১৯৫৮’ অনুযায়ী খাস জমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতেন। কিন্তু উক্ত ম্যানুয়ালটি কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে নি বলে সমালোচিত হয়েছে (Roy, 2008)। আবার পাকিস্তান আমলে ব্রিটিশ আমলের ন্যায় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আইনগত ভিত্তি দেওয়ার প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। উল্লেখ্য যে, পাকিস্তান আমলে খাজনা বা ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণ নির্ধারণের বিষয়টিকে আইনগত ভিত্তি দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর আদায়কে আইনগত ভিত্তি প্রদান করা হয়। এ আইনের ১০০ ধারায় খাজনা নির্ধারণ করার বিষয়ে উল্লেখ আছে। তবে সরকার বিভিন্ন সময়ে সার্কুলার দিয়ে খাজনার হার পরিবর্তন করতে পারতো (সরকার, ২০১৭)।

এসব সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপাদান নামজারির যাত্রা শুরু হয়। মূলত রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন- ১৯৫০-এর মাধ্যমে ১৯৫১ সাল থেকে নামজারি কার্যক্রম আরম্ভ হয়। উক্ত আইনের ১৪৩ ধারা অনুযায়ী কালেক্টরকে নামজারির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ অনুসারে উত্তরাধিকার, বিক্রয়, দান, ওয়াকফ, উইল ইত্যাদি কারণে ভূমির মালিকানা পরিবর্তিত হলে খতিয়ানে পুরাতন মালিকের স্থলে নতুন মালিকের নাম অন্তর্ভুক্ত করে নামজারি করা হয়। উক্ত আইন অনুসারে নামজারি সম্পন্ন হওয়ার জন্য নতুন মালিকের নামে একটি ভূমি উন্নয়ন কর একাউন্ট বা হোল্ডিং নম্বর খুলতে হয় যার মাধ্যমে নতুন মালিক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করবেন (Islam, 2018)।

স্বাধীন বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং ডিজিটাইজেশন (১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ - বর্তমান)

স্বাধীন বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, আধুনিকীকরণ এবং ডিজিটাইজেশনের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এসব উদ্যোগ ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রায় সকল উপাদানকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। উল্লেখ্য যে, সরকার খাজনা আদায় থেকে শুরু করে ভূমি জরিপ, খতিয়ান প্রস্তুত, ভূমি রেজিস্ট্রেশন, নামজারি, খাস জমি বন্দোবস্ত ইত্যাদি কার্যক্রমের উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং ডিজিটাইজেশনের জন্য সময়ে সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর ফলে কালক্রমে জনগণের ভূমি সেবা প্রাপ্তি সুলভ হয়েছে। নিম্নে ভূমি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন এবং ডিজিটাইজেশনে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করার পর সরকার ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ সময় ২৫ বিঘা পর্যন্ত ভূমির খাজনা মওকুফ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৭৬ সালে ‘ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ’ চালু করে সকল শ্রেণীর খাজনা, সেস ইত্যাদি রহিত করে ভূমির উন্নয়নের জন্য প্রগতিশীল হারে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। উক্ত অধ্যাদেশে ভূমিকে কৃষি ও অকৃষি নামে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। অকৃষি ভূমিকে আবার শিল্প বা বাণিজ্যিক এবং আবাসিক ও অন্যান্য ভাগে বিভক্ত করে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ১৯৭৬ সালের অধ্যাদেশটি বাংলা ১৩৮২ সালের ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর হয় যা অদ্যাবধি বহাল আছে। তবে পরবর্তীতে সরকার ১৯৮২ সালে ১৫/৮২ নং অধ্যাদেশের মাধ্যমে ১৯৭৬ সালের ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশে বর্ণিত ভূমি উন্নয়ন করের হার কিছুটা পরিবর্তন করে। ১৫/৮২ নং অধ্যাদেশের বিধান বাংলা ১৩৮৯ সালের ১লা বৈশাখ থেকে কার্যকর হয় (সরকার, ২০১৭)।

আবার এসএ জরিপের (State Acquisition Survey) মাধ্যমে সৃষ্ট খতিয়ানকে সংশোধনের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ আমলে আরএস জরিপের (Revisional Survey) অংশ বিশেষ পরিচালিত হয়। যেমন- পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলায় ১৯৭৫-৭৬ সাল এবং ময়মনসিংহ ও জামালপুর জেলায় ১৯৭৮-৯৭ সাল পর্যন্ত জরিপ কার্য পরিচালিত হয় (Islam, 2018)। এ জরিপের মাধ্যমে আরএস খতিয়ান (Revisional Survey Khatiyani) তৈরি শুরু হওয়ার পর দীর্ঘ ১৫-২০ বছরেও চূড়ান্ত খতিয়ান প্রকাশিত হয় নি। ফলে জরিপ শুরু হওয়ার পর যাদের নামে খতিয়ান হয়েছিল, খতিয়ান প্রকাশের পর সে মালিকদের বেশিরভাগ মারা যাওয়ায় বা অন্য কোনো ভাবে মালিকানা পরিবর্তন হওয়ায় আরএস খতিয়ান (Revisional Survey Khatiyani) কাজিত ফল দিতে ব্যর্থ হয়। মালিকানা সুনির্দিষ্টকরণে আরএস জরিপ (Revisional Survey) অপরিহার্য হলেও ১৫-২০ বছর সময়ান্তে রেকর্ড বা খতিয়ান প্রকাশিত হওয়ায় জনগণের সুবিধার পরিবর্তে ভোগান্তি বেড়েছে। বর্তমানে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের মাধ্যমে জোনাল পদ্ধতিতে আরএস জরিপ (Revisional Survey) পরিচালিত হচ্ছে। দেশের প্রায় দশটি জেলায় ২০৯ টি উপজেলায় আরএস জরিপ (Revisional Survey) চলমান আছে (সরকার, ২০১৭)।

উপর্যুক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে বাংলাদেশ জরিপ খতিয়ান (Bangladesh Survey Khatiyani) প্রস্তুতের জন্য ১৯৮৫ সাল থেকে জরিপ কাজ শুরু হয়েছে। এটি রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের পঞ্চম ভাগের ১৪৪ ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। এ জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য ১৯৮৫ সালে ২০৯ টি উপজেলার জন্য ১০ টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে বাকি ২০০ টি উপজেলাকে ৯ টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের অধীনে আনা হয়। এ জরিপের মাধ্যমে সৃষ্ট খতিয়ানটি পূর্ববর্তী আরএস

খতিয়ানের (Revisional Survey Khatiyar) সংশোধনী হিসেবে গণ্য হবে নাকি নতুন খতিয়ানরূপে স্বীকৃতি পাবে সে ব্যাপারে সরকার এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ১৪৪ ধারা সরকারকে নতুন করে খতিয়ান প্রস্তুত বা পূর্বের খতিয়ানকে সংশোধন করার অনুমতি দিয়েছে। এই জরিপের মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত খতিয়ানটি বিএস খতিয়ান বা বাংলাদেশ সার্ভে খতিয়ান নামে পরিচিত। তবে ঢাকা শহরের ক্ষেত্রে এটি মহানগর জরিপ খতিয়ান নামে অভিহিত। বিএস খতিয়ানটি (Bangladesh Survey Khatiyar) অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি সরেজমিনে প্লটসমূহ জরিপ করে এবং মালিকানা নিরীক্ষা করে প্রণীত হচ্ছে (Islam, 2018)।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকার খাস জমি ব্যবস্থাপনার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যেটি সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হয়েছে (হক, ২০১৬)। বাংলাদেশ সরকার সত্তরের দশক থেকে ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টন করছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭)। ১৯৭৫ সালে সরকার বিপুল পরিমাণ কৃষি খাস জমি অবৈধ দখলদারের কাছ থেকে উদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৮২ সালে ভূমি সংস্কার নীতি প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত সরকার খাস জমির বন্দোবস্ত স্থগিত রাখে। ১৯৮৬ সালে সরকার পুনরায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৯৮৭ সালে সরকার কৃষি খাস জমির ব্যবস্থাপনাকে সুসংহত করার জন্য একটি নীতি (Policy) প্রণয়ন করে। উক্ত নীতিতে ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনের পদ্ধতি, বণ্টনযোগ্য জমির পরিমাণ, ভূমিহীন নির্বাচন পদ্ধতি ইত্যাদি উল্লেখ ছিল। ১৯৮৮ সালে সরকার একটি পরিপত্রের মাধ্যমে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টিত কৃষি খাস জমি রেকর্ড করার বা খতিয়ানে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করে। অপরদিকে বাংলাদেশে অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনার জন্য কোনো নীতিমালা না থাকায় ১৯৯৫ সালে অকৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৫ প্রণীত হয়। বর্তমানে এ নীতিমালার আলোকেই বাংলাদেশের অকৃষি খাস জমির ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন হচ্ছে (হক, ২০১৬)।

কৃষি খাস জমি বন্দোবস্তের জন্য সরকার নব্বইয়ের দশকে নতুন নীতি (Policy) প্রণয়ন করে। উল্লেখ্য যে, ১৯৯৬ সালে কৃষি খাস জমির তুলনায় ভূমিহীনদের সংখ্যা অধিক হওয়ার দরুন সৃষ্ট জটিলতার কারণে সরকার খাস জমি বন্দোবস্ত স্থগিত করে। এমতাবস্থায় প্রকৃত ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বণ্টনের জন্য সরকার একটি সুষ্ঠু ও জনমুখী নীতি (Policy) প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। ফলে ১৯৯৭ সালে সরকার কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭ প্রণয়ন করে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭)। বর্তমানে বাংলাদেশে এ নীতি অনুসরণ করে ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাস জমি বণ্টন করা হচ্ছে (হক, ২০১৬)। যা হোক, ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটাইজেশন বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম নির্বাচনী অঙ্গীকার (প্রথম আলো, ২০১৯ঘ)। ভূমি ব্যবস্থাপনার নানাবিধ উপাদানের ডিজিটাইজেশনের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

ডিজিটাল জরিপ

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ কাজ পরিচালনার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর ২০০৮ সালের অক্টোবর মাসে সনাতন জরিপ পদ্ধতির পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার জন্য একটি পরিপত্র জারি করে। ঐ কার্যক্রম চালু থাকা অবস্থায় ২০০৯ সালে জেলা প্রশাসক সম্মেলনে ভূমি জরিপ বিষয়ে তিনটি

সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের মার্চ মাসে ভূমি মন্ত্রণালয় 'জরিপ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ী কর্মচারী দ্বারা মাঠ পর্যায়ে জরিপ কাজ পরিচালনার প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরকে নির্দেশ প্রদান করে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০১০ সালের মে মাসের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ২০১০ সালের জুন মাসে ভূমি মন্ত্রণালয় ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার নীতিগত অনুমোদন প্রদান করে, যা ২০১০ সালের জুলাই মাসে ভূমি জরিপ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয় ও কর্মকর্তাকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করা হয়। ২০০৮ সাল থেকে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা ট্রায়াল এন্ড এরর' অর্থাৎ পরীক্ষামূলকভাবে ইটিএস (Electronic Total Station) সমন্বিত ভূমি জরিপ পদ্ধতিতে ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম আরম্ভ করে। অধিদপ্তরের চলমান ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমের জন্য সাধারণ নির্দেশনাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনাবলী অনুসরণ করে অধিদপ্তরের চলমান এবং পরিকল্পিত সকল ডিজিটাল ভূমি জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এটির আইনগত ভিত্তি হচ্ছে সার্ভে এ্যাক্ট, ১৮৭৫; রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬; প্রজাস্বত্ব বিধিমালা, ১৯৫৫; সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ম্যানুয়াল, ১৯৩৫ এবং টেকনিক্যাল রুলস এন্ড ইন্সট্রাকশনস অব দ্যা সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, ১৯৫৭ (ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২০২০ক)।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ পরিচালনা করার জন্য সরকারের পাইলট কর্মসূচী রয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থ বছরে আধুনিক জরিপ যন্ত্রপাতি (গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম, ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন, ডাটা রেকর্ডার, কম্পিউটার, ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যার, প্লটার, প্রিন্টার ইত্যাদি)-এর সাহায্যে ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার ৫টি মৌজার (জিজিরা, আকরান, খাগান, কলমা ও আউকপাড়া) ডিজিটাল পদ্ধতিতে নকশা ও খতিয়ান প্রণয়নের জন্য একটি পাইলট কর্মসূচী শুরু করা হয়। ইতিমধ্যে উক্ত ৫টি মৌজার ডিজিটাল ডাটা সংগ্রহ শেষে সংগৃহীত ডাটা কম্পিউটার ও ম্যাপ প্রসেসিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণ করে প্লটারের সাহায্যে ৫টি মৌজার ডিজিটাল ম্যাপ মুদ্রণের কাজ শেষ হয়েছে। অধিকন্তু ২০০৯-১০ অর্থ বছরে পাইলট কর্মসূচী হিসেবে নরসিংদী জেলার পলাশ উপজেলার ৪৮টি মৌজায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ শুরু করা হয়। ৪৮টি মৌজার ডাটা সংগ্রহের কাজ প্রায় শেষ। ডাটা প্রসেসিং ও ম্যাপ মুদ্রণের কাজও শেষ। অধিকন্তু উক্ত অর্থ বছরে আর্ন্তজাতিক সীমানার স্ট্রিপ ম্যাপ ডিজিটাইজেশন ও আন্তর্জাতিক সীমানা পিলারের ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে (ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২০১৪)।

সাম্প্রতিককালে সরকারের ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমের অগ্রগতি লক্ষ্যণীয়। ২০১৮ সাল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার সহায়তায় গ্লোবাল ন্যাভিগেশন সিস্টেম, স্যাটেলাইট ইমেজারি, মনুষ্যবিহীন আকাশযান বা সার্ভে ড্রোন, ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিন ইত্যাদি ব্যবহার করে নারায়ণগঞ্জ, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং ধামরাই ও কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন করা হচ্ছে। 'এসটাবলিশমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট' নামের এ প্রকল্পটি ২০২১ সাল নাগাদ শেষ হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এ প্রকল্পটির মাধ্যমে ডিজিটাল রেকর্ড ডাটার সঙ্গে মৌজা ম্যাপ ও মিউটেশন খতিয়ান সমন্বয় করে ক্যাডাস্ট্রাল ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ানের মধ্যে সংযোগ থাকার কারণে খতিয়ানের সঙ্গে প্লটও দেখা যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হবে উক্ত প্রকল্পটির মাধ্যমে। সর্বোপরি সরকার প্রকল্পটির মাধ্যমে ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)।

অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন

অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতির সূচনা বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশনের অনন্য উদাহরণ। মূলত ২০১১ সাল থেকে সরকার খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি উন্নত, আধুনিক এবং ডিজিটাইজ করেছে। গ্রামের জনগণ ২০১১ সাল থেকে নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন করতে পারছে (a2i, 2018)। আবার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে না গিয়েই গ্রামের আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলন করতে পারছে (Transparency International Bangladesh, 2017)। উল্লেখ্য যে, গ্রামের জনগণের পাশাপাশি শহরের জনগণও পৌর বা সিটি ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন করতে সক্ষম হয়েছে (a2i, 2018)।

পূর্বে তথা ২০১১ সালের আগ পর্যন্ত বাংলাদেশের জনগণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করতো। সাধারণত মামলা-মোকদ্দমা, ভূমি ক্রয়-বিক্রয়, ভূমি রক্ষণাবেক্ষণ বা দখলে রাখা ইত্যাদি কারণে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার প্রয়োজন হয় (Islam, 2018)। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে সশরীরে জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুমে উপস্থিত হয়ে আবেদন ফরম জমা দিতে হতো। এ পদ্ধতিতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (রেকর্ড রুম)-এর কাছে নির্দিষ্ট ফিসহ দরখাস্ত পেশ করে রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করা যেত (Transparency International Bangladesh, 2017)। ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসারে খতিয়ানের অনুলিপি পাওয়ার জন্য দরখাস্তের সঙ্গে ১০ টাকার স্ট্যাম্প দিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এবং ৫ টাকার স্ট্যাম্প দিলে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে খতিয়ানের অনুলিপি পাওয়ার আইনগত অধিকার আছে। কিন্তু সাধারণত খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা পেতে এর চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগতো (খান, ২০০৮)। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতাকে গড়ে তিন বার জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুমে যেতে হতো খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা তোলার জন্য। এমনকি প্রতি বার জেলা প্রশাসনে গিয়ে ৩-৪ ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হতো (Transparency International Bangladesh, 2017)।

আবার ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আবেদনকারীকে বিভিন্ন রকম নিয়ম অনুসরণ করে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করতে হতো। ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসারে একটি দরখাস্তের মাধ্যমে কোনো মৌজার যেকোনো চারটি খতিয়ানের অনুলিপি নেওয়া যায়। পৃথক মৌজার খতিয়ান নিতে হলে আবেদনকারীকে আলাদা আলাদা দরখাস্ত করতে হয়। খতিয়ানের অনুলিপি পাওয়ার জন্য দরখাস্ত জমা দিলে রেকর্ড কিপার কয়টি ফলিও লাগবে তা হিসাব করে বলে দেন। আবেদনকারী সেই সংখ্যক ফলিও জমা দিলে তাতে খতিয়ানের অনুলিপি বা নকল বা পর্চা লেখা হয়। ভেড়ারদের কাছ থেকে ফলিও কিনে আবেদনকারীকে রেকর্ড রুমে জমা দিতে হয়। ফলিও জমা দিলে আবেদনকারীকে একটি রশিদ দেওয়া হয় যেখানে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা ডেলিভারি দেওয়ার তারিখ উল্লেখ থাকে (খান, ২০০৮)।

মূলত ২০১০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ সরকার ভূমি রেকর্ড বা খতিয়ান ব্যবস্থাপনাকে উন্নত ও ডিজিটাইজ করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে ২০১০ সালে যশোর জেলায় ভূমি রেকর্ড বা খতিয়ান সেবাকে অনলাইনের মাধ্যমে প্রদান করার জন্য একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। যশোর জেলায় এটি সফল হওয়ায় পরবর্তীতে প্রকল্পটি রংপুর, সিরাজগঞ্জ ও কুড়িগ্রাম জেলায়

পাইলট প্রকল্পের আকারে বাস্তবায়ন করা হয়। এসব জেলায়ও প্রকল্পটি আশানুরূপ ফল প্রদান করলে ২০১১ সালে বাংলাদেশের বাকি ৬০ টি জেলায় এটি 'ইলেকট্রনিক ল্যান্ড রেকর্ড সার্ভিস' নামে সম্প্রসারণ করা হয়। একই সঙ্গে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করে সিএস (Cadastral Survey), এসএ (State Acquisition), বিএস (Bangladesh Survey) ইত্যাদি খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের সুযোগ সৃষ্টি করা হয় (a2i, 2018)। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পর্চা প্রদানের ইতিবাচক দিক পর্যবেক্ষণ করে বর্তমানে সরকার শহরে বসবাসকারী জনগণের জন্য পৌর বা সিটি ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে (প্রথমআলো, ২০১৯ক)। ইতোমধ্যে ৯০ শতাংশের অধিক খতিয়ান ডিজিটাল ডেটাবেজ-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেটি অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা প্রদান কার্যক্রমকে সহজ করেছে (প্রথম আলো, ২০১৯চ)।

অনলাইনে আরএস খতিয়ান (Revisional Survey Khatiyani) অবমুক্তকরণ

অনলাইনে আরএস খতিয়ানের (Revisional Survey Khatiyani) অবমুক্তি ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছে। বর্তমান সরকার ২০১৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনলাইনে আরএস খতিয়ান (Revisional Survey Khatiyani) অবমুক্ত করেছে। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে অনলাইনে অবমুক্ত ৩২ হাজার মৌজার ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আরএস খতিয়ান (Revisional Survey Khatiyani) জনগণ যেকোনো জায়গা থেকে তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেখার সুযোগ পাচ্ছে। বাকি খতিয়ানগুলিও সরকারের অবমুক্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)। উল্লেখ্য যে, 'জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো' নামক অনলাইন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করে আরএস খতিয়ান (Revisional Survey Khatiyani) সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। এজন্য সর্বপ্রথম যেকোনো ব্রাউজারের 'অ্যাড্রেস বার'-এ 'www.land.gov.bd' লিখে 'এন্টার' অংশে চাপলে 'জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো' নামক অনলাইন প্ল্যাটফর্মটি পাওয়া যাবে। প্ল্যাটফর্মটির 'অনলাইন ভূমি সেবার আবেদন' নামক 'মেনুবার'-এ আরএস খতিয়ান (Revisional Survey Khatiyani) দেখার জন্য 'সাব মেনু' রয়েছে। এ 'সাব মেনু'তে প্রবেশ করলে একটি পৃষ্ঠা (পেজ) আসে যেখানে কাঙ্ক্ষিত ভূমির বিভিন্ন তথ্য প্রদান করতে হয় খতিয়ানটি দেখার জন্য। পৃষ্ঠাটিতে যেসব তথ্য প্রদান করতে হয় সেগুলি হচ্ছে-বিভাগ, জেলা, উপজেলা, মৌজা নম্বর, খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর ইত্যাদি। উল্লেখিত তথ্যগুলি প্রদান করে 'খুঁজুন' অংশে চাপলে কাঙ্ক্ষিত ভূমির খতিয়ান প্রদর্শিত হয় (জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো, ২০২০)।

ই-নামজারি

বর্তমান সরকার নামজারিকে ডিজিটালাইজ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সেবাকে সহজীকরণের নিমিত্তে বিগত ০৫ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নেতৃত্বে 'ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো কমিটি' গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ভূমি সেবাসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো (Land Information Service Framework) প্রণয়নের কাজ শুরু করে এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ, এটুআই (Access to Information) প্রোগ্রাম ও আইসিটি (Information and Communication Technology) বিভাগকে সম্পৃক্ত করে ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামোর উপযোগী নামজারি পদ্ধতি তৈরির জন্য ভূমি সংস্কার বোর্ডকে অনুরোধ জানায়

(গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯খ)। তদানুসারে ভূমি সংস্কার বোর্ড একটি পূর্ণাঙ্গ সফটওয়্যার তৈরির উদ্যোগ নেয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে নিরানব্বই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থ ব্যয়ে ১০ টি মডিউল সমৃদ্ধ ‘ল্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ সফটওয়্যার ক্রয় করে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক)। তৎকালীন ভূমিমন্ত্রী ২০১৬ সালের ০৪ আগস্ট পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলা ভূমি অফিসে এ সফটওয়্যারটির পাইলটিং কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯খ)।

মূলত পাইলট কর্মসূচীর মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে নামজারি তথা ই-নামজারির বাস্তবায়ন শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, ২০১৬ সালের আগস্ট মাস থেকে ২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে ‘ল্যান্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম’ সফটওয়্যারটি সারা দেশে চালুর নিমিত্তে ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক ১৩টি উপজেলা বা সার্কেল ভূমি অফিসে এবং উক্ত ১৩ টি ভূমি অফিসের অধীনস্থ ২ টি করে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে এটির পাইলটিং সম্পন্ন হয়। নামজারি মামলা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে পরিচালনা করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর পাইলটিং পদক্ষেপটি এটুআই (Access to Information) প্রোগ্রাম কর্তৃক ই-মিউটেশন সিস্টেমে ধারণ করা হয়। সিস্টেমটি ১২/০২/২০১৭ থেকে ৩১/০৫/২০১৭ তারিখ পর্যন্ত সময়ে দেশের ০৭ টি জেলার ০৭ টি উপজেলায় পাইলটিং করা হয়। এরই অংশ হিসেবে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ এবং ব্যবহারকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে দক্ষ জনবল গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়া প্রতিটি উপজেলায় জনপ্রতিনিধি, ব্যবহারকারী, নাগরিক ও ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের নিয়ে অবহিতকরণ সভার আয়োজন করা হয়। পাইলটিং পর্যায়ে সিস্টেমটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয় এবং পাইলটিং-এ প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণগুলি পরবর্তীতে উক্ত সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৭ সালের ২৫ জুলাই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে সারা দেশে ই-নামজারি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদানুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানায়। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই (Access to Information) প্রোগ্রাম ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে সারা দেশে সিস্টেমটি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯খ)। কিন্তু উক্ত সময়ের মধ্যে নামজারির মতো একটি জটিল কার্যক্রমকে সমগ্র দেশে ডিজিটলাইজ করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে ২০১৯ সালের ১ জুলাই থেকে সারা দেশে ই-নামজারি বাস্তবায়ন শুরু হয় (প্রথম আলো, ২০১৯ঙ)। বর্তমানে জনগণ ঘরে বসে, নিকটস্থ ইউনিয়ন বা পৌর ডিজিটাল সেন্টার অথবা যেকোনো জায়গা থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ই-নামজারির জন্য আবেদন করতে পারে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক)।

অনলাইনের মাধ্যমে ই-নামজারি সম্পন্ন করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। আবেদনকারী ‘www.land.gov.bd’ ঠিকানায় গিয়ে ই-নামজারির জন্য নির্ধারিত ফরম পূরণ করে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্ক্যানপূর্বক সংযুক্ত করে অনলাইনের মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর আবেদন দাখিল সম্পন্ন করতে পারেন। বর্তমান ই-নামজারি পদ্ধতিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অনলাইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে যাবতীয় নির্দেশনা প্রদান করেন। একইভাবে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাও আবেদনকারীর কাগজপত্র যাচাই-বাছাই করে সহকারী কমিশনার (ভূমি) বরাবর অনলাইনের মাধ্যমে প্রতিবেদন পেশ করেন। আবার সার্ভেয়ার ও কানুনগোকেও অনলাইনের মাধ্যমে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কাছে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করতে হয়। ই-নামজারির বর্তমান ডিজিটাল পদ্ধতিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে আবেদনের অবস্থা, শুনানীর তারিখ ইত্যাদি অবহিত করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, সনাতন পদ্ধতিতে সরকার ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে নামজারি সেবা

প্রদানের চেষ্টা করতো। বর্তমানে ডিজিটলাইজেশনের মাধ্যমে ২৮ কার্যদিবসের মধ্যে নামজারি সেবা প্রদানের জন্য সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

বর্তমান সরকার ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বিষয়ক কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমে তথা ডিজিটলাইজ করার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। মূলত ভূমি রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতিকে ডিজিটলাইজ করার জন্য সরকারের একটি চলমান প্রকল্প রয়েছে। ভূমি রেজিস্ট্রেশনে দুরীতি দুরীকরণ এবং সহজে সেবা প্রদান করার জন্য সরকার এ ডিজিটলাইজেশন প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। পাশাপাশি ভূমি রেজিস্ট্রেশনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করাও প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুমানিক ব্যয় ১.৯৩ বিলিয়ন টাকা। সরকার এবং ভূমি রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তরের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। যদিও ভূমি রেজিস্ট্রেশন অধিদপ্তরে কর্মরত অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অসহযোগিতার কারণে প্রকল্পটির বাস্তবায়নে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে তথাপি সরকার প্রকল্পটি দ্রুত বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের হয়রানি দূর করতে আশাবাদী (The Financial Express)। অপরদিকে মাঠ পর্যায়ে অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য সরকার ২০১৯ সালের মে মাস থেকে ধাপে ধাপে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ঘ)।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে খাস জমি বন্দোবস্ত

বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে খাস জমি বন্দোবস্তের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'উদ্ভাবন' প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে খাস জমি বন্দোবস্তের জন্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। যেমন- ২০১৫ সালে মৌলভীবাজার জেলার ভূমিহীনদের মধ্যে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন ভিত্তিক ভূমিহীন পরিবার ও কৃষি খাসজমির ডাটাবেজ তৈরির জন্য একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত ও সেবাসংক্রান্ত তথ্যাবলীসমৃদ্ধ ওয়েবসাইট নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে উপজেলা ও ইউনিয়ন পোর্টালের পাশাপাশি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকেও সম্পৃক্ত করা হয়েছে ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যাবলী জনগণকে অবহিত করার জন্য (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৫)।

২.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান

ক) ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি অফিস

বাংলাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি মাত্র ভূমি অফিস রয়েছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মরত ভূমি অফিসের নাম ইউনিয়ন ভূমি অফিস। ইউনিয়ন ভূমি অফিস 'তহসিল অফিস' নামেও পরিচিত। ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজে জনগণের সবচেয়ে নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ইউনিয়ন ভূমি অফিস। গ্রামের জনগণের আবাসস্থলের নিকটবর্তী হওয়ায় জনগণ স্বাচ্ছন্দে সঙ্গে এ অফিস থেকে ভূমি সেবা গ্রহণ করতে পারে (খান, ২০০৮)। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের বর্ণনা দেওয়া হলো।

ইউনিয়ন ভূমি অফিস

একটি ইউনিয়নের ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে ইউনিয়ন ভূমি অফিস। এটি মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সর্বনিম্নে অবস্থিত। ইউনিয়ন ভূমি অফিস নামজারি, খাস জমি ব্যবস্থাপনা, ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে থাকে। উক্ত অফিসে একজন ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, কাজের পরিমাণের উপর নির্ভর করে এক বা একাধিক ইউনিয়ন উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নাজির কাম ক্যাশিয়ার ইত্যাদি কর্মকর্তার মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজ করা হয়। সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস বা উপজেলা ভূমি অফিসের তত্ত্বাবধানে ইউনিয়ন ভূমি অফিস কাজ করে। ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়াল, ২০০৩ অনুযায়ী ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজ সম্পাদন করে (Islam, 2018)।

ভূমি ব্যবস্থাপনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যথা- নামজারি ও খাস জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভূমি অফিস ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ্য যে, নামজারির জন্য সর্বপ্রথম সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসে বা উপজেলা ভূমি অফিসে আবেদন দাখিল করতে হয়। সেক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) প্রাথমিকভাবে আবেদনটি যাচাই করে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার কাছে পাঠান সংশ্লিষ্ট ভূমি সম্পর্কে তদন্ত তথা আবেদনের বৈধতা যাচাই করে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য। আবার ইউনিয়ন ভূমি অফিস নামজারি কেসের আদেশ মোতাবেক রেকর্ড সংশোধন করে থাকে। এছাড়া খাস জমির দখল নেওয়া এবং বন্দোবস্তের হিসাব রাখা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কাজ। অধিকন্তু অফিসটি বেদখল খাস জমি পরিদর্শন করে উপজেলা ভূমি অফিস বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসকে অবহিত করে এবং উচ্ছেদের প্রস্তাব দেয় (Hasan, 2017)।

ভূমি ব্যবস্থাপনার অন্যতম উপাদান ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভূমি অফিস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অফিসটি জনগণের কাছ থেকে সরাসরি ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করে এবং দাখিলা ইস্যু করে। এছাড়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের হিসাব রেজিস্টারে রাখা এবং সরকারি কোষাগারে জমা করাও অফিসটির কাজ। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত অন্যান্য কাজের মধ্যে রয়েছে- প্রতিটি ভূমি মালিকের বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন করের পাওনা ও আদায়ের বিবরণ রেজিস্টারে লিখিতভাবে সংরক্ষণ করা, আগত বছরের বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন করের দাবির পরিমাণ নির্ধারণ করা, জোতওয়ারী বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের রিটার্ন প্রস্তুত করে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর নিকট দাখিল করা, বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট কেস দায়ের করা ইত্যাদি (খান, ২০০৮)।

খ) উপজেলা পর্যায়ে ভূমি অফিস

উপজেলা ভূমি অফিস বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস

উপজেলা ভূমি অফিস বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস নামজারি এবং খাস জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উপজেলা ভূমি অফিস মূলত নামজারি বা খতিয়ান সংশোধন আবেদনের শুরু থেকে শুনানী তথা শেষ অবধি কাজ করে থাকে। নামজারি করার ক্ষেত্রে অফিসটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের পাশাপাশি কানুনগো, সার্ভেয়ার, নাজির, মিউটেশন সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী ইত্যাদি কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতা নিয়ে থাকে। আবার খাস জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি অফিস যেসব কাজ করে সেগুলি হচ্ছে- ভূমিহীনদের মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে খাস জমি বণ্টন করা, খাস জমি সরকারের নামে রেকর্ড বা খতিয়ান হচ্ছে

কিনা সেটি দেখা, বেদখলী সরকারী বা খাস জমি উদ্ধার করা, প্রতি বছর শিকস্তি-পয়স্তি জমির পরিমাপ করা ও হিসাব রাখা, খাস জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসকের অফিসে প্রেরণ করা ইত্যাদি (Hasan, 2017)।

এছাড়া ভূমি উন্নয়ন কর আদায় এবং ভূমি জরিপের ক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি অফিস বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস দায়িত্ব পালন করে থাকে। অফিসটি ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত যেসব কাজ করে সেগুলি হচ্ছে- ভূমি উন্নয়ন করের দাবি সঠিকভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা তা যাচাই ও আদায় নিশ্চিত করা; অর্পিত, পরিত্যক্ত, ওয়াকফ, দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা; ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের ব্যাপারে ব্যাপক প্রচার করা; ইউনিয়ন ভূমি অফিস কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন কর আদায় ও সরকারি কোষাগারে নিয়মিত জমা হচ্ছে কিনা সেটি পর্যালোচনা করা ইত্যাদি। অধিকন্তু সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস চরের জমির দিয়ারা জরিপের ব্যবস্থা করে থাকে (খান, ২০০৮)।

টেবিল-৪: এক নজরে বিভিন্ন পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহ

পর্যায়ের নাম	নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান
ইউনিয়ন পর্যায়	ইউনিয়ন ভূমি অফিস
উপজেলা পর্যায়	উপজেলা ভূমি অফিস বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস
জেলা পর্যায়	জেলা প্রশাসক বা জেলা কালেক্টরের অফিস, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং জেলা রেজিস্ট্রারের অফিস
বিভাগীয় পর্যায়	বিভাগীয় কমিশনারের অফিস, উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের অফিস
জাতীয় পর্যায়	ভূমি মন্ত্রণালয়, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড

উৎস: গবেষক কর্তৃক বিভিন্ন মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত

সাব-রেজিস্ট্রার অফিস

ভূমির দলিল রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতিটি উপজেলায় একটি করে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস আছে। দলিল রেজিস্ট্রি করার জন্য নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর দলিল লিখতে হয়। দলিল লেখা হলে বিক্রেতা বা হস্তান্তরকারীর স্বাক্ষর নিতে হয়। দলিলে স্বাক্ষর উপস্থিতিতে বিক্রেতার সই বা স্বাক্ষর করাকে দলিল সম্পাদন বলে। সম্পাদনের এক মাসের মধ্যে সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে সম্পাদনকারীকে উপস্থিত হয়ে দলিল রেজিস্ট্রি করাতে হয় (Hasan, 2017)। রেজিস্ট্রি করার জন্য সাব-রেজিস্ট্রারকে স্ট্যাম্প ডিউটি ও রেজিস্ট্রেশন ফি এবং হস্তান্তর কর দিতে হয়। জমির দাম এবং কোথায় অবস্থিত তার উপর এই ফি নির্ভর করে। সাধারণত

শহর এলাকার ভূমির রেজিস্ট্রেশন করতে খরচ বেশি হয়। ভূমির সম্ভাব্য দামের একটি তালিকা সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে থাকে। উল্লেখ্য যে, সাব-রেজিস্ট্রার অফিস আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান (খান, ২০০৮)।

গ) জেলা পর্যায়ে ভূমি অফিস

জেলা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসকের অফিস

একটি জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে জেলা কালেক্টর বা জেলা প্রশাসকের অফিস। এটি ভূমি ব্যবস্থাপনায় জেলার প্রধান অফিসরূপে পরিগণিত হয়। জেলা কালেক্টরের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনা পরিচালিত হয়। জেলা কালেক্টর সংশ্লিষ্ট জেলার ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্ত কাজ সমন্বয় করে থাকেন। জেলা কালেক্টরের অধীনে একজন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) থাকেন যিনি কালেক্টরের যাবতীয় ক্ষমতা প্রাপ্ত। মূলত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করেন জেলা প্রশাসক তথা জেলা কালেক্টরের নামে। উল্লেখ্য যে, গভর্নমেন্ট স্টেট ম্যানুয়াল, ১৯৫৬ ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর আদেশকে জেলা প্রশাসক বা জেলা কালেক্টরের আদেশ হিসেবে গণ্য করার বিধান তৈরি করেছে (Islam, 2018)। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) উপজেলা ভূমি অফিসের তত্ত্বাবধান করেন। তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদেশের আপিল কর্তৃপক্ষ হিসেবেও কাজ করেন। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ভূমি উন্নয়ন কর ঠিকমতো আদায় করা হচ্ছে কিনা সেটি তত্ত্বাবধান ও মনিটর করেন (খান, ২০০৮)। আবার কালেক্টর জেলা কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত কমিটির সভাপতির ভূমিকা পালন করেন যেখানে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৭)।

প্রতিটি জেলা কালেক্টরের কার্যালয়ে রেকর্ড বা খতিয়ান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের নিমিত্তে একটি করে রেকর্ড রুম থাকে। রেকর্ড রুমে একটি জেলার সকল ভূমির খতিয়ান সংরক্ষণ করা হয়। জেলা প্রশাসকের অফিসের একজন সহকারী কমিশনার বা সিনিয়র সহকারী কমিশনার রেকর্ড রুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে কর্মরত রেকর্ড কিপার, নকল নবিস এবং অন্যান্য অফিস সহকারী রেকর্ড বা খতিয়ান রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন। রেকর্ড রুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছ থেকে নির্দিষ্ট ফি'এর বিনিময়ে রেকর্ড তথা খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করা যায়। রেকর্ড বা খতিয়ান ব্যবস্থাপনা অর্থাৎ এর সংরক্ষণ এবং জনগণের আবেদনের প্রেক্ষিতে খতিয়ানের অনুলিপি প্রদান কার্যক্রমে জেলা রেকর্ড রুম অনন্য ভূমিকা পালন করে (Islam, 2018)।

জেলা রেজিস্ট্রার অফিস

জেলা পর্যায়ে ভূমির রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কাজে একটি জেলা রেজিস্ট্রার অফিস রয়েছে। অফিসটি মহাপরিদর্শক, নিবন্ধন-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। জেলা রেজিস্ট্রার অফিস মূলত উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত সাব-রেজিস্ট্রার অফিসকে তত্ত্বাবধান করে। অর্থাৎ জেলা রেজিস্ট্রার হচ্ছে সাব-রেজিস্ট্রারের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা। সাব-রেজিস্ট্রারের আদেশের বিরুদ্ধে যেক্ষেত্রে আপিলের বিধান আছে সেক্ষেত্রে জেলা রেজিস্ট্রারের কাছে আপিল করা যায়। অধিকন্তু জেলা রেজিস্ট্রার অফিসের আরেকটি কাজ হচ্ছে নিবন্ধনকৃত ভূমির দলিল এবং রেজিস্ট্রারের কপি সংরক্ষণ করা। জেলা রেজিস্ট্রার অফিস আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রেজিস্ট্রেশন

অধিদপ্তরের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান। জেলা রেজিস্ট্রার অফিস জেলা পর্যায়ে ভূমি নিবন্ধন সংক্রান্ত সমস্ত কার্যাবলী সমন্বয় সাধন করে (Hasan, 2017)।

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস

জেলা পর্যায়ে অসমাপ্ত মৌজা ম্যাপ বা জরিপ সংক্রান্ত কাজ চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস রয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অধীনে বাংলাদেশের বৃহত্তর জেলাসমূহে যথা- ঢাকা, দিনাজপুর, টাংগাইল, রংপুর, ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিলেট, ফরিদপুর, বগুড়া, পাবনা, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, কুমিল্লা ও নোয়াখালীতে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস বিদ্যমান (ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ২০২০খ)। প্রজাতন্ত্র বিধিমালা, ১৯৫৫-এর বিধি অনুযায়ী ভূমি জরিপের বিভিন্ন স্তরের কাজ যেমন-কিস্তোয়ার, খানাপুরী, খানাপুরী-কাম-বুবারত, তসদিক, আপত্তি ও আপিল শেষ করে চূড়ান্তভাবে মৌজা ম্যাপ বা নকশা ও খতিয়ান প্রস্তুত করাই এই অফিসের কাজ। উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসের দায়িত্বে থাকেন, যার পদবী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার। তাঁর অধীনে সহকারী সচিব বা সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের একাধিক চার্জ অফিসার, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, উপ-সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার (কানুনগো), সার্ভেয়ার ইত্যাদি পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী কাজ করে থাকেন (খান, ২০০৮)।

ঘ) বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি অফিস

বিভাগীয় কমিশনারের অফিস

বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগে বিভাগীয় কমিশনারের অফিস রয়েছে যার দায়িত্ব হচ্ছে বিভাগের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ তথা মাঠ পর্যায়ে পরিচালিত ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সমন্বয় করা। বিভাগীয় কমিশনার মূলত জেলা প্রশাসক বা জেলা কালেক্টরের আদেশের আপিল আদালত হিসেবে কাজ করেন। এছাড়া বিভাগীয় কমিশনার ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর পক্ষ থেকে প্রতিটি জেলা থেকে কী পরিমাণ ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হবে সেটি নির্ধারণ করেন। তিনি সমগ্র বিভাগের খাস জমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমও তদারকি করেন। বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) তাঁর উর্ধ্বতন বিভাগীয় কমিশনারকে সহযোগিতা করেন। মূলত বিভাগীয় কমিশনারের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ভূমি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শনের বিধান রয়েছে (Hasan, 2017)।

উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের অফিস

বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের অফিস গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর অধীনে প্রতিটি বিভাগে একজন করে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার আছেন। তিনি উপ-সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা। বিভাগীয় কমিশনারের অফিসে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের অফিস অবস্থিত। তাঁর মূল কাজ বিভাগের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে তদারকি করা। প্রতি মাসে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কর্তৃক ছয়টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস, তিনটি উপজেলা ভূমি অফিস এবং জেলা প্রশাসন অফিসের ভূমি

ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত শাখা পরিদর্শনের সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। এছাড়া উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কৃষি ও অকৃষি খাস জমি যেমন- চরের জমি, জলমহাল, বনভূমি, চারণভূমি, রাবার-বাগান, হাট-বাজার ইত্যাদি পরিদর্শন করেন (খান, ২০০৮)।

ঙ) জাতীয় পর্যায়ে ভূমি অফিস

ভূমি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের জাতীয় পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় রয়েছে। এটি বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু অবস্থানের অধিকারী (Islam, 2018)। মন্ত্রণালয়টি ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জাতীয় নীতি নির্ধারণ করে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ঙ)। ভূমি মন্ত্রণালয় বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কিভাবে পরিচালিত হবে সে সম্পর্কে সার্কুলার তৈরি করে। ভূমি মন্ত্রণালয় তার অধীনস্থ প্রতিষ্ঠানগুলির নিয়ন্ত্রণকারীর ভূমিকা পালন করে (খান, ২০০৮)। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায় করে। মূলত ব্যাংকের মাধ্যমে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে মন্ত্রণালয়টি। আবার খাস জমি ব্যবস্থাপনায়ও ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিকা পালন করে। ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প'-এর আওতায় ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বন্দোবস্ত বা বণ্টন করা হয়। এছাড়া ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি জরিপ ও ভূমির ম্যাপ বা নকশা প্রণয়ন করে। অধিকন্তু মন্ত্রণালয়টি রেকর্ড বা খতিয়ান প্রণয়ন, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করে। আবার খতিয়ানের সংশোধন বা নবায়ন তথা নামজারি কার্যক্রমও ভূমি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড ইত্যাদি দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ঙ)।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মূল কাজ হচ্ছে রেকর্ড বা খতিয়ান প্রস্তুত এবং নবায়ন করা। অধিদপ্তরটি সময়ে সময়ে জরিপ কাজ পরিচালনা করে এবং সে অনুযায়ী খতিয়ান তৈরি করে। এছাড়া জরিপের মাধ্যমে দেশের সীমানা নির্ধারণ করাও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কাজ। অধিকন্তু অধিদপ্তরটি সরেজমিনে জরিপ করে আন্তঃজেলা সীমানা নির্দিষ্ট করে থাকে। আবার ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর জরিপের মাধ্যমে থানা ও মৌজা ম্যাপ বা নকশাও প্রস্তুত করে। ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অধিদপ্তরটি পরোক্ষভাবে সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা পালন করছে। উল্লেখ্য যে, জেলা পর্যায়ে কর্মরত জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসগুলি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত হয় (Islam, 2018)।

ভূমি সংস্কার বোর্ড

ভূমি সংস্কার বোর্ড ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের তদারকি এবং সমন্বয় সাধন করে থাকে (খান, ২০০৮)। ভূমি সংস্কার বোর্ড ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। একইসঙ্গে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের সার্বিক পরিস্থিতি মনিটর করাও ভূমি সংস্কার বোর্ডের অন্যতম দায়িত্ব। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি মাসে আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন করের পরিমাণ সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈরি করে এবং সেটি ভূমি

মন্ত্রণালয়ে পেশ করে (Islam, 2018)। আবার রেকর্ড বা খতিয়ান সংরক্ষণের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে রেকর্ড রুম স্থাপন, তদারকি ও সংরক্ষণ বা মেরামত সংক্রান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করাও ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর কাজ (খান, ২০০৮)।

অপরদিকে খাস জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজে ভূমি সংস্কার বোর্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। কৃষি খাস জমি বণ্টনের জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটিসমূহের কাজকর্ম তত্ত্বাবধান করা ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর দায়িত্ব (Islam, 2018)। বেদখলী খাস জমি উদ্ধার কাজেও ভূমি সংস্কার বোর্ড নিয়োজিত থাকে (খান, ২০০৮)। ভূমি সংস্কার বোর্ড খাস জমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আরও যেসব কাজ করে থাকে সেগুলি হলো- খাস জমি চিহ্নিতকরণ; ভূমিহীনদের মধ্যে সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কৃষি খাস জমি বণ্টন; সিলিং বহির্ভূত জমি চিহ্নিতকরণ ও সরকারের খাস জমিতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং এগুলির জন্য ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ ও প্রদানের ব্যবস্থা; খাস পুকুর ও বেদখলী খাস পুকুর উদ্ধার ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯৬)।

ভূমি আপিল বোর্ড

ভূমি আপিল বোর্ড মূলত বিভাগীয় কমিশনারের আপিল আদালত হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি বিভাগীয় কমিশনারের আদেশে সন্তুষ্ট না হলে ভূমি আপিল বোর্ড-এর কাছে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে আবেদন করতে পারেন। এক্ষেত্রে ভূমি আপিল বোর্ড বিভাগীয় কমিশনারের আদেশ বা সিদ্ধান্তকে বহাল রাখতে পারে অথবা নতুন আদেশ প্রদান করতে পারে। এরূপ পরিস্থিতিতে ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয় (Islam, 2018)। ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক সমুদয় আইনের অধীনে ভূমি আপিল বোর্ড যেসব বিষয়ে আপিল বা রিভিশন মামলা নিষ্পত্তি করে সেগুলি হচ্ছে- ভূমি রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা, নামজারি মামলা, ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা, ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা এবং খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯৬)।

উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায় শেষে বলা যায় যে, প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার ব্যাপক বিবর্তন লক্ষ্যণীয়। মূলত প্রাচীন যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনার ভিত্তি স্থাপন হয়। ফলে সে সময় ভূমি ব্যবস্থাপনার উপাদান সংখ্যা সীমিত ছিলো। মধ্য যুগে ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম কিছুটা সুসংহত এবং সম্প্রসারিত হয়। আবার ব্রিটিশ আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনা আইনগত ভিত্তি পায়। পাকিস্তান আমল মূলত ব্রিটিশ আমলের ভূমি ব্যবস্থাপনার ধারাটি অব্যাহত রাখে। বাংলাদেশ আমলে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন এবং উন্নয়নের যাত্রা সূচীত হয়। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার কাজে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিয়োজিত। ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ে দেশব্যাপী অফিস রয়েছে। যেমন- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা তহসিল অফিস, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর বা জেলা প্রশাসকের অফিস এবং জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস রয়েছে। আবার বিভাগীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারের অফিস এবং উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের অফিস রয়েছে।

অধিকন্তু ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় পর্যায়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড এবং ভূমি আপিল বোর্ড রয়েছে।
অপরদিকে আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে জেলা পর্যায়ে জেলা রেজিস্ট্রার অফিস এবং উপজেলা পর্যায়ে সাব-রেজিস্ট্রার অফিস রয়েছে।

অধ্যায়-৩: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার এবং ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান

ভূমিকা

বাংলাদেশের গ্রামে বসবাসকারী জনগণকে ডিজিটাল বা ই-সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার জনগণকে অনলাইনের মাধ্যমে ভূমিসহ নানাবিধ সেবা প্রদান করছে (a2i, 2020)। আলোচ্য অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সৃষ্টির প্রেক্ষাপট, উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গঠন, প্রদত্ত সেবা, সেবা সহজীকরণ তথা কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে সেবা প্রদান ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া আলোচ্য অধ্যায়টিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৩.১: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা

বাংলাদেশে পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার হিসেবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন রকম ই-সেবা প্রদান করছে (Hasan, 2015)। পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার হচ্ছে ব্যক্তিগত কম্পিউটার নির্ভর ব্যবস্থা যেটি সেবা গ্রহীতা ও সেবা দাতার মধ্যে সেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে (Ni & Ho, 2015)। পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার 'টেলিসেন্টার', 'কমিউনিটি ইনফরমেশন সেন্টার', 'কমিউনিটি ই-সেন্টার', 'পাবলিক সার্ভিস সেন্টার', 'রুরাল ইনফরমেশন সেন্টার', 'ইনফরমেশন সেন্টার' ইত্যাদি নামেও পরিচিত। বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে একটি করে মোট ৪৫৫৪ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তথা পাবলিক ইনফরমেশন সেন্টার রয়েছে (Transparency International Bangladesh, 2017)।

'জনগণের দোরগোঁড়ায় সেবা' (Services at the Doorsteps of Citizen)-এ স্লোগানকে সামনে রেখে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কাজ করছে (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)। মূলত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানের নিমিত্তে পরিচালিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে গ্রামের জনগণ তাদের বাড়ির নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভোগান্তিহীনভাবে সেবা প্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছে (Hasnayan & Sultana, 2016)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সৃষ্টির প্রেক্ষাপট

২০০৯ সালে তৎকালীন সরকার তার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে স্বচ্ছতা ও দ্রুততার সঙ্গে সেবা প্রদান করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এ পদক্ষেপের অংশ হিসেবে উক্ত বছর পরীক্ষামূলকভাবে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র নামে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের যাত্রা শুরু হয় (Transparency International Bangladesh, 2017)। উল্লেখ্য যে, ২০০৯ সালে ৩০ টি ইউনিয়নে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় (Begum, 2017)। পরবর্তীতে ২০১০ সালের ১১ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর কার্যালয় থেকে এবং নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতিসংঘ উন্নয়ন

কর্মসূচির (ইউএনডিপি) প্রশাসক মিস হেলেন ক্লার্ক ভোলা জেলার চর কুকরিমুকরি ইউনিয়ন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারাদেশের সকল ইউনিয়ন পরিষদে একটি করে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র একযোগে উদ্বোধন করেন (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)। ২০১৪ সালে সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' শ্লোগানের সঙ্গে মিল রেখে ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র-এর নাম পরিবর্তন করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার রাখা হয় (Hasan, 2015)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্দেশ্য

সহজে এবং ভোগান্তিহীনভাবে গ্রামের জনগণকে ই-সেবা প্রদান করার উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনগণকে বিভিন্ন রকম সেবা প্রদান করে থাকে। গ্রামে বসবাসকারী জনগণকে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত অফিসসমূহতে এসে সেবা প্রাপ্তির জন্য প্রচুর সময় ও অর্থ ব্যয় করতে হয়। পাশাপাশি সরকারি সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা না থাকায় গ্রাম থেকে বার বার উপজেলা এবং জেলা শহরে আসা-যাওয়া করতে হয় বলে জনগণের ভোগান্তির সীমা থাকে না। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য সরকার গ্রামের জনগণের আবাসস্থলের নিকটবর্তী ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন করেছে। ফলে জনগণ জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে অবস্থিত অফিসসমূহতে না গিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সেবা গ্রহণ করতে পারে (a2i, 2017)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো ইউনিয়ন পরিষদকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা, যাতে করে এটি ২০২১ সালের মধ্যে একটি তথ্য ও জ্ঞান-ভিত্তিক দেশ প্রতিষ্ঠায় যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া সরকারি-বেসরকারি তথ্য ও সেবাসমূহ জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া, প্রযুক্তি বিভেদ দূর করা এবং সকল নাগরিককে তথ্য প্রবাহের আধুনিক ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করাও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্দেশ্য (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)। অধিকন্তু ইউনিয়ন পর্যায়ে উন্নত তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তোলা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উদ্যোক্তা গড়ে তোলার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কাজ করছে (Hoque & Mahiuddin, 2013)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালনা পদ্ধতি

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সুনির্দিষ্ট পরিচালনা পদ্ধতি রয়েছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালনা করেন দুই জন উদ্যোক্তা যাদের মধ্যে একজন নারী এবং আরেকজন পুরুষ। মূলত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নারীদের প্রবেশগম্যতা বাড়ানোর জন্য নারী উদ্যোক্তা নিয়োগ দেওয়া হয়েছে (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)। উদ্যোক্তা হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার প্রধান শর্ত হচ্ছে কম্পিউটারে প্রয়োজনীয় দক্ষতার অধিকারী হওয়া। সরকারের কাছ থেকে উদ্যোক্তা কোনো বেতন পান না। জনগণকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয় থেকেই উদ্যোক্তাদ্বয় তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন (Begum, 2017)। উল্লেখ্য যে, জেলা প্রশাসন নিজস্ব অর্থায়নে উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং ওয়ার্কশপের আয়োজন করে (Hasan, 2015)।

বাংলাদেশে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার 'পাবলিক-প্রাইভেট-পিপলস্ পার্টনারশিপ' মডেল অনুসরণ করে পরিচালিত হচ্ছে। ইউনিয়ন পরিষদ তার চত্বর বা ভবনে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের জন্য জায়গা প্রদান করে। স্থানীয় সরকার বিভাগ মূলত মন্ত্রিপরিষদ

বিভাগ এবং বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের সঙ্গে সমন্বয় করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে কম্পিউটার, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ডিজিটাল ক্যামেরা, ওয়েবক্যাম, সোলার প্যানেল ইত্যাদি সরবরাহ করে (Hasan, 2015)। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সরকারের পাশাপাশি উদ্যোক্তাও বিনিয়োগ করার অধিকার রাখেন। উদ্যোক্তা তার কাজকর্ম সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন মনে করলে নিজস্ব অর্থায়নে যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে পারেন (Connect Task, 2014)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালিত হয় একটি ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা ৭-৯ জন যাদের এক-তৃতীয়াংশ নারী। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন (Begum, 2017)। তিনি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কার্যক্রমসমূহ মনিটর করে থাকেন। চেয়ারম্যানকে এ কাজে ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেন (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)। ম্যানেজিং কমিটিটি ২ বছরের জন্য গঠিত হয়। এ কমিটির অন্যতম কাজ হচ্ছে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সঙ্গে আলোচনা করে উদ্যোক্তা নিয়োগ দেওয়া। এছাড়া ম্যানেজিং কমিটি যেসব কাজ করে থাকে সেগুলি হচ্ছে- ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় করা, সার্ভিস চার্জ নির্ধারণ করা, উদ্যোক্তাকে কাজে সহযোগিতা করা, জনগণকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা গ্রহণে উৎসাহিত করা, মাসে অন্তত একটি মিটিং-এর মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা ইত্যাদি (Begum, 2017)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার নিয়োগ এবং অপসারণের জন্য কিছু বিধান রয়েছে। উল্লেখ্য যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ ২০১৩ সালের ৩০ জানুয়ারি একটি পরিপত্রের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা নিয়োগের দায়িত্ব ম্যানেজিং কমিটির উপর ন্যস্ত করেছে। পরিপত্রের মাধ্যমে যদিও উদ্যোক্তাদের একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তথাপি কত বছরের জন্য উক্ত নিয়োগ কার্যকর হবে সে সম্পর্কে কোনো নির্দেশনা দেওয়া হয় নি। সাধারণত উদ্যোক্তাদের তিন থেকে পাঁচ বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের অপসারণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মতি থাকা বাধ্যতামূলক (Transparency International Bangladesh, 2017)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কাজের সঙ্গে স্থানীয় এবং কেন্দ্রীয় প্রশাসন প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপজেলা ই-গভর্ন্যান্স ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) জেলা ই-গভর্ন্যান্স ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে তদারকিসহ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার টেকসইকরণের কাজে সরাসরি সম্পৃক্ত রয়েছেন। জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনারগণ এ বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্থানীয় সরকার বিভাগ এ কাজের সমন্বয় করে থাকে (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)। অপরদিকে জেলা তথ্য কর্মকর্তা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের প্রচার-প্রচারণায় সম্ভবপর উদ্যোগ গ্রহণ করেন (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের অংশীদারিত্ব গঠন

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের টিকে থাকার সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এটি সরকারি, বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গঠন করেছে। সরকারি ব্যাংকের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি ব্যাংক যেমন- ডাচ বাংলা ব্যাংক, মার্কেটটাইল ব্যাংক, ট্রাষ্ট ব্যাংক ইত্যাদি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের অংশীদার। এছাড়া বীমা কোম্পানি (জীবন বিমা কর্পোরেশন),

টেলিযোগাযোগ কোম্পানি (রবি, বাংলালিংক), এন.জি.ও (অংকুর, প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, সোলার এনার্জি কোম্পানি (ইনফ্রাসট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড), সাইবার ক্যাফের মালিকদের সংগঠন ইত্যাদি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করছে (Begum, 2017)।

বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকিং পরিচালনা করছে। ফলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলি আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। অধিকন্তু এসব সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকগুলি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে মোবাইল ব্যাংকিং-এর পরিচালনা পদ্ধতির উপর। ফলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলি যথাযথ জ্ঞান ও দক্ষতার সঙ্গে গ্রামের জনগণকে মোবাইল ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে। পূর্বে গ্রামের জনগণ ব্যাংকিং সুবিধার আওতার বাইরে থাকলেও বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকের অংশীদারিত্বের ফলে তারা ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত হয়েছে (Zaman, 2015)।

আবার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে তাদের কার্যক্রমসমূহ গ্রামের সেবা গ্রহীতাদের কাছে পৌঁছাতে চাচ্ছে। মূলত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলি গ্রামের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নিকটবর্তী প্রতিষ্ঠান হওয়ায় আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের শরণাপন্ন হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ‘এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ’ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে কৃষি, মৎস্য এবং গবাদী পশু সংক্রান্ত সেবা দিচ্ছে। আবার ইউনেস্কো এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বয়স্ক শিক্ষা এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে (Begum, 2017)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা

তথ্য প্রদান

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গ্রামের জনগণকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান করছে। জনগণ এখন সহজেই কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আইন ও মানবাধিকার, পর্যটন, পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, শিল্প ও বানিজ্য এবং কর্মসংস্থান সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সংগ্রহ করে নিজেদের কাজে ব্যবহার করতে পারছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা এসব তথ্যসমূহ জাতীয় ই-তথ্য কোষের অনলাইন এবং অফলাইন ভার্সন থেকে আহরণপূর্বক জনগণকে প্রদান করেন (Hoque & Mahiuddin, 2013)।

স্বাস্থ্য

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গ্রামের জনগণকে বিভিন্ন রকম স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত চিকিৎসকদের মোবাইল নম্বর ওয়েবসাইটে প্রদান করেছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা এসব নম্বর সংগ্রহ করে জনগণকে প্রদান করেন। ফলে গ্রামের জনগণ তাদের প্রয়োজন মোতাবেক এসব

চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করে টেলিমেডিসিন সেবা পাচ্ছে। অধিকন্তু উদ্যোক্তা স্কাইপি'র মাধ্যমে জনগণকে চিকিৎসকের সঙ্গে ভিডিও কলে সমস্যার কথা তুলে ধরার সুযোগ প্রদান করে চিকিৎসা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেছেন (Faroqi, 2015)।

কৃষি

গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পাচ্ছে। যেমন- গ্রামে বসবাসকারী একজন কৃষক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সরকারি কৃষি কর্মকর্তা প্রদত্ত জমিতে সারের ব্যবহার সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন যেটি ফসলের উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করে (Zaman, 2015)। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে সহায়ক আরও কিছু তথ্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রদান করে থাকে। যেমন- কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার, কীটনাশকের ব্যবহার, ফসলে পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রতিরোধের উপায় ইত্যাদি (Hasan, 2015)।

ভূমি

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গ্রামের জনগণকে ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, জেলা প্রশাসন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলিকে গ্রামের জনগণকে সেবা প্রদানের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করছে। ফলে জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন করে সেটির ডেলিভারিও পাচ্ছে। এমতাবস্থায় গ্রামের জনগণকে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য বর্তমানে আর জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুমে যেতে হচ্ছে না (Zaman, 2015)। অধিকন্তু গ্রামের জনগণ ই-নামজারির জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করতে পারছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭)।

আইনী সহায়তা এবং অভিবাসী রেজিস্ট্রেশন

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার গ্রামের জনগণকে বিভিন্ন রকম আইনী সহায়তা এবং অভিবাসী রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত সেবা প্রদান করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গৃহ নির্যাতনের শিকার একজন নারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আইনী সহায়তা সম্পর্কে অবহিত হয়ে নিজের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারেন। অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার সকল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে সম্পৃক্ত করে অনলাইনের মাধ্যমে অভিবাসন রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করেছে। ফলে গ্রামে অবস্থানকারী একজন অভিবাসী অনলাইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে দেশের বাইরে কর্মসংস্থানের জন্য রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, সরকার ২০১৩ সাল থেকে নারী অভিবাসীদের জন্য হংকং এবং বাহরাইনে কর্মসংস্থানের আবেদন তথা রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে (Zaman, 2015)। অভিবাসন ও পাসপোর্ট বিভাগ অনলাইনের মাধ্যমে মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট পদ্ধতি অনুসরণ করছে। ফলে উদ্যোক্তা সহজেই তার সেবা গ্রহীতার নাম ছবিসহ অনলাইনের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন (Faroqi, 2015)।

বীমা এবং ব্যাংকিং

গ্রামের জনগণকে বীমা এবং ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। গ্রামের মানুষের কাছে বীমা সুবিধা পৌঁছানোর লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বীমা প্রতিষ্ঠান তথা জীবন বীমা কর্পোরেশন দেশের ২,৭৬৮টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে জীবন বীমা সেবা চালু করেছে। এখান থেকে মোট ৩৬ হাজার গ্রামীণ নাগরিক বীমা সেবা গ্রহণ করেছে। আবার ব্যাংকিং সুবিধা বর্ধিত তৃণমূল মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি দেশের ২,৩৬৩টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম চলমান রেখেছে। উক্ত ব্যাংকিং কর্মসূচির আওতায় এ পর্যন্ত গ্রামের প্রায় ৬০ হাজার নাগরিক সেবা গ্রহণ করেছে (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)।

ডাউনলোড সেবা

গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে বিভিন্ন ডকুমেন্ট ডাউনলোড করার সুবিধা পাচ্ছে। জাতীয় ই-তথ্য কোষ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের সরকারি পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত করেছে। ফলশ্রুতিতে উদ্যোক্তা সহজেই সরকারি বিভিন্ন ফরম এবং ই-বুক ডাউনলোড করতে পারেন। এছাড়া সরকারি ওয়েব পোর্টালে ঢুকে উদ্যোক্তা জন্ম ও মৃত্যু সনদ, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নাগরিকত্ব সনদ, পেনশন, পাসপোর্ট, আয় কর- এ ধরনের ৪৪০টি ফরম ডাউনলোড করে গ্রামের জনগণকে সরবরাহ করতে পারেন। একইভাবে উদ্যোক্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে ই-বুক ডাউনলোড করে জনগণকে প্রদান করতে সক্ষম (Faroqi, 2015)।

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেবা। একটি প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ উদ্যোগ খুবই প্রয়োজনীয়। বর্তমানে ৩,৭৭৩টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টের ব্যবহার করে স্বল্পমূল্যে গ্রামের তরুণদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ২০১০ সালের নভেম্বর মাস থেকে ২০১৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত গ্রামের প্রায় ৫২ হাজার ছাত্র-যুবক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে (বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন, ২০২০)।

অন্যান্য বাণিজ্যিক সেবা

গ্রামে বসবাসকারী জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে বিভিন্ন বেসরকারি বা বাণিজ্যিক সেবা পাচ্ছে। জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কম্পিউটার থেকে ইন্টারনেট ব্রাউজ করে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে পারছে। এছাড়া তথ্য-প্রযুক্তির সুবিধা বর্ধিত জনগণ ই-মেইল আদান-প্রদান করতে পারছে। আবার অনলাইনের মাধ্যমে পত্রিকা পড়ার সুযোগ, ভিডিও কনফারেন্সিং-এর সেবাও গ্রামের জনগণ পাচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে মোবাইল ফোন ব্যবহার, মোবাইল ফোন রিচার্জ করা, কম্পিউটার কম্পোজ, প্রিন্টিং, ছবি তোলা, লেমিনেটিং, স্ক্যানিং ইত্যাদি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। অধিকন্তু কিছু সংখ্যক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে জনগণকে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, বাণিজ্যিক সেবাসমূহ প্রদান করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ফি নিয়ে থাকে (Hasan, 2015)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে গ্রামের জনগণ পূর্বের তুলনায় কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে সেবা পাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পূর্বে গ্রামের জনগণকে জন্ম নিবন্ধন সনদ পেতে ৭-৮ দিন সময় ব্যয় করতে হতো। কিন্তু বর্তমানে জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ৮ ঘণ্টার কম সময়ে জন্ম নিবন্ধন সনদ পাচ্ছে। আবার মৃত্যু নিবন্ধন সনদ পেতে পূর্বে দুই দিন সময় লাগতো। এক্ষেত্রে বর্তমানে জনগণ ৫ ঘণ্টার কম সময়ে সনদ উত্তোলন করতে পারছে (Rahman, 2017)। নিচের টেবিলের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কতিপয় সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় কতখানি সময়, অর্থ ও যাতায়াত সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে সেটি তুলে ধরা হলো।

টেবিল-৫: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়, কম অর্থ ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তি

সেবার নাম	ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা প্রাপ্তির পূর্বে			ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সেবা প্রাপ্তি		
	সময় (ঘণ্টা)	অর্থ (ডলার)	যাতায়াত সংখ্যা	সময় (ঘণ্টা)	অর্থ (ডলার)	যাতায়াত সংখ্যা
নাগরিকত্ব সনদ	২৪.৯	০.৭	১.৭১	২.৯৭	০.৬	১.০৭
পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন	৬.২৭	১.২	১.০৭	২.৩	০.২	১.০৩
ফটোকপি	৬.৫৫	০.৯	১.১৪	০.৪৯	০.২	১.০১
কম্পিউটার কম্পোজ	১৮.৮৪	১.৫	১.৪৪	০.৮৩	০.৬	১.০২
ফটোগ্রাফি	৩৯.৭	১.৬	১.৮২	১.৩৮	০.৪	১.০৪
ইন্টারনেট ব্রাউজিং	৩.০২	০.৭	১.২৮	০.৫৩	০.৪	১.০২
বিদ্যুৎ বিল প্রদান	৪.৩১	০.৯	১.২১	৩.৪৩	০.২	১
চাকরি অনুসন্ধান	১২.৪৭	২.৬	১.৫	০.৭৫	০.৭	১

উৎস: a2i, 2017

টেবিলটিতে দেখা যায় যে, জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে নাগরিকত্ব সনদ, পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, ফটোকপি, কম্পিউটার কম্পোজ, ফটোগ্রাফি, ইন্টারনেট ব্রাউজিং, বিদ্যুৎ বিল প্রদান এবং চাকরি অনুসন্ধান সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করেছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠার পূর্বে তারা প্রথাগত প্রতিষ্ঠান থেকে একই সেবা নিয়েছে। টেবিল থেকে জানা যায় যে, জনগণ পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়, কম অর্থ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে সেবা গ্রহণ করেছে।

৩.২: ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান প্রক্রিয়া

বাংলাদেশের গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাড়ির নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারছে। এক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সংশ্লিষ্ট জেলার রেকর্ড রুমে আবেদন পত্র দাখিল, ফি প্রদান, ডেলিভারি ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। একইভাবে ই-নামজারির আবেদনও জনগণ নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সম্পন্ন করতে সক্ষম হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়ায় আবেদনকারী কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ বিদ্যমান। নিম্নে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রাপ্তির পুরো প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনে অনুসরণকৃত প্রক্রিয়া

আবেদন ফরম প্রাপ্তি, পূরণ এবং প্রেরণ

গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সহজেই খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন ফরম পাচ্ছে এবং সেটি পূরণপূর্বক প্রেরণও করতে পারছে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একজন আবেদনকারীকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে উদ্যোক্তাকে নিজের প্রয়োজনের কথা অবহিত করতে হয়। উদ্যোক্তা দুই ভাবে আবেদন ফরম সংগ্রহ এবং দাখিল করতে পারেন। প্রথমত উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট জেলার ওয়েব পোর্টাল থেকে সরাসরি আবেদন করতে পারেন (স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। দ্বিতীয়ত ই-ফরমের মাধ্যমে আবেদন করা সম্ভব (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলার রেকর্ড রুম যে পদ্ধতি অবলম্বন করতে পরামর্শ দেয়, উদ্যোক্তা সে অনুযায়ী আবেদন করে থাকে (ম. ম. উদ্দিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। নিম্নে পদ্ধতি দুটি ব্যাখ্যা করা হলো।

প্রথম পদ্ধতি: জেলা পোর্টালের মাধ্যমে সরাসরি আবেদন

প্রথম পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের ওয়েব পোর্টাল থেকে সরাসরি আবেদন ফরম সংগ্রহ করে সেটি পূরণপূর্বক দাখিল করতে পারেন। প্রথমত উদ্যোক্তা জাতীয় তথ্য বাতায়নের জেলা পোর্টালে প্রবেশ করে ই-সেবা মেনুর সাব-মেনু 'নকলের জন্য আবেদন' অংশে ক্লিক করলে পর্চা উত্তোলনের জন্য 'আবেদন গ্রহণ ফরম'টি চলে আসে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমির পর্চা উত্তোলন করার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য জনগণ কর্তৃক উদ্যোক্তাকে জানানো আবশ্যিক। যেমন-আবেদনকারীকে ভূমির খতিয়ানের ধরণ (সিএস বা ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, এসএ বা স্টেট একুইজিশন, আরএস বা রিভিশনাল সার্ভে, বিএস বা বাংলাদেশ সার্ভে, দিয়ারা ইত্যাদি), খতিয়ান নম্বর, মৌজার নাম এবং মৌজার জেএল (জুরিসডিকশন লিস্ট) নম্বর, আবেদনকারীর জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর,

মোবাইল নম্বর এবং ই-মেইল আইডি। এসব তথ্য উদ্যোক্তা আবেদন ফরমে উল্লেখ করেন। আবেদন ফরমে ই-মেইল আইডি প্রদান করা বাধ্যতামূলক নয়। যদি আবেদনকারীর ই-মেইল আইডি না থাকে, সেক্ষেত্রে উদ্যোক্তা তার নিজস্ব আইডিটি আবেদন ফরমে উল্লেখ করতে পারেন। আবেদনকৃত ভূমির খতিয়ানের বিস্তারিত তথ্য এবং ডেলিভারির মাধ্যম ও ফি প্রদানের তথ্যসম্বলিত 'আবেদন গ্রহণ ফরম' পূরণ করার পর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা 'দাখিল' অপশনে ক্লিক করলেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনপত্রটি ডিসি অফিসের সার্ভারে পাঠানো হয়ে যায় (স. চ. মঞ্জল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ই-ফরমের মাধ্যমে আবেদন

দ্বিতীয় পদ্ধতিতে উদ্যোক্তা ই-ফরমের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন দাখিল সম্পন্ন করেন। এক্ষেত্রে জেলা পোর্টালের ই-সেবা অপশনে গিয়ে 'ই-সেবা কেন্দ্র'-এ প্রবেশ করে সেখান থেকে 'নাগরিক আবেদন' অংশে ক্লিক করলে 'নাগরিক সেবা ফরম' পাওয়া যায়। এখান থেকে 'আবেদন করুন' অংশে ক্লিক করলে 'অনলাইন ফরম' নামে একটি অপশন আসে। 'অনলাইন ফরম'-এ ঢুকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আবেদন করার জন্য 'সাধারণ আবেদন' অংশে প্রবেশ করতে হয়। 'সাধারণ আবেদন' অংশে ই-ফরম রয়েছে। ই-ফরমটিতে আবেদনকারীর নাম, জন্ম তারিখ, মোবাইল নম্বর, পিতা-মাতার নাম, জাতীয়তা, আবেদনের বিষয়, স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে 'পরবর্তী ধাপ'-এ ক্লিক করে 'সংযুক্তি' অংশে প্রবেশ করতে হয় (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)। উল্লেখ্য যে, কোনো কোনো জেলার রেকর্ড রুম ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাদের দ্বারা পর্চা উত্তোলনের জন্য একটি নির্দিষ্ট আবেদন ফরম সরবরাহ করেছে। উক্ত ফরমটিতে আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, খতিয়ান ও দাগের বিবরণ ইত্যাদি উল্লেখ করতে হয়। ফরমটি পূরণ করার পর আবেদনকারী এবং উদ্যোক্তা তাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। এরপর উদ্যোক্তা ফরমটি স্ক্যান করে ই-ফরমের সংযুক্তি অংশে সংযুক্ত করেন। এরপর তিনি 'প্রেরণ' অংশে গিয়ে আবেদনটি দাখিল করেন। 'আবেদনটি সফলভাবে প্রেরণ করা হয়েছে' এ মর্মে একটি বার্তা এবং আবেদনের রশিদ নম্বর প্রদর্শিত হয় (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

পর্চা উত্তোলন ফি

একেক জেলায় পর্চা উত্তোলন ফি একেক রকমের হয়ে থাকে। কারণ সংশ্লিষ্ট জেলার রেকর্ড রুম পর্চা উত্তোলন ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে (a2i, 2018)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা জেলায় সাধারণ ডেলিভারির ক্ষেত্রে পর্চা উত্তোলন ফি ৯৫ টাকা। এখানে সাধারণ ডেলিভারির সময়সীমা ০৫ কর্ম দিবস। আবার জরুরী ডেলিভারির ক্ষেত্রে পর্চা উত্তোলন ফি ১২৫ টাকা। এ জেলায় জরুরী ডেলিভারির সময়সীমা ০৩ কর্ম দিবস। পর্চা উত্তোলনের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন নির্ধারিত উদ্যোক্তা ফি ২৫ টাকা (ম. জ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০)। অপরদিকে কুমিল্লা জেলায় পর্চা উত্তোলন ফি ১৫০ টাকা। আবেদনকারী উদ্যোক্তাকে পর্চা উত্তোলন বাবদ মোট ১৫০ টাকা প্রদান করেন। সেখান থেকে উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমকে ১০০ টাকা প্রদান করেন। ফলে কুমিল্লা জেলায় পর্চা উত্তোলনের ক্ষেত্রে নির্ধারিত উদ্যোক্তা ফি ৫০ টাকা। এ জেলার রেকর্ড রুম থেকে দশ কর্ম দিবসের মধ্যে পর্চা প্রদান করা হয়। কুমিল্লা জেলার ক্ষেত্রে জরুরী বা সাধারণ ডেলিভারির কোনো নিয়ম নেই (আ. হানিফ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্তৃক রেকর্ড রুমকে পর্চা উত্তোলন ফি প্রদান করার ক্ষেত্রে জেলা ভেদে পদ্ধতিগত ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। কারণ একেক জেলার রেকর্ড রুম একেক রকম ফি প্রদান পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে। ঢাকা জেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনকারীর কাছ থেকে পর্চা উত্তোলন ফি বাবদ নগদ অর্থ নিচ্ছেন। এরপর তিনি উদ্যোক্তা ফি নিজের কাছে রেখে বাকি টাকা রেকর্ড রুমকে প্রদান করেন। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ডাচ বাংলা ব্যাংকের মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা 'রকেট'-এর মাধ্যমে পর্চা উত্তোলন ফি বাবদ রেকর্ড রুমের 'বিলার আইডি'তে অর্থাৎ নির্ধারিত একাউন্টে টাকা প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ঢাকা জেলা প্রশাসন উদ্যোক্তাদের কাজের সুবিধার জন্য 'রকেট'-এ একাউন্ট খুলে দিয়েছে (ম. জ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০)। অপরদিকে কুমিল্লা জেলায় পর্চা উত্তোলনের আবেদন করার পূর্বেই উদ্যোক্তাকে পর্চা উত্তোলন বাবদ নূন্যতম ৩০০০ টাকা রেকর্ড রুমে জামানত হিসেবে রাখতে হয়। উদ্যোক্তাকে উক্ত টাকা প্রদানের একটি রশিদ প্রদান করা হয়। উদ্যোক্তা রেকর্ড রুম থেকে যখন পর্চা আনতে যান, তখন পর্চা প্রতি ১০০ টাকা উক্ত জামানত থেকে বিয়োগ করা হয়। অর্থাৎ ৩০০০ টাকা জমা রেখে উদ্যোক্তা মোট ৩০ টি খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করতে পারেন। এ পদ্ধতিতে উদ্যোক্তাকে পর্চা উত্তোলনের কাজ করার জন্য আগেই অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়। পরবর্তীতে জনগণ পর্চা উত্তোলনের আবেদন করে উদ্যোক্তা ফি প্রদান করলে তিনি সেখান থেকে বিনিয়োগের অর্থাট সমন্বয় করেন (আ. হানিফ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

আবেদনকারীকে আবেদনের অবস্থা অবহিতকরণ

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের বর্তমান পদ্ধতিতে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ বিদ্যমান। পর্চা উত্তোলনের জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরমটি পূরণ করা হলে এবং ফি প্রদান করা হলে জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুম থেকে আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে অবহিত করা হয়। উক্ত এসএমএস-এর মাধ্যমে মূলত আবেদনটি যে রেকর্ড রুম গ্রহণ করেছে সেটি নিশ্চিত করা হয়। এসএমএস'টির মাধ্যমে আবেদনকারীকে তার আবেদনের 'অ্যাপ্লিকেশন আইডি' বা ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই ট্র্যাকিং নম্বরটি দিয়ে পরবর্তীতে আবেদনকারী উদ্যোক্তার সহযোগিতায় অনলাইনের মাধ্যমে তার আবেদনের অবস্থা জানতে পারেন। অধিকন্তু উক্ত এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনকারী পর্চাটি কবে হাতে পাবেন অর্থাৎ পর্চা ডেলিভারির তারিখও জানানো হয় (ম. গ. মোস্তফা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. আ. হালিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০)।

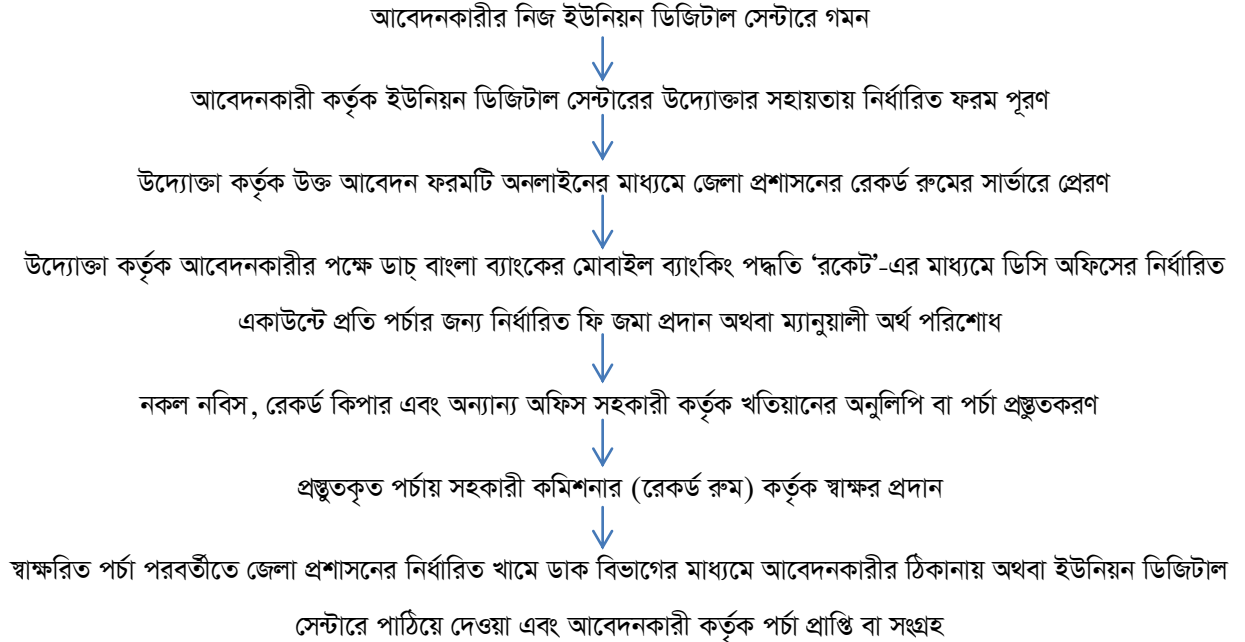
পর্চা ডেলিভারির মাধ্যম

পর্চা বা খতিয়ানের অনুলিপি উত্তোলনের ক্ষেত্রে ডেলিভারির মাধ্যমে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। কেননা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুম ভিন্ন ভিন্ন ডেলিভারি মাধ্যম নির্ধারণ করে দিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা জেলায় একজন আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করে আবেদন ফরমে ডেলিভারির মাধ্যম হিসেবে নিজের বাড়ির ঠিকানা প্রদান করলে রেকর্ড রুম থেকে উক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পর্চা পাঠানো হয় (ম. আ. হালিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০)। অপরদিকে কুমিল্লা জেলায় একজন উদ্যোক্তা রেকর্ড রুম থেকে পর্চা সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নিয়ে আসেন। এরপর তিনি আবেদনকারীকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে এসে পর্চা নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ফোনে অবহিত করেন। অতঃপর আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চাটি সংগ্রহ করেন (ম. গ. মোস্তফা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

জরুরী প্রয়োজনে জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ

খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন প্রক্রিয়ায় জরুরী প্রয়োজনে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে জেলা প্রশাসনের 'রেকর্ড রুম শাখা'র দায়িত্বে নিয়োজিত সহকারী কমিশনার এবং রেকর্ড কিপারের ফোন নম্বর প্রদান করা হয়েছে। পর্চা ডেলিভারির ক্ষেত্রে বিলম্ব বা অন্য কোনো প্রয়োজনে উদ্যোক্তা তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

প্রবাহ চিত্র-১: খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন গ্রহণ ও ডেলিভারি পদ্ধতি



উৎস: ম. গ. মোস্তফা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. আ. হালিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০

পর্চা প্রদানে রেকর্ড রুমের দায়িত্ব

রেকর্ড রুমের দায়িত্বে নিয়োজিত একজন সহকারী কমিশনারের তত্ত্বাবধানে রেকর্ড কিপার তাঁর অফিস স্টাফদের সহযোগিতায় পর্চা ডেলিভারি দেওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। উদ্যোক্তা আবেদনটি দাখিল করার পর এটি রেকর্ড রুম শাখার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী কমিশনার-এর একাউন্টে চলে যায়। সহকারী কমিশনার আবেদনটি পাওয়ার পর রেকর্ড রুমের স্টাফদের মধ্যে কর্মবণ্টন করে দেন। 'নকল নবিস' নামে পরিচিত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক আবেদন পত্র অনুযায়ী পর্চাটি প্রিন্ট করে স্বাক্ষর করেন। এরপর অফিস সহকারী পদের একজন 'তুলনাকারী' খতিয়ান বইয়ের সঙ্গে প্রিন্টকৃত পর্চাটি মিলিয়ে দেখে স্বাক্ষর করেন। অতঃপর 'যাচাইকারী' নামে পরিচিত অফিস সহকারী পুনরায় খতিয়ান বইয়ের সঙ্গে পর্চাটি মিলিয়ে স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে রেকর্ড কিপার

(সংস্থাপক) 'নিরীক্ষক' হিসেবে নিরীক্ষা করে পর্চাটিতে স্বাক্ষর করেন। সবশেষে রেকর্ড রুমের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহকারী কমিশনার পর্চাটিতে স্বাক্ষর করে ডেলিভারি কক্ষে প্রেরণ করেন। এখান থেকে পর্চাটি আবেদনকারীর চাহিদা মোতাবেক তার বাড়ির ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হয় (ম. জ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০)। আবার সংশ্লিষ্ট জেলার রেকর্ড রুমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পর্চা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারেও পাঠানো হয় এবং সেখান থেকে আবেদনকারী পর্চাটি সংগ্রহ করতে পারেন (আ. হানিফ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

ই-নামজারির আবেদনে অনুসরণকৃত প্রক্রিয়া

আবেদনকারীর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গমন

ই-নামজারির আবেদন করার জন্য গ্রামে বসবাসকারী একজন আবেদনকারী সর্বপ্রথম নিজ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যান। আবেদনকারীর কাছে আবেদন দাখিল করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য বা কাগজপত্র না থাকলে উদ্যোক্তার সহযোগিতায় কী কী তথ্য লাগবে সেটি তিনি জেনে নিতে পারেন। এভাবে গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে উদ্যোক্তার সহায়তায় অনলাইনের মাধ্যমে নামজারির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ক; Hasanuzzaman & Lomborg, 2019)। উল্লেখ্য যে, ই-নামজারির আবেদন দাখিলের জন্য সরকার 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন' (Web Based Application) তৈরি করেছে (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ২০১৯)। এ অ্যাপ্লিকেশনটি মূলত 'জমি' নামক জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 'www.land.gov.bd'-এর একটি অংশ। এর মাধ্যমে উদ্যোক্তা আবেদনটি সম্পন্ন করেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)।

ই-নামজারির আবেদন করার জন্য উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ স্ক্যানকরণ

ই-নামজারির আবেদন করার জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাকে আবেদনকারী প্রদত্ত প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপকরণ স্ক্যান করতে হয়। কেননা আবেদনকারীকে তার আবেদনপত্রে ছবি ও স্বাক্ষরসহ বেশ কিছু কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হয়। এজন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা আবেদনকারীর ছবি, স্বাক্ষর ও অন্যান্য কাগজপত্র স্ক্যান করে পিডিএফ, জেপিজি বা পিএনজি ইমেজ আকারে তার কম্পিউটারে সংরক্ষণ করেন (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ২০১৯)।

টেবিল-৬: এক নজরে ই-নামজারির আবেদন করার জন্য স্ক্যানকৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ

- ১। আবেদনকারীর ছবি ও স্বাক্ষর
- ২। আবেদনকারী বিদেশে অবস্থান করলে বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে আবেদনকারীর পক্ষে যিনি আবেদনটি করবেন তার ছবি ও স্বাক্ষর
- ৩। জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্ম সনদপত্র
- ৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ নামজারি ও জমাভাগ বা জমা একত্রীকরণের খতিয়ান
- ৫। সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ খতিয়ানের ফটোকপি বা সার্টিফাইড কপি

- ৬। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ওয়ারিশ সনদপত্র (অনধিক ৩ মাসের মধ্যে ইস্যুকৃত)
- ৭। মূল দলিলের ফটোকপি বা সার্টিফাইড কপি
- ৮। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সর্বশেষ জরিপের পর থেকে বায়া বা পিট দলিল
- ৯। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলা
- ১০। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আদালতের রায় বা আদেশ ডিক্রির সার্টিফাইড কপি
- ১১। আদালতের রায় বা আদেশ বা ডিক্রি থাকলে আরজির সার্টিফাইড কপি
- ১২। জমির চৌহদ্দিসহ কলমি নকশা

উৎস: ভূমি সংস্কার বোর্ড, ২০১৮

ই-নামজারির জন্য আবেদন ফরম প্রাপ্তি

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার মাধ্যমে আবেদনকারী সহজেই ই-নামজারির আবেদন ফরম পেতে পারেন। উদ্যোক্তা তার কম্পিউটারের ব্রাউজার ওপেন করে অ্যাড্রেস বার-এ ‘www.land.gov.bd’ অ্যাড্রেসটি লিখে কী-বোর্ড থেকে ‘এন্টার’ বাটন প্রেস করে নতুন একটি পেজ পান। এখানে ‘জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো’ নামক অনলাইন প্ল্যাটফর্ম রয়েছে। প্ল্যাটফর্মটিতে ভূমি সংক্রান্ত সেবাগুলি পৃথক পৃথকভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে। অনলাইনে নামজারির আবেদন করার জন্য ‘অনলাইন ভূমিসেবার আবেদন’ অংশের ‘ই-নামজারি’ অপশনে ক্লিক করলে উদ্যোক্তা একটি নতুন পেজ পান। ই-নামজারির আবেদন করার জন্য উদ্যোক্তা ‘নামজারি আবেদনের জন্য ক্লিক করুন’ অংশে ক্লিক করলে নামজারি ফরমটি পাওয়া যায় (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ২০১৯)।

ই-নামজারির জন্য আবেদন ফরম পূরণ

আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাকে আবেদিত ভূমির তথ্য, নিজের তথ্য আবেদনকারীর তথ্য এবং রেকর্ডীয় মালিকের তথ্য প্রদান করে ই-নামজারির আবেদন ফরম পূরণ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আবেদিত ভূমির মালিকানার সূত্র অর্থাৎ আবেদনকারী কিভাবে ভূমির মালিকানা পেয়েছেন সেটি জানাতে হয়। উল্লেখ্য যে, আবেদনকারী ভূমিটির মালিকানা বিভিন্নভাবে পেতে পারেন। আবেদন ফরমটিতেও মালিকানার বিভিন্ন উৎসের উল্লেখ রয়েছে, যেমন- ক্রয়, ওয়ারিশ, হেবা, ডিক্রি, নিলাম, বন্দোবস্ত ইত্যাদি। উদাহরণস্বরূপ, যদি আবেদনকারী ক্রয়সূত্রে ভূমির মালিকানা পেয়ে থাকেন, সেক্ষেত্রে ‘ক্রয়’ অপশনটির বাম পাশের চেকবক্সে ক্লিক করতে হবে। এরপর আবেদিত ভূমির তথ্য প্রদান করার জন্য উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর কাছ থেকে অবগত হয়ে ড্রপডাউন মেনু থেকে বিভাগ, জেলা, উপজেলা, মৌজা, খতিয়ানের ধরণ (সিএস বা ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে, এসএ বা স্টেট একুইজিশন, আরএস বা রিভিশনাল সার্ভে, মহানগর, দিয়ারা ইত্যাদি), খতিয়ান নম্বর, দাগ নম্বর, ভূমির পরিমাণ নির্বাচন করেন বা প্রয়োজনে লিখেন। ভূমির তথ্যের ক্ষেত্রে ফরমটিতে আরো কিছু তথ্য উল্লেখ করা যায়, যেমন- দলিল নম্বর, দলিল সম্পাদনের তারিখ, সাব রেজিস্ট্রার অফিসের নাম ইত্যাদি (স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

ই-নামজারির ফরমটিতে রেকর্ডীয় মালিকের (অর্থাৎ ভূমিটি বর্তমানে যার নামে রেকর্ড করা আছে) বর্ণনা আবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হয়। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা আবেদনকারীর কাছ থেকে জেনে রেকর্ডীয় মালিকের নাম, তার পিতা বা স্বামীর নাম এবং ঠিকানা লিখেন।

রেকর্ডীয় মালিকের সংখ্যা একাধিক হলে ‘আরও’ অংশে ক্লিক করে তাদের নাম ও ঠিকানা উল্লেখ করা যায়। উল্লেখ্য যে, উদ্যোক্তা একটি আবেদন ফরমেই এক বা একাধিক আবেদনকারীর তথ্য সন্নিবেশ করতে পারেন। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, পূর্ণ ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ন্যাশনাল আইডি বা পাসপোর্ট বা জন্ম নিবন্ধন নম্বর এবং ই-মেইল আইডি প্রদান করতে হয়। তবে ন্যাশনাল আইডি এবং ই-মেইল আইডি প্রদান বাধ্যতামূলক নয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক স্ক্যানকৃত এবং তার কম্পিউটারে সংরক্ষিত আবেদনকারীর ছবি ও স্বাক্ষর ফরমটিতে সংযুক্ত করতে হয়। আবেদনকারী একাধিক হলে ‘আরও’ বাটনে ক্লিক করে একাধিক আবেদনকারী সংযুক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে প্রথম আবেদনকারীর ন্যায় তথ্য, ছবি এবং স্বাক্ষর আপলোড করতে হয়। অতঃপর যার বা যাদের নাম থেকে রেকর্ডটি কর্তন হবে আবশ্যিকভাবে তার বা তাদের নাম, পিতা বা স্বামীর নাম, পূর্ণ ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হয় (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

ই-নামজারি ফরমে তথ্য প্রদান করার জন্য প্রদত্ত কিছু ঘরকে লাল সার্কেল দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। তথ্যগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং ঘরগুলি অবশ্য পূরণীয় বোঝাতে লাল সার্কেল দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। আবেদিত ভূমির তথ্য, আবেদনকারীর তথ্য (ন্যাশনাল আইডি এবং ই-মেইল আইডি ব্যতীত), রেকর্ডীয় মালিক বা যাদের নাম থেকে রেকর্ডটি কর্তন হবে তাদের তথ্য প্রদান করার ঘরগুলি লাল চিহ্নিত অর্থাৎ অবশ্য পূরণীয় (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদনের সুযোগ

ই-নামজারির জন্য তৈরিকৃত ‘ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন’টিতে (Web Based Application) প্রতিনিধির মাধ্যমেও আবেদন করার সুযোগ রয়েছে। কোনো কারণে আবেদনকারী বা আবেদনকারীগণ বিদেশে অবস্থান করলে বা অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে নির্ধারিত চেক বক্সে (‘আবেদনকারী নিজে না হয়ে প্রতিনিধি হলে এখানে ক্লিক করুন’) ক্লিক করে প্রতিনিধির তথ্য প্রদান করার মাধ্যমে আবেদন করা যায় (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ২০১৮)।

স্ক্যানকৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ আপলোডকরণ

উদ্যোক্তাকে আবেদনের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র একটি একটি করে আপলোড করতে হয়। এক্ষেত্রে ‘কাগজপত্রের স্ক্যান কপি সংযুক্তি’ অংশে আপলোড করার বিধান রয়েছে। উদ্যোক্তা তার কম্পিউটারে পূর্বেই সংরক্ষিত কাগজপত্রের স্ক্যান কপি আপলোড করেন। উদ্যোক্তা আবেদনকারীর কাছ থেকে জেনে নেন আবেদনটি জরুরী কিনা যেমন- বিদেশ গমন বা হজ্জ ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত কিনা। এক্ষেত্রে ‘জরুরী কিনা’ চেক বক্সে ক্লিক করতে হয়। সবশেষে উদ্যোক্তা আবেদনটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একবার যাচাই করে নেন (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

ই-নামজারির জন্য আবেদন প্রেরণ বা দাখিল করা

ই-নামজারির আবেদন প্রেরণের জন্য সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে আবেদনটি প্রেরণ বা সম্পন্ন করার জন্য ‘দাখিল’ বাটনে ক্লিক করতে হয়। আবেদনটি সঠিকভাবে দাখিল হয়ে থাকলে আবেদনের একটি খসড়া প্রিভিউ দেখা যাবে। উক্ত প্রিভিউ-এর

নীচের দিকে চেক বক্সে টিক চিহ্ন দিয়ে নিশ্চিত করে 'দাখিল' বাটনে ক্লিক করতে হয়। এরপর আবেদন নম্বর সম্বলিত 'দাখিল সম্পন্ন হয়েছে' এই মর্মে একটি বার্তা প্রদর্শিত হয়। এখানে প্রদর্শিত নম্বরটি হল আবেদনের সিরিয়াল নম্বর। এটি দিয়ে পরবর্তীতে আবেদনকারী তার আবেদনটি কোন পর্যায়ে রয়েছে তা ট্র্যাকিং বা অনুসন্ধান করতে পারেন। আবেদনকারী তার আবেদনটি উদ্যোক্তার সহায়তায় 'প্রিন্ট' অপশন থেকে প্রিন্ট করারও সুযোগ পান। অধিকন্তু উদ্যোক্তা 'সংরক্ষণ' অপশনে গিয়ে তার কম্পিউটারে আবেদনটি সংরক্ষণ করতে পারেন (স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

আবেদন ফরম সংশোধন

উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক আবেদনটির প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত আবেদনকারী উদ্যোক্তার মাধ্যমে সেটি সংশোধন করতে পারেন। আবেদনকারী আবেদনটি দাখিল করার পর যদি মনে করেন যে তিনি তথ্য প্রদানে কিছু অনাকাঙ্ক্ষিত ভুল করেছেন সেক্ষেত্রে তিনি 'জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো'র ট্র্যাকিং অপশনে গিয়ে আবেদনটি কোন পর্যায়ে আছে অর্থাৎ আবেদনটি প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু হয়েছে কিনা সেটি জানতে পারেন। যদি আবেদনটি প্রক্রিয়াজাতকরণ শুরু না হয়ে থাকে তবে তিনি আবেদনটি সংশোধন করতে পারবেন। উল্লেখ্য যে, আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনকারীকে মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে যে নিশ্চয়তা বার্তা (কনফার্মেশন মেসেজ) প্রদান করা হয় সেখানে একটি ওটিপি অর্থাৎ 'ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড' দেওয়া হয়। এই 'ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড'-এর মাধ্যমে আবেদনকারী উদ্যোক্তার সহযোগিতায় পূর্বে দাখিলকৃত আবেদন ফরমটিতে প্রবেশ করে সেটি সংশোধন করতে পারেন (ক. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ০৬ জানুয়ারি, ২০২০)।

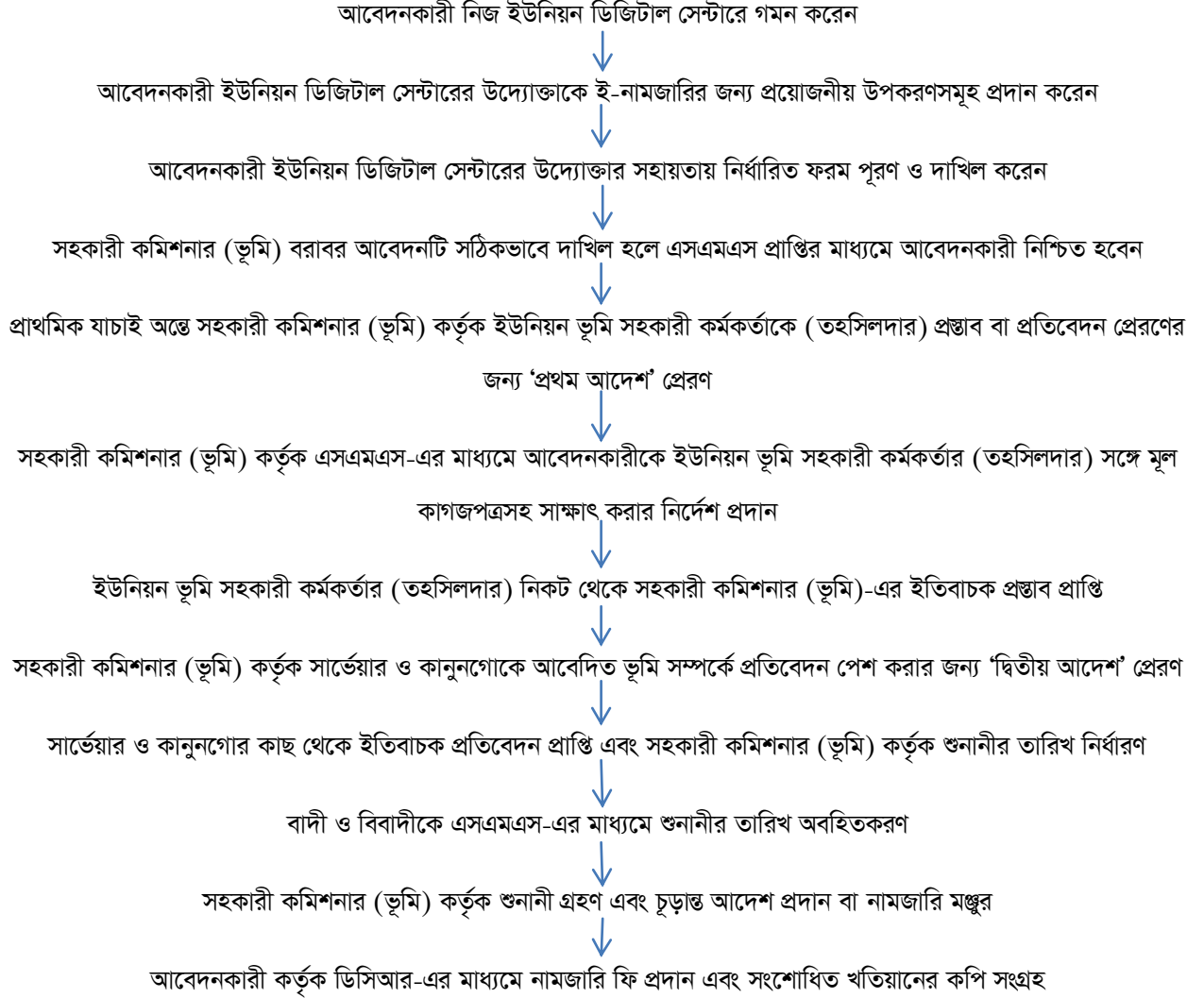
ই-নামজারির জন্য ফি প্রদান

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার সহায়তায় ই-নামজারির জন্য কোর্ট ফি প্রদানের সুযোগ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, ভিন্ন ভিন্ন উপজেলা ভূমি অফিস ভিন্ন ভিন্ন পেমেন্ট পদ্ধতি যেমন-বিকাশ, রকেট, সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে বা ভূমি অফিসে সরাসরি প্রদান নির্বাচন করে রাখতে পারে। যদি কোনো ভূমি অফিস বিকাশ বা রকেটের মাধ্যমে কোর্ট ফি প্রদান পদ্ধতি নির্বাচন করে রাখা সেক্ষেত্রে আবেদনকারী উদ্যোক্তার মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ২০ টাকা কোর্ট ফি প্রদান করতে পারেন (ম. ম. শান্ত, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ০৫ জানুয়ারি, ২০২০)। আবার কোনো কোনো উপজেলা ভূমি অফিস ম্যানুয়ালী কোর্ট ফি সংগ্রহ করে থাকে। এ বিষয়ে আবেদনকারী উদ্যোক্তার কাছ থেকে অবহিত হয়ে ম্যানুয়ালী কোর্ট ফি প্রদান করতে পারেন (ম. ক. হ. সোহেল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ০৮ মার্চ ২০২০; এ. কে. এম. ফয়সাল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ১৯ মার্চ, ২০২০)।

আবেদনকারীকে অবহিতকরণ: স্বচ্ছতা

বর্তমান পদ্ধতিতে আবেদন দাখিলের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের সুযোগ বিদ্যমান। মূলত ই-নামজারির জন্য নির্মিত 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টির (Web Based Application) অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আবেদনকারীকে অবহিতকরণ। আবেদনটি সঠিকভাবে দাখিল করা হলে আবেদনকারীর মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে সেটি নিশ্চিত করা হয় এবং আবেদন নম্বরটিও প্রদান করা হয়। এর ফলে আবেদনকারী তার আবেদনটি সঠিকভাবে প্রেরিত হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারেন (ভূমি সংস্কার বোর্ড, ২০১৯)।

প্রবাহ চিত্র-২: ই-নামজারির পদ্ধতি



উৎস: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯ঙ

আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়া

আবেদনকারী স্বপ্রণোদিত হয়ে তার আবেদনটি বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে সেটি জানতে পারেন। 'জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো' নামক অনলাইন প্ল্যাটফর্মের 'অনলাইন ভূমিসেবার আবেদন' অংশের 'ট্র্যাকিং' অপশন থেকে আবেদনকৃত নামজারির সর্বশেষ অবস্থা ট্র্যাকিং বা অনুসন্ধান করা যায়। এর মাধ্যমে আবেদনকারী তাঁর আবেদনটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে অর্থাৎ নামজারি প্রক্রিয়ার অগ্রগতি জানতে পারেন। উল্লেখ্য যে, আবেদন দাখিল সম্পন্ন হওয়ার পর আবেদনকারীকে প্রদত্ত আবেদন নম্বর বা ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানা যায় (ম. ম. শান্ত, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ০৫ জানুয়ারি, ২০২০)।

ই-নামজারিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের কার্যক্রম

ই-নামজারির জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিসের কার্যক্রম তিনটি অর্ডার বা আদেশের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যেমন-

ক) ফাস্ট অর্ডার বা প্রথম আদেশ: ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে (তহসিলদার) প্রস্তাব বা প্রতিবেদন পাঠানোর আদেশ

ফাস্ট অর্ডার বা প্রথম আদেশটি মূলত সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে (তহসিলদার) সংশ্লিষ্ট ই-নামজারির আবেদনের বিষয়ে প্রস্তাব বা প্রতিবেদন পাঠানোর আদেশ। অনলাইনের মাধ্যমে নামজারির জন্য আবেদন পাওয়ার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সেটি প্রাথমিকভাবে যাচাই করেন। অর্থাৎ আবেদনকারী আবেদনপত্রে যে সব তথ্য প্রদান করেছেন সেগুলি সঠিক কিনা সেটি নিরীক্ষা করেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)। যদি সঠিক হয়, তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) অনলাইনের মাধ্যমে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাকে (তহসিলদার) 'প্রথম আদেশ' দেন আবেদনটির ব্যাপারে প্রস্তাব বা প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)। উল্লেখ্য যে, আবেদনটি ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার (তহসিলদার) নিকট পাঠানোর বিষয়টি আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হয়। অধিকন্তু আবেদনকারীকে উক্ত এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদন পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত কাগজপত্রের মূল কপি নিয়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার (তহসিলদার) সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। অপরদিকে আবেদনপত্রে প্রদানকৃত তথ্য সঠিক না হলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবেদনটি বাতিল করেন। আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে বাতিল হওয়ার বিষয়টি অবহিত করা হয় (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)।

খ) সেকেন্ড অর্ডার বা দ্বিতীয় আদেশ: সার্ভেয়ার ও কানুনগোকে প্রতিবেদন পাঠানোর আদেশ এবং শুনানীর তারিখ নির্ধারণ

ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার (তহসিলদার) নিকট থেকে ইতিবাচক প্রস্তাব বা প্রতিবেদন পাওয়ার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) সার্ভেয়ার ও কানুনগো বরাবর সেকেন্ড অর্ডার বা দ্বিতীয় আদেশ দেন আবেদিত ভূমি সম্পর্কে প্রতিবেদন পেশ করার জন্য। সার্ভেয়ার ও কানুনগোর কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিবেদন পাওয়ার পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) শুনানীর তারিখ নির্ধারণ করেন। শুনানীর তারিখটি বাদী ও বিবাদীকে অর্থাৎ আবেদনকারী এবং যার নামে বর্তমানে ভূমিটি রেকর্ডকৃত রয়েছে তাদেরকে এসএমএস-এর মাধ্যমে অবহিত করা হয় (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)।

গ) ফাইনাল অর্ডার বা চূড়ান্ত আদেশ: নামজারি মঞ্জুর

শুনানীর দিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ই-নামজারির জন্য ফাইনাল অর্ডার বা চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেন। এই দিন সহকারী কমিশনার (ভূমি) সকল প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এবং বাদী ও বিবাদীর কাছ থেকে মৌখিকভাবে শুনে নামজারির জন্য চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করেন এবং আদেশপত্রটি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ; গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)। নামজারি মঞ্জুর হওয়ার পর আবেদনকারীকে ডিসিআর-এর মাধ্যমে নামজারি ফি ১১৫০ টাকা প্রদান করতে হয়। আবেদনকারী ডিসিআর সঙ্গে নিয়ে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে সংশোধিত খতিয়ানের কপি সংগ্রহ করেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯গ)। উল্লেখ্য যে, আবেদন দাখিলের পর থেকে নামজারি মঞ্জুরের চূড়ান্ত আদেশ পর্যন্ত যেকোনো সময়ে আবেদনকারী ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে তার আবেদনটি কোন অবস্থায় আছে সেটি জানতে পারেন। এক্ষেত্রে গ্রামে বসবাসকারী

একজন আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার সহযোগিতায় অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন (ম. ম. শান্ত, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ০৫ জানুয়ারি, ২০২০; ক. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ০৬ জানুয়ারি, ২০২০)।

উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায় শেষে প্রতীয়মান যে, বাংলাদেশের গ্রামে বসবাসকারী জনগণকে কম সময়, কম অর্থ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমিসহ বিভিন্ন ই-সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার পরিচালিত হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তার টিকে থাকার সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গঠন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি গ্রামের জনগণকে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন' (Web Based Application)-এর মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন করতে সহযোগিতা করেছে। একইভাবে এটি 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন' (Web Based Application)-এর সহায়তায় অনলাইনের মাধ্যমে গ্রামের জনগণের ই-নামজারির আবেদন দাখিল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

অধ্যায়-৪: ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ

ভূমিকা:

বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ব্যবস্থাপনার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি সেবায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা। বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য দুটি নিয়ামক রয়েছে। প্রথম নিয়ামকটি হচ্ছে আবেদন প্রেরণের পর আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত করা। সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস এ দায়িত্বটি পালন করে থাকে। স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের দ্বিতীয় নিয়ামকটি হচ্ছে আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়া (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯খ)। আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পাঠা উত্তোলন পদ্ধতি এবং ই-নামজারি সেবার আবেদন দাখিল প্রক্রিয়াটি কতখানি স্বচ্ছতার সঙ্গে সম্পন্ন হচ্ছে সেটি বিশ্লেষণ করা। অধ্যায়টিতে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের নিয়ামক দুটি তথা এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিতকরণ এবং আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কতখানি ভূমিকা পালন করছে সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিতকরণ

আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষিত-অশিক্ষিত এবং উঁচু-নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণ অশিক্ষিত ও নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণের তুলনায় ভূমি সেবা সংক্রান্ত এসএমএস প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বচ্ছ ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন। মূলত ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রেরিত এসএমএস-এর কার্যকারিতা নির্ভর করছে জনগণের শিক্ষার উপর। শিক্ষিত আবেদনকারীরা এসএমএস পড়ে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু অশিক্ষিত আবেদনকারীদের পক্ষে এসএমএস পড়া সম্ভব হয় না এবং তারা তদানুযায়ী পদক্ষেপও গ্রহণ করতে পারেন না। আবার উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীরা উদ্যোক্তার কাছ থেকে অধিক গুরুত্ব পান বিধায় আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করতে পারেন এবং ফলশ্রুতিতে তারা এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগও পান। অপরদিকে উদ্যোক্তার আচরণগত বৈষম্য ও অর্থলিপ্সার কারণে নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীরা আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করতে পারেন না এবং ফলস্বরূপ তারা এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। অধিকন্তু উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীরা দালালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করে আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করেন এবং তারা এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ পান। কিন্তু নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীরা দালালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে আবেদন ফরমে দালালের মোবাইল নম্বর প্রদান করেন বলে এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ হারান। এসব বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

জনগণের শিক্ষার উপর এসএমএস-এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের নির্ভরশীলতা:

ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএস-এর মাধ্যমে সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করে জনগণের শিক্ষার উপর। ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করার পর সংশ্লিষ্ট জেলার রেকর্ড রুম থেকে আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনটি গৃহীত হওয়া সম্পর্কে এবং পর্চাটির ডেলিভারি কতো দিনের মধ্যে হবে সেটি জানানো হয় (আ. হানিফ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। আবার অনলাইনের মাধ্যমে ই-নামজারির আবেদন করার পর উপজেলা ভূমি অফিস আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত করে (প্রথম আলো, ২০১৯খ)। শিক্ষিত আবেদনকারী এসএমএস পড়তে পারেন। শিক্ষিত আবেদনকারী তার মোবাইলে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএসটি পড়ে আবেদনের অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে সক্ষম। তিনি উক্ত এসএমএসটি পড়ে তার আবেদনটি সঠিকভাবে প্রেরিত হয়েছে কিনা ও আবেদনটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে সে সম্পর্কে অবগত হতে পারেন এবং তদানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন (ক. আহমদ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

কেস স্টাডি-১

জনাব আবুল কালাম একজন শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ১২ শতক জমির ই-নামজারির জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে আবেদন করেন। আবুল কালাম তার আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। ই-নামজারি প্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে তিনি এসএমএস পেয়েছেন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। তিনি সর্ব প্রথম অনলাইনে আবেদনটি দাখিলের পর 'আবেদনটি সঠিকভাবে প্রেরিত হয়েছে'- এ মর্মে একটি নিশ্চায়ক বা কনফার্মেশন এসএমএস পান। এরপর উপজেলা ভূমি অফিস থেকে তার আবেদনটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পাঠানো হয় আবেদন সম্পর্কে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য। একই সঙ্গে আবুল কালামকে এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলা হয়। আবুল কালাম তদানুযায়ী কাজ করেন। অধিকন্তু আবুল কালামকে শুনানীর তারিখও এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো হয়। আবুল কালাম এসএমএস-এ উল্লিখিত তারিখে শুনানীর জন্য উপজেলা ভূমি অফিসে উপস্থিত হন।

উৎস: আ. কালাম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০

অপরদিকে অশিক্ষিত আবেদনকারী এসএমএস পড়তে পারেন না বলে উক্ত এসএমএস-এর মাধ্যমে জানানো আবেদনের অবস্থাও অবহিত হতে পারেন না। অশিক্ষিত আবেদনকারী আবেদন দাখিল করার পর বা ফি প্রদানের পর সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস কর্তৃক প্রেরিত নিশ্চায়ক বা কনফার্মেশন এসএমএস এবং আবেদনটি কোন পর্যায়ে আছে সেটি জানিয়ে প্রেরিত এসএমএস-এর যথার্থ ব্যবহার করতে পারেন না (ন. মগল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; ম. জসিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। কারণ অশিক্ষিত আবেদনকারীর পক্ষে মোবাইলে প্রেরিত এসএমএস পড়া সম্ভব হয় না। এ ধরনের আবেদনকারী শুধু কল রিসিভ করতে সক্ষম (জ. আ. জলি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস আবেদনের অবস্থা জানিয়ে এসএমএস প্রেরণ করলেও তিনি শিক্ষার অভাবে উক্ত বিষয়ে অবগত হতে পারেন না। ফলশ্রুতিতে উক্ত এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রেরিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করাও সম্ভব হয় না (ম. রহমান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ১৮ মার্চ, ২০২০)।

কেস স্টাডি-২

জনাব রমেশ রায় একজন অশিক্ষিত আবেদনকারী। তিনি তার ১২ শতাংশ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করেন। তিনি উক্ত আবেদন ফরমে উদ্যোক্তার সহায়তায় ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। রমেশ রায় তার মোবাইল নম্বর স্কুল পড়ুয়া নাতির মাধ্যমে কাগজে লিখিয়ে নিজের সঙ্গে রাখেন। সেখান থেকে উদ্যোক্তা মোবাইল নম্বরটি নিয়ে আবেদন ফরমে সংযুক্ত করেছেন। রমেশ রায় শুধু কল রিসিভ করতে পারেন। কাউকে কল করার প্রয়োজন হলে তিনি স্কুল পড়ুয়া নাতির সহযোগিতা গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন সংক্রান্ত এসএমএস তার মোবাইলে এসেছে কিনা সে ব্যাপারে তিনি অবহিত নন। মূলত তিনি পড়তে পারেন না বলে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কেও উদাসীন।

উৎস: র. রায়, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০

উদ্যোক্তার আচরণগত বৈষম্যের কারণে আবেদনকারীদের মধ্যে এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগের ভিন্নতা:

উদ্যোক্তার আচরণগত বৈষম্যের কারণে আবেদনকারীদের মধ্যে ভূমি সেবা সংক্রান্ত এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উদ্যোক্তা উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীদের অধিক গুরুত্ব প্রদান করে আবেদন ফরমে তাদের মোবাইল নম্বর প্রদান করেন বলে তারা নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ পান। উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে সমীহ করে আবেদনকারীর উপস্থিতিতেই উদ্যোক্তা আবেদন ফরম পূরণ করে দাখিল করছেন। এজন্য উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী নিজের মোবাইল নম্বর প্রদান করার সুযোগ পাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে তিনি আবেদন সম্পর্কে এসএমএস-ও পাচ্ছেন (ম. কাফি, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। অপরদিকে নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গেলে উদ্যোক্তা তাকে কম গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ানের অনুলিপি তথা পর্চা উত্তোলন অথবা ই-নামজারির আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিজের কাছে রেখে দিচ্ছেন এবং পরবর্তীতে আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে আবেদন সম্পন্ন করছেন। ফলে আবেদনকারী জানতে পারছেন না যে আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করতে হয়। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তা আবেদন ফরমে নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর পরিবর্তে নিজের মোবাইল নম্বর প্রদান করছেন যার কারণে উক্ত আবেদনকারী এসএমএস পাচ্ছেন না (র. মিয়া, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)।

কেস স্টাডি-৩

মোহাম্মদ ইলিয়াস একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি বসত বাড়ির ২৫ শতাংশ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গমন করলে উদ্যোক্তা তাকে সমীহপূর্বক সামনাসামনি আবেদন ফরম পূরণ করেন। ফলশ্রুতিতে মোহাম্মদ ইলিয়াস আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদানের সুযোগ পান। এমতাবস্থায় তিনি আবেদন দাখিল সম্পন্ন হওয়ার পর রেকর্ড রুম থেকে ট্র্যাকিং নম্বর জানিয়ে এসএমএস পেয়েছেন। অধিকন্তু মোহাম্মদ ইলিয়াস রেকর্ড রুম কর্তৃক আবেদনটির উপর কাজ শুরু হওয়ার পর ডেলিভারি সংক্রান্ত এসএমএস-ও পেয়েছেন। অপরদিকে জনাব আব্দুল লতিফ স্থানীয় বাজারের একজন সবজি বিক্রেতা। তিনি ৪ শতাংশ কৃষি ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গমন করেন। উদ্যোক্তা

আব্দুল লতিফের কাছ থেকে পর্চা উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বুঝে নেন। উদ্যোক্তা আবেদন সম্পন্ন করার সময় আব্দুল লতিফের উপস্থিত থাকার প্রয়োজন নেই বলে উল্লেখ করে তাকে চলে যেতে বলেন। এমতাবস্থায় আব্দুল লতিফ আবেদন ফরম দেখার সুযোগ পান নি এবং সেখানে মোবাইল নম্বর প্রদানের নিয়ম সম্পর্কেও অবহিত হন নি। উদ্যোক্তা আব্দুল লতিফের অনুপস্থিতিতে আবেদন ফরমে নিজের মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। ফলে আব্দুল লতিফ আবেদন দাখিলের কনফার্মেশন এসএমএস বা ডেলিভারি সংক্রান্ত কোনো এসএমএস পান নি।

উৎস: ম. ইলিয়াস, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; আ. লতিফ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০

মূলত সরকার নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অধিক অর্থ আদায় করার জন্য উদ্যোক্তা অনেক সময় নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। উদ্যোক্তার মোবাইল নম্বর প্রদানের ফলে ভূমি অফিস থেকে আবেদন সম্পর্কে প্রেরিত সব ধরনের এসএমএস উদ্যোক্তার মোবাইলে আসে। ফলে আবেদনকারী সম্পূর্ণরূপে উদ্যোক্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন কাঙ্ক্ষিত সেবা সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার জন্য। কেননা আবেদন দাখিলের পর আবেদনকারীর কাছে আর কোনো তথ্য থাকে না এবং শুধু উদ্যোক্তা আবেদনটির অবস্থা জানতে পারেন ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএস-এর প্রেক্ষিতে। এ ধরনের অতি মাত্রার নির্ভরশীলতার কারণে উদ্যোক্তা উক্ত নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে আবেদনের অবস্থা জেনে দ্রুত সেবাটি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ভূমি অফিসের নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ দাবি করেন। ফলশ্রুতিতে আবেদনকারীও দাবিকৃত অর্থ প্রদান করতে সম্মত হন (ম. ই. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)।

নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি'র অধিক অর্থ আদায়ের পেছনে কম উদ্যোক্তা ফি দায়ী। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার রেকর্ড রুম উদ্যোক্তা ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে। পর্চা উত্তোলনের জন্য জেলাভেদে নির্ধারিত উদ্যোক্তা ফি ২৫-৫০ টাকা (ম. জ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০; আ. হানিফ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলনের আবেদন করার ফলে জনগণের সঙ্গে রেকর্ড রুমের সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ নেই (ম. ম. উদ্দিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। ফলে পর্চা ডেলিভারি পেতে বিলম্ব হলে জনগণ উদ্যোক্তার কাছে আবেদনের অবস্থা জানতে চায় (প্রথম আলো, ২০১৯ক)। সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমের সঙ্গে ফোনে বা সশরীরে যোগাযোগ করেন যেটি সময় ও অর্থ ব্যয় সাপেক্ষ। অধিকন্তু রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাকে আবেদনের অবস্থা সচল ও উন্নত করা তথা পর্চার ডেলিভারি নিশ্চিত করতে হয়। এমতাবস্থায় খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার জন্য নির্ধারিত উদ্যোক্তা ফি'কে উদ্যোক্তাগণ পর্যাণ্ড মনে করেন না। ফলে উদ্যোক্তা নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর কাছ থেকে নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ আদায় করেন (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. চ. মঞ্জল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

দালালের উপর নির্ভর করে একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে প্রেরিত আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগের ভিন্নতা:

দালালের উপর নির্ভর করে একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবার জন্য প্রেরিত আবেদনের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। উঁচু ও নিঁচু উভয় আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণের মধ্যে দালালের মাধ্যমে আবেদন করার প্রবণতা রয়েছে। উক্ত দালাল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার মাধ্যমে কাজিত সেবার জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন সম্পন্ন করেন। আবেদনকারীদের মধ্যে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান থাকায় তাদের এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগও অসম। মূলত ধনী আবেদনকারী দালালের মাধ্যমে আবেদন করলেও আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। এমতাবস্থায় তারা এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ পাচ্ছেন (ম. ওয়ালিদ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। অপরদিকে দরিদ্র আবেদনকারী দালালের মাধ্যমে আবেদন করলে সেখানে দালালের মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। ফলে এ ধরনের আবেদনকারী এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন (আ. আহমেদ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী দালালের উপর নির্ভরশীলতার মাত্রা কম-বেশি হওয়ায় আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদানের ক্ষেত্রে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মূলত আর্থ-সামাজিকভাবে উঁচু অবস্থানের আবেদনকারী দালালের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করেন না। ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হলে বা কোনো জটিলতা দেখা দিলে তারা সরাসরি ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম। তাই ধনী আবেদনকারী দালালের হাতে পুরো কর্তৃত্ব প্রদান করতে চান না। এমতাবস্থায় তারা দালালের সাহায্য নিয়ে আবেদন করলেও আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করেন (ম. মশিউর, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)। অপরদিকে দরিদ্র আবেদনকারী তার নিরীহ অবস্থানের কারণে দালালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করেন। তারা ভূমির পরিমাপ থেকে শুরু করে আবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় দালালের দ্বারস্থ হয়ে নিশ্চিত থাকার চেষ্টা করেন। এ ধরনের আবেদনকারীর পক্ষে দালাল ছাড়া সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে তারা আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করার সাহস পান না এবং দালালের মোবাইল নম্বর প্রদান করেন (ম. জয়নাল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

কেস স্টাডি-৪

জনাব মাহফুজুর রহমান একজন উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ব্যক্তি। তিনি তার ক্রয়কৃত ১০ শতাংশ ভূমির ই-নামজারির জন্য দালালের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করেছেন। তিনি ই-নামজারির আবেদন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা কম থাকায় একজন দলিল লেখক তথা দালালের সহায়তায় আবেদনটি সম্পন্ন করেন। দালালের সাহায্য নিয়ে আবেদন করলেও তিনি ভূমি অফিসের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের ক্ষমতা রাখেন। তাই তিনি দালালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর না করে আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করেছেন। অপরদিকে জনাব তোফাজ্জল মিয়া একজন নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ব্যক্তি। তিনিও দালালের মাধ্যমে ৫ শতাংশ ভূমির ই-নামজারির জন্য একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করেন। তোফাজ্জল মিয়া মনে করেন আবেদন করার পর সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো বামেলা হলে তিনি দালালের সাহায্য ছাড়া ভূমি অফিসে গিয়ে সেটি সমাধান করতে পারবেন না। তাই তিনি আবেদন ফরমে দালালের মোবাইল নম্বর প্রদান করার অনুমতি দিয়ে নিশ্চিত থাকতে চেয়েছেন।

উৎস: ম. রহমান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; ত. মিয়া, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০

এভাবে নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী দালালের উপর নির্ভর করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবার জন্য প্রেরিত আবেদনে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করা থেকে বিরত থাকেন বলে এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। ফলে আবেদন সম্পর্কে ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএস দালালের মোবাইলে আসে এবং দালাল সে অনুযায়ী সেবা প্রাপ্তির বিভিন্ন স্তরে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দালালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করায় উক্ত দালাল ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএস অনুযায়ী আবেদন দাখিল সম্পন্ন হওয়া থেকে শুরু করে কাজিত সেবাটি পাওয়া পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়াটি নিয়ন্ত্রণ করেন (ব. কবিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়া

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন' (Web Based Application) তৈরি করেছে যার মাধ্যমে আবেদনকারী স্বপ্রণোদিত হয়ে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানতে পারেন। কিন্তু ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন দাখিল করার পর আবেদনকারীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন না। মূলত শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কোনো শ্রেণীর আবেদনকারীই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদনের অবস্থা জানার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন না। অধিকন্তু উঁচু ও নিঁচু উভয় আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীদের মধ্যেও স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার উদ্যোগ গ্রহণের অভাব রয়েছে। মূলত প্রশাসন, ভূমি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রচারণার অভাবে সব শ্রেণীর আবেদনকারীর মধ্যে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে অনলাইনে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে অবগতির ঘাটতি রয়েছে। এরূপ অবস্থায় জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। জনগণ অনলাইন পদ্ধতিটি ব্যবহার না করে উদ্যোক্তা এবং দালালকে ফোন করে বা দেখা করে আবেদনের অবস্থা জানতে চায়। উদ্যোক্তা এবং দালালও অনলাইন বা ডিজিটাল পদ্ধতিটি ব্যবহার না করে ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে ফোন করে অথবা সশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদনের অবস্থা অবহিত হয়ে জনগণকে অবগত করেন। নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার বিষয়ে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত আবেদনকারীর অবগতির অভাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গমনে বিরত থাকা:

শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর আবেদনকারীই অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে অবগত নন যার ফলশ্রুতিতে তারা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আবেদনের অবস্থা জানার উদ্দেশ্যে গমন করা থেকে বিরত থাকেন। খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন প্রেরণের পর 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টিতে (Web Based Application) রশিদ বা ট্র্যাকিং নম্বরের ব্যবহারের মাধ্যমে আবেদনটি বর্তমানে কোন পর্যায়ে আছে সেটি জানা সম্ভব (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। কিন্তু আবেদনকারীরা জানেন না যে উদ্যোক্তার

সহযোগিতায় অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনটির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তথ্য পাওয়া সম্ভব। ফলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত উভয় শ্রেণীর আবেদনকারী স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গমন করা থেকে বিরত থাকেন (র. ইসলাম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ৮, ২০২০; ম. শহীদ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; খ. হাসান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; আ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

কেস স্টাডি-৫

মোহাম্মদ আলমগীর একজন স্নাতক পাশকৃত আবেদনকারী। তিনি লিফলেট দেখে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারেন। মোহাম্মদ আলমগীর বাড়ির নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন দাখিল করেন। কিন্তু তিনি অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না। ফলে তিনি স্বপ্রণোদিত হয়ে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টির (Web Based Application) মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার উদ্যোগ গ্রহণ করে উক্ত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যান নি। অপরদিকে খোকন মিয়া একজন অশিক্ষিত আবেদনকারী। তিনি প্রতিবেশীর কাছ থেকে অবহিত হয়ে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে আবেদন করেন। খোকন মিয়া আবেদন প্রেরণের পর অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে অবহিত নন। ফলে তিনিও স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যান নি।

উৎস: ম. আলমগীর, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; খ. মিয়া, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০

অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার জন্য উঁচু ও নিঁচু উভয় আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গমনে বিরত থাকা:

উঁচু ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আবেদনকারীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গমন করা থেকে বিরত থাকেন। উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে অবগত নন। অধিকন্তু তারা নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় উদ্যোক্তা এবং ভূমি অফিস থেকে অধিক গুরুত্ব পান বিধায় দ্রুত সেবা লাভ করেন। ফলে তারা 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টির (Web Based Application) ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার প্রয়োজন বোধ করেন না। আবার নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীও অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নন বলে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টির (Web Based Application) ব্যবহার করতে পারেন না। এমতাবস্থায় উঁচু ও নিঁচু উভয় আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীরা স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার উদ্যোগ গ্রহণ করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গমন করা থেকে বিরত থাকেন।

জনাব এহসান হাবিব একজন ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ১০ শতাংশ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করেন। তিনি অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নন। এছাড়া উদ্যোক্তা তার আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে গুরুত্বের সঙ্গে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে ৭ দিনের মধ্যে পর্চা প্রাপ্তির ব্যবস্থা করেন। ফলে এহসান হাবিব স্বপ্রণোদিত হয়ে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টির (Web Based Application) ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অপরদিকে জনাব আব্দুল লতিফ একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি ৭ শতাংশ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করেন। আবেদন দাখিলের পর এক মাস অতিবাহিত হলেও তিনি পর্চা হাতে পান নি। বর্তমানে তার আবেদনটি কোন পর্যায়ে আছে এ ব্যাপারে তিনি অবগত নন। আব্দুল লতিফ অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন নি। ফলে তিনিও 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টির (Web Based Application) ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছেন না।

উৎস: এ. হাবিব, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; আ. লতিফ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার বিষয়ে জনগণের অনবহিত থাকার কারণ:

ক) প্রশাসন এবং ভূমি অফিস কর্তৃক প্রচারণার অভাব

আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার বিষয়ে প্রশাসন এবং ভূমি অফিস কর্তৃক প্রচারণার অভাব রয়েছে। উপজেলা প্রশাসন এবং উপজেলা ভূমি অফিস অনলাইনের মাধ্যমে ই-নামজারি সেবার আবেদন এবং সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রচারণার জন্য জনগণের মধ্যে লিফলেট বিতরণ করেছে। কিন্তু বিতরণকৃত লিফলেটগুলিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টিতে (Web Based Application) ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে ই-নামজারি সেবার আবেদনের অবস্থা জানার পদ্ধতি সম্পর্কে উল্লেখ করা হয় নি (জ. আফরিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; এ. কে. এম. ফয়সাল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। একইভাবে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের নিমিত্তে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রচারণার জন্য জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসন বিলবোর্ড টাঙিয়েছে এবং লিফলেট বিতরণ করেছে। উক্ত বিলবোর্ড এবং লিফলেটেও পর্চা উত্তোলনের জন্য দাখিলকৃত আবেদনের অবস্থা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টি (Web Based Application) ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে জানার পদ্ধতি বর্ণনা করা হয় নি (ম. ম. উদ্দিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; জ. আফরিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. ই. মেহেদী, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ৩১, ২০২০)।

মূলত প্রশাসন এবং ভূমি অফিস সঠিক সময়ে তাদের দায়িত্ব পালন করতে না পারায় ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে প্রচারণা চালনা থেকে বিরত থাকে। ভূমি অফিসের জনবলের মধ্যে যথাসময়ে দায়িত্ব পালনে অলসতা রয়েছে।

যদি তারা ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করেন তবে তাদের জন্য সঠিক সময়ে দায়িত্ব পালন করা বাধ্যতামূলক হবে। ফলে তারা 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টিতে (Web Based Application) ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা থেকে বিরত থাকেন (অ. দ. নাথ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)। উল্লেখ্য যে, ই-নামজারির ক্ষেত্রে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সার্ভার দুর্বল হওয়ার কারণে অনেক সময় তিনি আবেদনকারীকে ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করতে ব্যর্থ হন। আবার ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা বা তহসিলদার যথাসময়ে ই-নামজারির তদন্ত সম্পূর্ণ করতে না পারলে অধিক সময় ব্যয় হয়। সেক্ষেত্রে যদি আবেদনকারী ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানতে চান, তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন। এমতাবস্থায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টিতে (Web Based Application) ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার পদ্ধতিটিকে উৎসাহিতকরণ এবং এ সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন (ম. ক. হ. সোহেল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

খ) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রচারণার অভাব

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রচারণার অভাব রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড মেম্বারদের মাধ্যমে জনসমাগমস্থল যেমন- হাট ও বাজারে প্রচারণা চালিয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রচারণায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টিতে (Web Based Application) ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। উল্লেখ্য যে, আবেদনের অবস্থা জানার বিষয়ে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানেরও ধারণার অভাব রয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হলেও জেলা প্রশাসন বা উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক তাদেরকে ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয় নি। এমতাবস্থায় ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত প্রচারণায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি (ন. সিংহ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; ম. সা. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. ম. ম.উদ্দিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; ম. ম. র. মামুন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

গ) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কর্তৃক প্রচারণার অভাব

অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে জনগণের অনবহিত থাকার অন্যতম কারণ উদ্যোক্তা কর্তৃক প্রচারণার অভাব। উল্লেখ্য যে, উদ্যোক্তা অনলাইনে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টিতে (Web Based Application) ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে অবহিত আছেন। কিন্তু উদ্যোক্তা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের এ বিষয়ে অবহিত করার আগ্রহ বোধ করেন না (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)। মূলত জনগণকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উদ্যোক্তা ফি নির্দিষ্ট করে না দেওয়ায় উদ্যোক্তা এ পদ্ধতিটি সম্পর্কে প্রচারণা চালানো থেকে

বিরত থাকেন। পর্চা উত্তোলনের জন্য উদ্যোক্তা আবেদনকারীর কাছ থেকে কতো টাকা ফি গ্রহণ করবেন সেটি সংশ্লিষ্ট জেলার রেকর্ড রুম নির্ধারণ করে দিলেও জনগণকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ করে দিলে উদ্যোক্তা ফি কতো হবে সেটি নির্ধারণ করে দেওয়া হয় নি। একইভাবে ই-নামজারির আবেদনের অবস্থা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে জানার জন্য উদ্যোক্তা ফি সম্পর্কে জেলা প্রশাসন, উপজেলা ভূমি অফিস বা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে কোনো নির্দেশনা প্রদান করা হয় নি। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তারা ফি ব্যতীত সময় ব্যয় করে জনগণকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার ব্যবস্থা করার আহ্বা বোধ করেন না। ফলশ্রুতিতে তারা বিষয়টি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা থেকে বিরত থাকেন (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়ার পরিবর্তে বর্তমানে অনুসরণকৃত পদ্ধতি:

আবেদনের অবস্থা জানার জন্য আবেদনকারী কর্তৃক উদ্যোক্তার সঙ্গে যোগাযোগ

মূলত আবেদনকারীরা আবেদনের অবস্থা জানার জন্য অনলাইন পদ্ধতি ব্যবহার না করে উদ্যোক্তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যেসব আবেদনকারী শুধু উদ্যোক্তার মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা তোলার জন্য আবেদন করেছেন তারা ফোন করে অথবা সশরীরে উদ্যোক্তার সঙ্গে দেখা করে আবেদনের অবস্থা জানতে চান। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা আবেদনকারীর কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে আবেদনের অবস্থা জানার ব্যবস্থা করেন। রেকর্ড রুমে যাতায়াত অথবা ফোনে যোগাযোগ বাবদ উদ্যোক্তা আবেদনকারীর কাছ থেকে ৫০০-৮০০ টাকা দাবি করেন (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)।

আবেদনের অবস্থা জানতে উদ্যোক্তা কর্তৃক ম্যানুয়াল পদ্ধতির ব্যবহার

উদ্যোক্তা নিজেও আবেদনের অবস্থা জানার জন্য ‘ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন’টি (Web Based Application) ব্যবহার করেন না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা প্রস্তুত করার প্রক্রিয়ায় আবেদনটি রেকর্ড রুমের বিভিন্ন ডেস্কে প্রেরিত হয়। ‘ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন’টিতে (Web Based Application) ট্র্যাকিং নম্বর প্রদান করে আবেদনের অবস্থা জানতে চাইলে আবেদনটি কার ডেস্কে আছে সে সংক্রান্ত বার্তা প্রদর্শিত হয়। কিন্তু উক্ত বার্তাটিতে পর্চাটি প্রস্তুত হতে আর কতো দিন সময় লাগবে সে সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকে না। ফলশ্রুতিতে উদ্যোক্তা ‘ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন’টির (Web Based Application) ‘আবেদনের অবস্থা জানার অপশন’টিকে কার্যকর মনে করেন না। এমতাবস্থায় আগামী কতো দিনের মধ্যে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চাটি প্রস্তুত হবে সেটি জানার জন্য উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমে ফোন করেন অথবা সশরীরে উপস্থিত হন (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

আবেদনের অবস্থা জানার জন্য আবেদনকারীর দালালের উপর নির্ভরতা এবং গৃহীত ব্যবস্থা

যেসব আবেদনকারী দলিল লেখক তথা দালালের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলন বা ই-নামজারির জন্য আবেদন করেছেন তারা দালালের কাছে আবেদনের অবস্থা জানতে চান। দালাল আবেদনের অবস্থা জানার জন্য আলাদা অর্থ দাবি করেন না। দালাল সেবাটি পাইয়ে দেওয়ার জন্য আবেদনকারীর সঙ্গে যে পরিমাণ অর্থে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন তার মধ্যে আবেদনের অবস্থা জানার খরচ অন্তর্ভুক্ত। দালাল বা দলিল লেখক সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসে ফোন করে আবেদনের অবস্থা জানার চেষ্টা করেন। এছাড়া তিনি নিজে ভূমি অফিসে গিয়েও আবেদনের অবস্থা জেনে আসেন (আ. করিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ২০, ২০২০; ব. কবিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; ম. বাবুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; ক. খ. ম.মিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

পরের অধ্যায়টিতে দেখা যায় যে, ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগে দক্ষতাসম্পন্ন এসব দালাল উদ্যোক্তার সঙ্গে ও লিয়াজু স্থাপন করেন। উক্ত অধ্যায়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে দালালদের সরব উপস্থিতির চিত্র ফুটে উঠেছে যেখানে তারা জনগণের কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে উদ্যোক্তার সঙ্গে ভাগাভাগি করেন। অধিকন্তু অধ্যায়টি দালালের উপর জনগণের অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতার কারণে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারি সেবার আবেদনের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন ব্যাহত হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেছে।

উপসংহার:

অধ্যায়-৪ শেষে বলা যায় যে, অশিক্ষিত ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণের তুলনায় শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক হারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষিত আবেদনকারী ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএস-এর সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত হয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারলেও অশিক্ষিত আবেদনকারীর পক্ষে এটি সম্ভব হয় না। আবার উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণ সর্বাবস্থায় তথা স্বতন্ত্রভাবে বা দালালের উপর নির্ভর করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করে ভূমি সেবা সংক্রান্ত এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ পান। কিন্তু নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী উদ্যোক্তার বৈষম্যমূলক আচরণ ও অর্থলিপ্সার কারণে এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। এছাড়া নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণ দালালের উপর নির্ভর করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করলে এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ হারান। অপরদিকে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের দ্বিতীয় নিয়ামকটি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, প্রচারণার অভাবে শিক্ষিত-অশিক্ষিত ও উঁচু-নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে গ্রামের জনগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। কিছু আবেদনকারী উদ্যোক্তাকে ফোন করে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়ার চেষ্টা করেন। অপরদিকে যেসব আবেদনকারী দালালের দ্বারস্থ হয়ে ভূমি সেবার আবেদন করেন তারা দালালের কাছেই আবেদনের অবস্থা জানতে চান। উদ্যোক্তা এবং দালাল ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভূমি অফিসে সরাসরি উপস্থিত হয়ে অথবা ফোনে যোগাযোগ করে আবেদনের অবস্থা অবহিত হয়ে আবেদনকারীকে জানান।

অধ্যায়-৫: ভূমি সেবা হয়রানিমুক্তকরণ

ভূমিকা

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জনগণ দালালের দৌরাত্যের কারণে হয়রানির শিকার হয়। আবার উক্ত পদ্ধতিতে ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জনগণের কাছ থেকে ঘুষ আদায়ের মাধ্যমে হয়রানি করেন। বাংলাদেশ সরকার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এসব হয়রানি দূর করতে চাচ্ছে (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯খ)। আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় ভূমি সেবা হয়রানিমুক্তকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা। অর্থাৎ অধ্যায়টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে ভূমি সেবা প্রদানের পদ্ধতিটি দালালের দৌরাত্য দূর করতে পেরেছে কিনা সেটি পর্যালোচনা করেছে। অধিকন্তু এ অধ্যায়ে জনগণ কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা গ্রহণের ফলে ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ বন্ধ হয়েছে কিনা সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দালালের দৌরাত্য দূরীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা গ্রহণের ফলে দালালের দৌরাত্য দূর হয় নি। মূলত দালালের প্রভাবশালী ভূমিকার কারণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলি ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। দলিল লেখকেরা এবং ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এরকম স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তির ভূমি সেবা পাইয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে দালাল হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। এসব দালাল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারেও পৌঁছে গিয়েছেন। দালাল তার কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করার জন্য জনগণের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থের একটা অংশ উদ্যোক্তাকে প্রদান করছেন। নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে দালালের উপস্থিতি:

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে দালালের নিয়মিত উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করা বাধ্যতামূলক বিধায় আবেদনকারীর পক্ষ থেকে অনলাইনে সংশ্লিষ্ট ভূমি সেবার আবেদন করার জন্য দালালেরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে উপস্থিত হন (ব. কবিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। দালালেরা ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির ক্ষেত্রে সেবা প্রার্থীর কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের সঙ্গে লিয়াজু স্থাপন করে সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করেন (Transparency International Bangladesh, 2015)।

দালালের পরিচয়

ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দালাল হিসেবে কাজ করেন সাধারণত দলিল লেখক এবং স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। সাব রেজিস্ট্রি অফিসে কর্মরত সরকারি লাইসেন্স প্রাপ্ত দলিল লেখকগণের উপজেলা ভূমি অফিস এবং রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় তারা সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত। এসব দলিল লেখকেরা অর্থের বিনিময়ে সাধারণ জনগণকে সেবা পাইয়ে

দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন (ক. খ. ম. মিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)। আবার স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি গ্রামের জনগণের ভূমি সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া সম্পর্কে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এবং সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে দালালের ভূমিকা গ্রহণ করেন। এ ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তি মূলত ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে সম্প্রতি প্রচুর ভূমি ক্রয় করেছেন এবং তাদের ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে (ব. কবিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

দালালের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের গৌণ ভূমিকা পালন:

দালালের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না। অনলাইনে ভূমি সেবার আবেদন দাখিল করা থেকে শুরু করে ডেলিভারি পর্যন্ত দালালের এরূপ প্রভাব লক্ষ্যণীয়। সাধারণত দালালেরা উদ্যোক্তার কাছে ৪-১০ টি করে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন ও ই-নামজারির আবেদন নিয়ে আসেন (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)। মূলত দালালেরা আবেদনকারীর কাছ থেকে পর্চা উত্তোলন বা ই-নামজারির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যান। এরপর আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য উদ্যোক্তার মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করেন। আবার যেসব জায়গায় রেকর্ড রুম থেকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে পর্চার ডেলিভারি দেওয়া হয় সেখানে দালাল উদ্যোক্তার কাছ থেকে পর্চা বুঝে নিয়ে প্রকৃত আবেদনকারীকে সরবরাহ করেন। দালালের এরূপ মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবের ফলে উদ্যোক্তার সঙ্গে আবেদনকারীর সাক্ষাৎ বা যোগাযোগ ব্যাহত হয়। অর্থাৎ দালালের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা গৌণ হয়ে যাচ্ছে (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

দালাল কর্তৃক আবেদনকারীর কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ উদ্যোক্তার সঙ্গে ভাগাভাগি:

দালাল আবেদনকারীর কাছ থেকে ভূমি সেবা পাইয়ে দেওয়ার পারিশ্রমিক হিসেবে যে অর্থ আদায় করেন সেটি তিনি উদ্যোক্তার সঙ্গে ভাগাভাগি করেন। খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য দালাল আবেদনকারীর কাছ থেকে ৮০০-১২০০ টাকা নেন। এখান থেকে দালাল উদ্যোক্তাকে পর্চা প্রতি ৪০০-৫০০ টাকা দেন (ম. বাবুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)। আবার ই-নামজারির জন্য দালাল আবেদনকারীর কাছ থেকে ১০,০০০-৫০,০০০ টাকা আদায় করেন। এক্ষেত্রে দালাল সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাকে আবেদন বাবদ ১০০-২০০ টাকা প্রদান করেন। যেহেতু খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার মাধ্যমে আবেদন করা আবশ্যিক সেহেতু দালাল উদ্যোক্তাকে আবেদনকারীর কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থের একটা বড় অংশ প্রদান করেন। কিন্তু ই-নামজারির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তার মাধ্যমে আবেদন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই বলে দালাল তাকে শুধু আবেদন ফি বাবদ সামান্য অর্থ প্রদান করেন (ক. খ. ম. মিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

কেস স্টাডি-৭

জনাব আব্দুল করিম একজন দলিল লেখক। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর যাবত এ পেশার সঙ্গে জড়িত। তিনি ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন করার সুযোগ সম্পর্কে অবগত। দীর্ঘদিন ধরে দলিল লেখার কাজে নিয়োজিত থাকার সুবাদে রেকর্ড রুম, উপজেলা ভূমি অফিস এবং ইউনিয়ন ভূমি

অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে আব্দুল করিমের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ফলে তিনি জনগণকে পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারি সেবা পাইয়ে দেওয়ার জন্য দালাল হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন। আব্দুল করিম প্রতিটি পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদনকারীর কাছ থেকে ১০০০ টাকা আদায় করেন। তিনি আদায়কৃত অর্থ থেকে ৪০০ টাকা উদ্যোক্তাকে প্রদান করেন। আবার তিনি ই-নামজারির ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা গ্রহণ করেন। এখান থেকে উদ্যোক্তাকে আবেদন ফি বাবদ ১৫০ টাকা প্রদান করেন।

উৎস: আ. করিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০

ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করার বিনিময়ে দালাল কর্তৃক আদায়কৃত অর্থ আবেদনকারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী কম-বেশি হয়। মূলত দালাল এবং আবেদনকারীর মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে এ অর্থ নির্ধারিত হয়। শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী দালালের সঙ্গে দরকষাকষি করে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ কমাতে সক্ষম হন (ম. সুজন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)। অপরদিকে অশিক্ষিত ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর পক্ষে দালালের সঙ্গে জোরালোভাবে দরকষাকষি করা সম্ভব হয় না। ফলে এ ধরনের নিরীহ আবেদনকারীকে কাজিত সেবা প্রাপ্তিতে দালালের সহায়তা পাওয়ার জন্য শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর চেয়ে অধিক অর্থ প্রদান করতে হয় (আবকর, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)।

ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে দালালের উপর নির্ভরশীলতার নানাবিধ কারণ:

ক) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর জনগণের আস্থার অভাব

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর জনগণের আস্থার অভাব দালালের উপর নির্ভরশীলতার অন্যতম কারণ। জনগণ মনে করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে আবেদন করলে সেবাটি পাওয়া যাবে না। কিন্তু দালালের মাধ্যমে আবেদন করলে সেবাটি পাওয়া সম্ভব (এইচ. এম. স. মনজু, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; জ. আফরিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। মূলত ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কার্যকর ভূমিকার অভাবে জনগণ এ প্রতিষ্ঠানটির উপর আস্থা রাখতে পারে না। উল্লেখ্য যে, জনগণ সর্বপ্রথম ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রাপ্তির সুযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর আশাবিহীন হয়ে দালালের উপর নির্ভর না করে উদ্যোক্তার মাধ্যমে আবেদন করে। কিন্তু কাজিত সেবাটি না পেয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর আস্থা হারিয়ে তারা পূর্বের মতো দালালের মাধ্যমে আবেদন করতে উৎসাহিত হয় (ম. আলমগীর, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

কেস স্টাডি- ৮

জনাব নগেদ মণ্ডল একজন কৃষিজীবী। তিনি প্রতিবেশীর কাছ থেকে জানতে পারেন যে, সরকার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করে ২০০ টাকায় ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তার এলাকায় দালালের মাধ্যমে পর্চা তোলার জন্য ১০০০ টাকা লাগে। তাই তিনি কম খরচের আশায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন করেন। কিন্তু দুই মাস পার হয়ে গেলেও নগেদ মণ্ডল পর্চা পান নি। তিনি ইতোমধ্যে উদ্যোক্তাকে তিন বার

ফোন করে পরীচা কবে পাবেন সে বিষয়ে জানতে চান। কিন্তু উদ্যোক্তা তাকে সদুত্তর দিতে পারেন নি। নগেন্দ্র মণ্ডল জানেন যে দালালের মাধ্যমে ২-৩ দিনের মধ্যে পরীচা উত্তোলন করা সম্ভব। ফলে তিনি এখন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর নির্ভর না করে অধিক অর্থ প্রদান করে হলেও সেবাটি পাওয়ার জন্য দালালের মাধ্যমে আবেদন করার মনস্থির করেছেন।

উৎস: ন. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০

খ) ভূমি অফিসের সঙ্গে উদ্যোক্তার যোগাযোগের অভাব

ভূমি অফিসের সঙ্গে উদ্যোক্তার যোগাযোগের অভাবে কাজিত সেবাটি না পেলে জনগণ দালালের দ্বারস্থ হয়। মূলত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার সঙ্গে ভূমি অফিসের যথাযথ লিয়াজুর উপর সেবা প্রাপ্তি নির্ভর করে। উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ঘুষ প্রদান করলে সেবাটি পাওয়া যায়, অন্যথায় নয়। অপরদিকে দালালের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। তাই দালালের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে আবেদন করলে কাজিত সেবাটি পাওয়া যায়। কিন্তু যারা দালাল ছাড়া ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতাবিহীন উদ্যোক্তার মাধ্যমে আবেদন করেছেন তারা সেবাটি পান নি (স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

কেস স্টাডি-৯

জনাব ফরিদুর রহমান বিলাস পেশায় একজন ব্যবসায়ী। তিনি লিফলেট দেখে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পরীচা উত্তোলনের সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। ফরিদুর রহমান বিলাস ৭ শতাংশ ভূমির পরীচা উত্তোলনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে আবেদন দাখিল করেন। আবেদন দাখিলের পর দেড় মাস সময় অতিবাহিত হলেও তিনি পরীচাটি হাতে পান নি। ফলশ্রুতিতে তিনি উদ্যোক্তাকে ফোন করে আবেদনের অবস্থা জানতে চান। উদ্যোক্তা ফরিদুর রহমান বিলাসকে রেকর্ড রুমের সঙ্গে তার কোনো রকম যোগাযোগ না থাকার বিষয়টি অবহিত করেন। অধিকন্তু উদ্যোক্তা বলেন যে, পরীচা উত্তোলনের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করে দেওয়া ব্যতীত তার পক্ষে আবেদনের অবস্থা জেনে দেওয়া সম্ভব নয়।

উৎস: ফ. র. বিলাস, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগের সক্ষমতা নির্ভর করে। স্নাতক পাশ করা একজন উদ্যোক্তা ভূমি অফিসের সঙ্গে অনায়াসে যোগাযোগ করে সেবা পেতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)। কিন্তু এসএসসি বা এইচএসসি পাশ করা একজন উদ্যোক্তা ভূমি অফিসের সঙ্গে কার্যকরভাবে যোগাযোগ স্থাপন করে সেবা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে অপারগ হন (স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

গ) ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দালালের অভিজ্ঞতা

ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দালালের অভিজ্ঞতা জনগণকে দালালের দ্বারস্থ হতে উৎসাহী করে। ভূমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ার শুরুতে দলিল প্রস্তুত করতে হয়। লাইসেন্স প্রাপ্ত দলিল লেখকগণ দলিল লিখে থাকেন। এখান থেকেই আবেদনকারীর সঙ্গে দলিল লেখকের একটা

নির্ভরশীলতার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং উক্ত দলিল লেখক দালালের ভূমিকা গ্রহণ করেন (ম. আ. কাদের, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। জনগণের ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে ধারণা কম এবং ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ খুবই সীমিত (এইচ. এম. স. মনজু, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; ম. ই. মেহেদী, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ৩১, ২০২০)। অপরদিকে দলিল লেখকদের কাজের প্রয়োজনেই ভূমি অফিসের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। তাই জনগণ দলিল লেখককে অভিজ্ঞ মনে করে এবং দলিল লেখকের সহায়তায় পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন বা ই-নামজারি তথা ভূমি সেবা প্রাপ্তির জন্য আবেদন করতে আগ্রহী হয় (ম. আ. কাদের, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। উল্লেখ্য যে, ভূমি অফিসে ঘুরে বেড়ানো এসব দালালের স্বল্প শিক্ষিত হলেও ভূমি সেবা প্রাপ্তি সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অধিকারী। ফলশ্রুতিতে জনগণ কোনো একটি ভূমি সেবা পাওয়ার জন্য এসব দালালের শরণাপন্ন হয় (এইচ. এম. স. মনজু, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের তুলনায় ই-নামজারির আবেদনে দালালের উপর নির্ভর করার অধিক হার:

জনগণ কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের তুলনায় ই-নামজারি সেবা প্রাপ্তির আবেদনের জন্য দালালের উপর নির্ভর করার হার অধিক। জনগণ সাধারণত ভূমির ক্রয় বা বিক্রয় সংক্রান্ত কাজে পর্চা উত্তোলন করে। পর্চা হচ্ছে খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি যেটি ভূমিতে বিদ্যমান মালিকানার প্রমাণস্বরূপ জনগণকে প্রদান করা হয়। অপরদিকে নামজারির মাধ্যমে ভূমির মালিকানা পরিবর্তনের কাজটি সম্পন্ন হয় (ক. খ. ম. মিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)। আবার পর্চা উত্তোলনের ক্ষেত্রে শুধু রেকর্ড রুম জড়িত। কিন্তু ই-নামজারির ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভূমি অফিস ও উপজেলা ভূমি অফিস জড়িত এবং এক্ষেত্রে মালিকানা সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম তদন্ত পরিচালনা করা হয়। এমতাবস্থায় জনগণ পর্চা উত্তোলনের তুলনায় ই-নামজারিকে অধিক জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। ফলশ্রুতিতে তারা ই-নামজারি সেবা প্রাপ্তির জন্য একা আবেদন না করে দালালের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে আশ্রয় হতে চায়। এমতাবস্থায় দেখা যায় যে, জনগণের মধ্যে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের তুলনায় ই-নামজারির ক্ষেত্রে দালালের উপর নির্ভর করার হার অধিক (আ. করিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ২০, ২০২০; ব. কবিরাজ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; ম. বাবুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)।

ভূমি অফিস কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ বন্ধ করায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণকে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান করা হলেও ভূমি অফিস কর্তৃক ঘুষ গ্রহণ বন্ধ হয় নি। মূলত ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উদ্যোক্তার সঙ্গে লিয়াজু স্থাপন করে ঘুষ আদায় অব্যাহত রেখেছেন। আবার বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় সেবা দাতা এবং সেবা গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ বিদ্যমান থাকায় ভূমি অফিসের ঘুষ আদায়ের পথ খোলা রয়েছে। ভূমি অফিস শিক্ষিত ও ধনী আবেদনকারীর তুলনায় অশিক্ষিত ও দরিদ্র আবেদনকারীর কাছ থেকে অধিক ঘুষ নিচ্ছে। নিম্নে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হলো।

উদ্যোক্তার সঙ্গে লিয়াজু স্থাপন করে ভূমি অফিসের ঘুষ আদায় অব্যাহত:

ভূমি অফিস উদ্যোক্তার সঙ্গে লিয়াজু স্থাপন করে ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঘুষ আদায় অব্যাহত রেখেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা তোলায় ক্ষেত্রে রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তার সঙ্গে লিয়াজু স্থাপন করে

পূর্বের মতো ঘুষ গ্রহণের বিনিময়ে পর্চা প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি শুরু হওয়ার পূর্বে রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী জনগণের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ করতেন (Transparency International Bangladesh, 2015)। তারা সরকার নির্ধারিত ফি'এর অতিরিক্ত পর্চা প্রতি ৫০০-৩০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করতেন (সমকাল, ২০১৫)। বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে পর্চা উত্তোলনের কাজে সম্পৃক্ত করায় এসব অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী তাদের অবৈধ অর্থ উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় উদ্যোক্তার সঙ্গে লিয়াজু স্থাপন করে তাদের ঘুষ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছেন (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)।

উল্লেখ্য যে, খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য উদ্যোক্তাকে অনন্যোপায় হয়ে রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের সঙ্গে লিয়াজু স্থাপন করতে হয়। রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে পর্চা প্রদান করতে বিলম্ব করেন। জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চার আবেদন করার পর পর্চা পেতে দেরি হলে উদ্যোক্তার শরণাপন্ন হন। উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে এসব অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা তাদের সঙ্গে লিয়াজু করার প্রস্তাব দেন। তারা উদ্যোক্তাকে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে জনগণের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিতে উৎসাহ দেন। ফলে উদ্যোক্তা পর্চাটি পাইয়ে দেওয়ার জন্য আবেদনকারীর কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি'এর চেয়ে অধিক অর্থ আদায় করেন। এরপর উদ্যোক্তা তার আদায়কৃত অর্থ রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের সঙ্গে ভাগাভাগি করেন (স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার মধ্যকার সরাসরি যোগাযোগের কারণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন বাঁধাছন্ত এবং ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ অব্যাহত:

বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ভূমি অফিস বা সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ বিদ্যমান থাকায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করতে পারে না এবং একই সঙ্গে ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ঘুষ গ্রহণ অব্যাহত থাকে। ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সেবা গ্রহীতা ও ভূমি অফিসের সেবা দাতাদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ থাকায় ঘুষের ঘটনা ঘটে থাকে (প্রথম আলো, ২০১৯গ)। ডিজিটাল বা ই-সেবা মূলত সেবা দাতা এবং সেবা গ্রহীতার মধ্যকার এই সরাসরি যোগাযোগের সুযোগকে হ্রাস করে বলে ঘুষ গ্রহণের সম্ভাবনা কমে যায় (Transparency International Bangladesh, 2017)। কিন্তু ই-নামজারির ক্ষেত্রে জনগণের সঙ্গে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের যোগাযোগ হ্রাসের স্থলে যোগাযোগের সুযোগ বজায় রয়েছে। ফলশ্রুতিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ই-নামজারির আবেদন করার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে ভূমিকা পালন করতে পারছে না এবং পূর্বের ন্যায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

ই-নামজারির ক্ষেত্রে উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের পরিবর্তে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে জনগণকে আবেদন করতে উৎসাহিতকরণ মূলত সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ অব্যাহত রেখেছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ইউনিয়ন পরিষদের অধীনস্থ। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করে আবেদনকারী ভোগান্তির শিকার হলে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগ। কিন্তু জনগণ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের কোনো কর্মকর্তা

বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ বা ভোগান্তির বিষয়ে লিখিত অভিযোগ করলে প্রমাণ সাপেক্ষে সহকারী কমিশনার (ভূমি) 'কারণ দর্শানো' নোটিশসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাঠাতে পারেন। এ যুক্তিতে উপজেলা ভূমি অফিস কর্তৃক জনগণকে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ই-নামজারির আবেদন করার উৎসাহ প্রদান করা হয় (এ. ক. এম. ফয়সাল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

আবার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-নামজারির আবেদন করার বাধ্যবাধকতা না থাকায় ভূমি অফিস বা সেবা দাতা এবং সেবা গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ রয়েছে। মূলত সরকার ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অর্থাৎ জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ যেকোনো জায়গা থেকে অনলাইনে ই-নামজারির আবেদন করতে পারে। এক্ষেত্রে জনগণ কোথা থেকে আবেদন করছে সেটি জানার উপায় নেই (ম. আ. ইসলাম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)। ফলশ্রুতিতে জনগণ ভূমি অফিসে গিয়েও আবেদন করতে পারে (এ. ক. এম. ফয়সাল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। এরূপ অবস্থায় ভূমি অফিস বা সেবা দাতা এবং সেবা গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ বজায় থাকে।

ই-নামজারির জন্য জনগণ সর্বপ্রথম ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গেলেও পরোক্ষভাবে আবেদনটি দাখিল করা হচ্ছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার মাধ্যমে। জনগণ ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে ঘুষের বিনিময়ে কাঙ্ক্ষিত সেবাটি পাওয়ার জন্য সেখানকার অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় (ম. খান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। উক্ত অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রেখে আবেদনকারীকে চলে যেতে বলেন। পরবর্তীতে সুবিধাজনক সময়ে অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী আবেদনটি উদ্যোক্তার মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করান। এক্ষেত্রে উদ্যোক্তা ১০০-২০০ টাকা ফি গ্রহণ করেন। ফলশ্রুতিতে উদ্যোক্তার সঙ্গে আবেদনকারীর দেখা হয় না (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। আবেদনকারীও জানতে পারেন না যে তার আবেদনটি উদ্যোক্তার মাধ্যমে দাখিল করা হয়েছে (ম. রফিক, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

কেস স্টাডি-১০

জনাব মোহাম্মদ রফিক স্থানীয় একটি বেকারির কর্মচারি। তিনি ক্রয়কৃত ৫ শতাংশ ভূমির ই-নামজারি করানোর প্রক্রিয়া অবহিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়েছিলেন। উক্ত ইউনিয়ন ভূমি অফিস তাকে ই-নামজারির আবেদন করিয়ে দিতে পারবে বলে জানায়। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অফিস সহকারী মোহাম্মদ রফিককে ই-নামজারির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আসতে বলেন। ফলে তিনি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে অফিস সহকারীর সঙ্গে দেখা করেন। অফিস সহকারী কাগজপত্র হাতে নিয়ে মোহাম্মদ রফিককে দুই দিন পর যোগাযোগ করতে বলেন। এরপর অফিস সহকারী এসব কাগজপত্র ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাকে প্রদান করেন অনলাইনে ই-নামজারির আবেদন করে দেওয়ার জন্য। উক্ত উদ্যোক্তা মোহাম্মদ রফিকের ই-নামজারির আবেদনটি অনলাইনে সম্পন্ন করেন। অথচ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করার বিষয়টি মোহাম্মদ রফিক অবগত নন। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তার সঙ্গে মোহাম্মদ রফিক তথা প্রকৃত আবেদনকারীর কখনো সরাসরি যোগাযোগ হয় না।

উৎস: ম. রফিক, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০

মূলত সেবা দাতা এবং সেবা গ্রহীতার মধ্যকার এরূপ সরাসরি যোগাযোগের ফলে ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা ঘুষ গ্রহণের সুযোগ পাচ্ছেন। সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রশাসন ইউনিয়ন ভূমি অফিসকে ই-নামজারির আবেদন করে দেওয়ার জন্য অর্থ আদায় করতে নিষেধ করা স্বত্বেও ঘুষ গ্রহণের ঘটনা ঘটছে। অধিকাংশ সময় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী এবং আবেদনকারীর মধ্যে গোপনে ঘুষের অর্থ বিনিময় হয়। আবেদনকারীর সঙ্গে দর কষাকষির ভিত্তিতে ৫০০০-৭০০০ টাকা পর্যন্ত ঘুষ গ্রহণ করা হয়। যদি অর্থ গ্রহণকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী কাজটি ঠিকমতো করেন তবে আবেদনকারী কোনো অভিযোগ করেন না। কিন্তু অর্থ দেওয়ার পরও যদি আবেদনকারী ভোগান্তির শিকার হন তখন সহকারী কমিশনারের (ভূমি) কাছে অভিযোগ করেন (এ. ক. এম. ফয়সাল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের প্রতি বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ভূমি অফিসের ঘুষ আদায়:

ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশনের আওতায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকার প্রতি বৈরি মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা জনগণের কাছ থেকে ঘুষ গ্রহণ বা অবৈধভাবে অর্থ আদায় করেন। মূলত ভূমি ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা অবৈধ অর্থ উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটালাইজেশনকে মেনে নিতে পারেন না (Dhaka Tribune, 2017)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ই-নামজারির জন্য জনগণের ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করাকে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা অবৈধ আয় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় নিরুৎসাহিত করেন। এরূপ অবস্থায় কোনো ব্যক্তি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করে ই-নামজারির প্রক্রিয়া অনুসারে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গমন করলে উক্ত অফিসের কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা আবেদনকারীর সঙ্গে বৈরি আচরণ করেন। এমনকি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করার শাস্তিস্বরূপ ঘুষ দাবি করেন (স. সরকার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

পূর্বের ম্যানুয়াল ভূমি ব্যবস্থাপনায়ও নামজারির ক্ষেত্রে জনগণের কাছ থেকে ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ বিরাজমান ছিল। নামজারির জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিস আবেদিত ভূমি সম্পর্কে তদন্ত করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে। নিয়ম অনুযায়ী নামজারির আবেদন সর্বপ্রথম উপজেলা ভূমি অফিসে প্রেরণ করতে হয়। সেখান থেকে আবেদনটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করা হয় উক্ত ভূমি সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য। কিন্তু ইউনিয়ন ভূমি অফিস উপজেলা ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং দালালের সঙ্গে এক জোট হয়ে নামজারির আবেদন গ্রহণ করেন। এ জোটটি আবেদিত ভূমির দাম ও অবস্থান অনুযায়ী আবেদনকারীর সঙ্গে ৩,০০০-২,০০০০ টাকার প্যাকেজ তথা ঘুষ গ্রহণের বিনিময়ে নামজারির কাজ সম্পন্ন করে। যদি কোনো আবেদনকারী এসব অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে যোগাযোগ না করে আবেদন জমা দেন, তবে উক্ত জোটটি অসহযোগিতামূলক আচরণ তথা আবেদন ও ভূমির রেকর্ডে বিভিন্ন রকম ভুল সনাক্ত করার চেষ্টা করেন (Transparency International Bangladesh, 2015)।

বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার অধীনেও ই-নামজারির জন্য জনগণ ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ না করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে সরাসরি উপজেলা ভূমি অফিসে আবেদন প্রেরণ করলে ইউনিয়ন ভূমি অফিস আবেদনকারীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে মিথ্যা অভিযোগ এনে ঘুষ আদায় করে। উল্লেখ্য যে, ই-নামজারির জন্য জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ যে কোনো জায়গা থেকে আবেদন করতে পারেন (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৭)। কিন্তু ইউনিয়ন ভূমি অফিস পূর্বের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বিদ্যমান ঘুষের প্যাকেজ মডেল অনুসরণ করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে আগ্রহী।

এমতাবস্থায় কোনো ব্যক্তি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করলে তিনি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ভরসনার সম্মুখীন হন। এমনকি শাস্তি হিসেবে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ই-নামজারির জন্য আবেদনকারীর দাখিলকৃত কাগজপত্র সঠিক নয় বলে মিথ্যা অভিযোগ করেন এবং বিষয়টি ঘুষের বিনিময়ে মীমাংসা করার প্রস্তাব দেন (আ. কামাল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)।

কেস স্টাডি-১১

জনাব সমিচ্ছ সরকার একজন স্বল্প শিক্ষিত ব্যবসায়ী। তিনি পৈত্রিক সম্পত্তি নিজের নামে ই-নামজারি করার জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে আবেদন করেন। তার আবেদনটি ই-নামজারির প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপজেলা ভূমি অফিস থেকে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে পাঠানো হয়। অতঃপর উপজেলা ভূমি অফিস তাকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যোগাযোগ করতে বলে। সমিচ্ছ সরকার ইউনিয়ন ভূমি অফিসে গিয়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার তোপের মুখে পড়েন। ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রথমে যোগাযোগ না করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করার অপরাধে উক্ত ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সমিচ্ছ সরকারকে তিরস্কার করেন। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের প্রতি বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা সমিচ্ছ সরকার কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদিত ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি সঠিক নয় বলে মিথ্যা অভিযোগ তোলেন। এমতাবস্থায় তিনি সমস্যাটি সমাধানের উপায় হিসেবে সমিচ্ছ সরকারকে ২০০০ টাকা ঘুষ প্রদানের আদেশ দেন।

উৎস: স. সরকার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০

আবেদনকারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর ঘুষের পরিমাণের নির্ভরশীলতা:

আবেদনকারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ঘুষ আদায়ের পরিমাণ নির্ভর করে। অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী কর্তৃক অশিক্ষিত ও নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর কাছ থেকে আদায়কৃত ঘুষের পরিমাণ শিক্ষিত এবং উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর চেয়ে বেশি। শিক্ষিত এবং উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারীর সঙ্গে দর কষাকষির মাধ্যমে ঘুষের পরিমাণ কমাতে পারেন। কিন্তু অশিক্ষিত এবং নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী যথাযথভাবে দর কষাকষি করতে না পারায় ঘুষের পরিমাণ বেড়ে যায় (আ. ম. চৌধুরী, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

কেস স্টাডি- ১২

জনাব রুহুল আমিন একজন শিক্ষিত এবং আর্থ-সামাজিক দিক থেকে উঁচু অবস্থানের ব্যক্তি। তিনি ৮ শতাংশ ভূমির ই-নামজারির জন্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসে কর্মরত ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার দ্বারস্থ হন। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা তার কাছ থেকে ৭০০০ টাকা ঘুষ দাবি করেন। রুহুল আমিন দর কষাকষির মাধ্যমে ৭০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ৪০০০ টাকায় সেবাটি পাওয়ার জন্য উক্ত কর্মকর্তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন। উল্লেখ্য যে, ৪০০০ টাকা ঘুষের বিনিময়েই রুহুল আমিন ই-নামজারি সেবাটি পান। অপরদিকে জনাব মোহাম্মদ মতিন একজন অশিক্ষিত ও দরিদ্র ব্যক্তি। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ৩ শতাংশ ভূমির ই-নামজারির জন্য একই ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তার শরণাপন্ন হন। উক্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ মতিনের কাছ থেকে ৭০০০ টাকা

ঘুষের বিনিময়ে সেবাটি পাইয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। মোহাম্মদ মতিন তার নিরীহ অবস্থানের কারণে ভূমি সহকারী কর্মকর্তার সঙ্গে দর কষাকষি করার সাহস সঞ্চর করতে পারেন না। অধিকন্তু দর কষাকষি করলে উক্ত কর্মকর্তা তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সেবা প্রাপ্তিতে জটিলতা সৃষ্টি করলে তিনি সেটি মোকাবেলা করতে পারবেন না বলে মনে করেন। এমতাবস্থায় মোহাম্মদ মতিন দর কষাকষি না করে ৭০০০ টাকাতেই ই-নামজারি সেবাটি পাওয়ার জন্য উক্ত ভূমি সহকারী কর্মকর্তার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

উৎস: র. আমিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. মতিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০

উল্লেখ্য যে, অশিক্ষিত এবং নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় শুধু অধিক পরিমাণ ঘুষই প্রদান করতে হয় না, অধিকন্তু তারা 'সেবা সহজীকরণ'-এর ক্ষেত্রেও বৈষম্যের শিকার। পরের অধ্যায়টিতে 'সেবা সহজীকরণ' তথা কম সময়, কম খরচ ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার কতখানি ভূমিকা পালন করছে সেটি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত অধ্যায়টিতে আমরা দেখবো যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার সার্বিকভাবে 'সেবা সহজীকরণে' ভূমিকা রাখলেও আবেদনকারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী সেবা প্রাপ্তিতে প্রয়োজনীয় সময়, অর্থ ও যাতায়াত সংখ্যায় ভিন্নতা রয়েছে। মূলত অশিক্ষিত এবং নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে শিক্ষিত এবং উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় অধিক সময় ও অর্থ ব্যয় এবং যাতায়াতের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা নিতে হচ্ছে।

উপসংহার

অধ্যায়-৫ শেষে বলা যায় যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় বাংলাদেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে মানুষের হয়রানি দূর হয় নি। কেননা দালাল এবং ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারছে না। জনগণ দালালের দ্বারস্থ না হয়ে শুধু ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর নির্ভর করলে সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসকে উদ্যোক্তার মাধ্যমে ঘুষ প্রদান করতে হচ্ছে। আবার দালালের দ্বারস্থ হলে উক্ত দালাল আবেদনকারীর কাছ থেকে আবেদন ফি'এর তুলনায় অধিক অর্থ আদায় করছেন যার একটি অংশ উদ্যোক্তাও পাচ্ছেন। তবে জনগণ সম্পূর্ণরূপে দালালের উপর নির্ভর করবে নাকি উদ্যোক্তার উপর সেটি অনেকাংশে উদ্যোক্তার কর্মদক্ষতার উপর নির্ভর করে। আবার অশিক্ষিত ও নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণকে শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণের তুলনায় দালাল এবং ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে অধিক পরিমাণ অর্থ বা ঘুষ প্রদান করতে হচ্ছে।

অধ্যায়-৬: ভূমি সেবা সহজীকরণ

ভূমিকা

ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জনগণের ভূমি সেবা গ্রহণ করতে অনেক সময়, অর্থ ও যাতায়াতের প্রয়োজন পড়ে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার ভূমি সেবাকে সহজীকরণের উদ্দেশ্যে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার সূচনা করেছে। ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সরকার জনগণকে কম সময়, কম অর্থ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদান করতে বদ্ধপরিকর (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৯৬)। আলোচ্য অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে মাধ্যমিক উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ‘সেবা সহজীকরণ’ তথা কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা পর্যালোচনা করা। অধিকন্তু অধ্যায়টি প্রাথমিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বিদ্যমান পার্থক্য তুলে ধরেছে। সবশেষে অধ্যায়টি প্রাথমিক তথ্য বিশ্লেষণ করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ পর্যালোচনা করেছে।

ভূমি সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ইতিবাচক ভূমিকা

বিভিন্ন মাধ্যমিক তথ্য থেকে জানা যায় যে, ভূমি সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছে। অর্থাৎ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ডিজিটাল ইজড ভূমি সেবা গ্রহণের ফলে পূর্বের তুলনায় বাংলাদেশের গ্রামে বসবাসকারী জনগণকে অনেক কম সময় ব্যয় করতে হচ্ছে, তাদের অর্থ খরচের পরিমাণ কমেছে এবং একইভাবে ভূমি অফিসে কম যাতায়াত করতে হচ্ছে। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী প্রতিষ্ঠান যথা- এটুআই (Access to Information), ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এবং যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় সেবা সহজীকরণ সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করেছে। নিম্নে এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত গবেষণার আলোকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন করার ফলে সেবা সহজীকরণের চিত্র তুলে ধরা হলো।

খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনে সেবা সহজীকরণ:

এটুআই (Access to Information) এবং ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর আলাদা দুটি গবেষণায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের ফলে পূর্বের ম্যানুয়াল পদ্ধতির তুলনায় সেবা সহজীকরণের ইতিবাচক চিত্র ফুটে উঠেছে। এটুআই (Access to Information) তিনটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর পরিচালিত তার গবেষণায় উল্লেখ করেছে যে, জনগণ পূর্বের চেয়ে বর্তমানে প্রায় ৩ গুণ কম সময়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করছে। আবার খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের খরচও রেকর্ড রুমের তুলনায় প্রায় অর্ধেক কমেছে। অধিকন্তু খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনে যাতায়াত সংখ্যা ম্যানুয়াল পদ্ধতির চেয়ে অর্ধেক হ্রাস পেয়েছে (a2i, 2018)। একইভাবে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা

উত্তোলনে জনগণের পূর্বের তুলনায় সময়, অর্থ ও যাতায়াত কতখানি সাশ্রয় হয়েছে সেটি বিশ্লেষণ করেছে (Transparency International Bangladesh, 2017)।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর গবেষণা মতে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি রেকর্ড রুমের তুলনায় ব্যাপকভাবে সেবা সহজীকরণ করেছে। ১০৫ টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর পরিচালিত উক্ত গবেষণার তথ্য মতে, ম্যানুয়াল পদ্ধতি অনুসারে রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের তুলনায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলনের পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে জনগণকে তিন গুণ কম সময় ব্যয় করতে হচ্ছে (Transparency International Bangladesh, 2017)। উল্লেখ্য যে, গ্রামের জনগণের বাসস্থান থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দূরত্ব ৩৫ কিলোমিটারের অধিক (a2i, 2020)। পূর্বে জনগণকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য গ্রাম থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে অবস্থিত রেকর্ড রুমে যোগাযোগ করার জন্য যাতায়াত, খাবার, রাত্রি যাপন খরচ ইত্যাদি বাবদ গড়ে ৪৪৯ টাকা ব্যয় করতে হতো (Transparency International Bangladesh, 2017)। অন্যদিকে গ্রামের জনগণের বাসস্থান থেকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের গড় দূরত্ব প্রায় ৪ কিলোমিটার (a2i, 2020)। বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলনের সুযোগ সৃষ্টির ফলে দূরত্বের কারণে সৃষ্ট ব্যয় ছাড়াই জনগণকে শুধু জেলা প্রশাসন নির্ধারিত পর্চা উত্তোলন ফি (১০০ টাকা) পরিশোধ করতে হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পর্চা উত্তোলন বাবদ জনগণের অর্থ ব্যয়ের পরিমাণ কমে গিয়েছে। পূর্বে জনগণকে রেকর্ড রুম থেকে পর্চা উত্তোলনের জন্য ৩ বার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে যাতায়াত করতে হতো। বর্তমানে জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ২ বার যাতায়াত করে পর্চা উত্তোলন করতে পারছে (Transparency International Bangladesh, 2017)।

ই-নামজারির আবেদনের ক্ষেত্রে সেবা সহজীকরণ:

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারসহ যেকোনো জায়গা থেকে আবেদনের সুবিধা সম্বলিত ই-নামজারির বাস্তবায়নের ফলে জনগণের সময়, খরচ এবং ভূমি অফিসে যাতায়াতের সংখ্যা হ্রাসের ইতিবাচক চিত্র যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের গবেষণায় উঠে এসেছে (The Financial Express, 2019)। বাংলাদেশের ১৫৫ টি উপজেলার উপর পরিচালিত উক্ত গবেষণাটি ই-নামজারি প্রবর্তনের ফলে সনাতন পদ্ধতির তুলনায় ইউনিয়ন এবং উপজেলা ভূমি অফিসে গমনের হার ১৭ শতাংশ কমেছে বলে উল্লেখ করেছে। আবার গবেষণাটি দাবি করেছে যে, ই-নামজারি সেবা প্রাপ্তির জন্য জনগণকে পূর্বের তুলনায় ৭ শতাংশ কম সময় ব্যয় করতে হচ্ছে (প্রথম আলো, ২০১৯খ)। অধিকন্তু গবেষক দলটির মতে, ই-নামজারি সেবা গ্রহণের সময় এবং যাতায়াত সংখ্যা কমানোর ফলে জনগণের ব্যয়ও কমেছে (প্রথম আলো, ২০১৯গ)। গ্রামে বসবাসকারী একজন আবেদনকারীর ভূমি অফিসে যাতায়াতের সঙ্গে খাবার এবং ভ্রমণ খরচ জড়িত (Transparency International Bangladesh, 2017)। এমতাবস্থায় আবেদনকারী কম সময়ে এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ই-নামজারি সেবা পেলে সেবা প্রাপ্তির পেছনে তার মোট ব্যয়ের পরিমাণও স্বাভাবিকভাবে কম হয় (প্রথম আলো, ২০১৯গ)।

পরিমাণগত গবেষণা পদ্ধতি অবলম্বন করে উপরিউক্ত গবেষণাসমূহ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে জনগণের ডিজিটালাইজড ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে পূর্বের তুলনায় কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের চিত্র তুলে ধরেছে। কিন্তু আলোচ্য গবেষণাটি গুণগত গবেষণা

পদ্ধতি অবলম্বন করে সাক্ষাৎকার এবং কিছু কেস স্টাডি'র মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে পার্থক্য তুলে ধরেছে। অধিকন্তু গবেষণাটি কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, আংশিক ডিজিটলাইজেশন, উদ্যোক্তার অদক্ষতা, নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা সনাক্ত করেছে। নিম্নে এ দুটি বিষয় বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমি সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে বিদ্যমান পার্থক্য

ক) কম সময়ে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে পার্থক্য:

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়ে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে পার্থক্য রয়েছে। মূলত শিক্ষিত এবং উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী অশিক্ষিত এবং নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় কম সময়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা পান। শিক্ষিত এবং উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে উদ্যোক্তা সমীহ করে নিজ উদ্যোগে রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুততম সময়ে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এক্ষেত্রে আবেদনকারী ৭-১০ দিনের মধ্যে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা হাতে পাচ্ছেন। অপরদিকে অশিক্ষিত এবং নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা পেতে দেড় থেকে দুই মাস সময় লাগছে। কারণ এরূপ আবেদনকারীর প্রতি উদ্যোক্তা কম গুরুত্ব প্রদর্শন করেন। অশিক্ষিত এবং নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর আবেদন সম্পন্ন করার পর খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা ডেলিভারি পাওয়ার বিষয়টি উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমের উপর ছেড়ে দেন। রেকর্ড রুম পর্চা প্রদান করতে বিলম্ব করলেও আবেদনকারীর নিরীহ অবস্থানের কারণে উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চাটির দ্রুত ডেলিভারির জন্য কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেন না (আ. ম. চৌধুরী, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ২১, ২০২০)।

কেস স্টাডি-১৩

শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতার কারণে একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করে একেক জন আবেদনকারী একেক সময়ের ব্যবধানে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার ডেলিভারি পাচ্ছেন। জনাব প্রণব হালদার একজন ম্নাতকোত্তর পাশকৃত ব্যক্তি এবং ধনী ব্যবসায়ী। তিনি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ১১ শতাংশ ভূমির পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন করেন। উদ্যোক্তা তাকে সমীহ প্রদর্শনপূর্বক রেকর্ড রুমের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করার ১০ দিনের মধ্যে পর্চা প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। অপরদিকে জনাব নারায়ণ সরকার একজন অশিক্ষিত এবং প্রান্তিক কৃষক। তিনি ৫ শতাংশ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করেন। নারায়ণ সরকার আবেদন দাখিলের দেড় মাস সময় অতিবাহিত হওয়ার পর খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা হাতে পেয়েছেন। তিনি দ্রুত খতিয়ানের

অনুলিপি বা পর্চা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য উদ্যোক্তার সহযোগিতা পান নি।

উৎস: প. হালদার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০; ন. সরকার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০

খ) কম খরচে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে পার্থক্য:

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম খরচে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী পার্থক্য রয়েছে। শিক্ষিত এবং উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী অশিক্ষিত এবং নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় কম খরচে ভূমি সেবা পাচ্ছেন। আবেদনকারী শিক্ষিত এবং তার আর্থ-সামাজিক অবস্থান উঁচু হলে তিনি সরকার নির্ধারিত ফি প্রদান করে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা তুলতে পারছেন। এ ধরনের আবেদনকারী ব্যক্তিগত প্রতিপত্তির উপর নির্ভর করে ভূমি সেবার আবেদন করার জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যান। ফলে উদ্যোক্তাও আবেদনকারীকে সমীহ করে সরকার নির্ধারিত ফি'এর অতিরিক্ত অর্থ দাবি করেন না। অপরদিকে অশিক্ষিত এবং নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীরা শুধু ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার উপর নির্ভর করে আবেদন করেন। ফলে তাদের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে উদ্যোক্তা সরকার নির্ধারিত ফি'র অধিক অর্থ আদায় করেন (আ. জলিল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

কেস স্টাডি-১৪

জনাব ছানোয়ার হোসেন সরকারি একটি কলেজের শিক্ষক। তিনি তার বাড়ির নিকটস্থ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যান অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের আবেদন করার জন্য। সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা তাঁকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে দেন। উদ্যোক্তা জনাব ছানোয়ার হোসেনের কাছ থেকে শুধু রেকর্ড রুম নির্ধারিত ফি গ্রহণ করেন। অপরদিকে একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে জনাব মোবারক হোসেন, একজন অশিক্ষিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন করেন। উদ্যোক্তা তার কাছ থেকে রেকর্ড রুমের নির্ধারিত ফি'এর অতিরিক্ত ৫০০ টাকা আদায় করেছেন।

উৎস: ছ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; ম. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০

গ) কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী পার্থক্য:

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষিত আবেদনকারী অশিক্ষিত আবেদনকারীর চেয়ে কম যাতায়াতের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন দাখিল সংক্রান্ত সেবা গ্রহণ করতে সক্ষম। আবার উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর যাতায়াত সংখ্যা নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় কম। কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী বিদ্যমান পার্থক্য নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো।

মূলত আবেদনকারীর শিক্ষার উপর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যাতায়াত সংখ্যা অনেকাংশে নির্ভর করে। অনলাইনে ই-নামজারি এবং খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের আবেদন করার জন্য আবেদন ফরমে ভূমি সংক্রান্ত কিছু তথ্য সন্নিবেশ করতে হয়। ই-

নামজারির জন্য কী কী কাগজপত্র সংযুক্ত করতে হবে বা তথ্য উল্লেখ করতে হবে সেটি উপজেলা ভূমি অফিস লিফলেট ও পোস্টারের মাধ্যমে জনগণকে অবহিত করেছে। আবার পর্চা উত্তোলনের আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সম্পর্কে জেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও উদ্যোক্তার উদ্যোগে লিফলেট, পোস্টার এবং ব্যানারের মাধ্যমে প্রচারণা চালানো হয়েছে (ম. ম. উদ্দিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। শিক্ষিত আবেদনকারী এসব লিফলেট, পোস্টার এবং ব্যানার পড়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে একবার গিয়েই আবেদন দাখিল সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু অশিক্ষিত আবেদনকারীর পক্ষে লিফলেট, পোস্টার এবং ব্যানারে কী লেখা আছে সেটি পড়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যাওয়া সম্ভব হয় না। ফলে তাকে অতিরিক্ত একবার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যেতে হয় কী কী কাগজপত্র লাগবে সেটি জানার জন্য (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

কেস স্টাডি-১৫

জনাব জহিরুল হক একজন স্নাতক পাশকৃত ব্যক্তি। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ৯ শতাংশ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের মনস্থির করেন। জহিরুল হক তার গ্রামের বাজারে টাঙ্গানো পোস্টার দেখে জানতে পারেন যে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুমের পরিবর্তে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করার মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করা সম্ভব। পোস্টারটিতে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহের একটি তালিকা উল্লেখ করা ছিল। জহিরুল হক উক্ত তালিকা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে একদিনেই খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য আবেদন দাখিল সম্পন্ন করেন। অপরদিকে জনাব মোহাম্মদ শরিফ একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ক্রয়সূত্রে প্রাপ্ত ৫ শতাংশ ভূমির পর্চা উত্তোলনের প্রয়োজন বোধ করেন। মোহাম্মদ শরিফ প্রতিবেশীর কাছ থেকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলনের সুযোগ সম্পর্কে জানতে পারেন। অশিক্ষার কারণে মোহাম্মদ শরিফ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, ইউনিয়ন পরিষদ ও উদ্যোক্তার উদ্যোগে বিতরণকৃত লিফলেট, পোস্টার এবং ব্যানার পড়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসমূহ সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে পারেন নি। এমতাবস্থায় তিনি একদিন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে পর্চা উত্তোলনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে জেনে আসেন। মোহাম্মদ শরিফ পরের দিন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে আবেদন পত্র দাখিল করেন।

উৎস: জ. হক, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; ম. শরীফ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০

আবার আবেদনকারীর উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থান ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আর্থ-সামাজিকভাবে প্রভাবশালী আবেদনকারী খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন করার জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে এলে উদ্যোক্তা তাকে সাধারণ জনগণের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেন এবং দ্রুত সেবাটি প্রদানের চেষ্টা করেন (Das, 2019)। ফলে উদ্যোক্তার কাজের চাপ বেশি থাকলেও প্রভাবশালী আবেদনকারীকে ফিরে গিয়ে পুনরায় সেবা নিতে আসতে হয় না (ম. আহসান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)। অপরদিকে আর্থ-সামাজিকভাবে প্রতিপত্তিহীন আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন করতে এলে উদ্যোক্তা কাজের চাপের কথা বলে ফিরিয়ে দিতে এবং পুনরায় আসতে বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন না (ন. সরকার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ,

মার্চ ১১, ২০২০)। অধিকন্তু আবেদন সম্পন্ন হওয়ার পর খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার ডেলিভারি পাওয়ার ক্ষেত্রেও আর্থ-সামাজিকভাবে প্রভাবশালী আবেদনকারীর যাতায়াত সংখ্যা দরিদ্র আবেদনকারীর চেয়ে কম (ফ. আ. মজুমদার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

কেস স্টাডি-১৬

জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের অধিকারী। তিনি তার ক্রয়কৃত তিনটি ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যান। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে সেবা গ্রহীতাদের ভিড় থাকা স্বত্বেও উদ্যোক্তা সেটি উপেক্ষা করে মোহাম্মদ শামসুর রহমানের ১০ শতাংশ, ১২ শতাংশ এবং ১৫ শতাংশ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের আবেদন দাখিল সম্পন্ন করেন। সংশ্লিষ্ট জেলাটিতে আংশিক ডিজিটাইজেশনের কারণে উদ্যোক্তাকে রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা নিয়ে এসে আবেদনকারীকে অবহিত করতে হয় এবং আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চাটি সংগ্রহ করেন। কিন্তু উন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে মোহাম্মদ শামসুর রহমানকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চাসমূহ সংগ্রহ করার জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যেতে হয় নি। উদ্যোক্তা তাকে সমীহ করে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চাসমূহ বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছেন। অপরদিকে জনাব মোহাম্মদ মনির একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ৫ শতাংশ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যান। উদ্যোক্তা তাকে কাজের চাপের কথা বলে ফিরে গিয়ে পুনরায় আসতে বলেন। মোহাম্মদ মনির দুই দিন পর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে আবেদন করতে সক্ষম হন। উদ্যোক্তা রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চাটি সংগ্রহ করেছেন কিনা এটি জানার জন্য তথা পর্চার ডেলিভারি পাওয়ার জন্য মোহাম্মদ মনির আবেদন দাখিলের পর তিন বার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়েছেন।

উৎস: ম. শ. রহমান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. মনির, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমি সেবা সহজীকরণে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ

কম সময়ে সেবা প্রদানে প্রতিবন্ধকতাসমূহ: দুর্বল প্রযুক্তি, আংশিক ডিজিটাইজেশন এবং উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণের অভাব

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে কম সময়ে জনগণকে ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে দুর্বল প্রযুক্তি, ভূমি ব্যবস্থাপনার আংশিক ডিজিটাইজেশন, উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণের অভাব ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতা লক্ষ্যণীয়। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ইন্টারনেটের ধীরগতি এবং ভূমি অফিসের সার্ভারের ত্রুটির কারণে আবেদনকারীকে দ্বিগুণ সময় ব্যয় করে সংশ্লিষ্ট সেবার জন্য আবেদন করতে হয়। বর্তমান পদ্ধতিতে আংশিক ডিজিটাইজেশনের কারণে কিছু ম্যানুয়াল নিয়ম অনুসরণ করতে হচ্ছে যার ফলে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক সময় ব্যয় হচ্ছে। খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হলেও ই-নামজারির ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ না দেওয়ায় ই-নামজারির আবেদন ফরম পূরণ এবং দাখিল করতে অধিক সময় ব্যয় হচ্ছে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়ে ভূমি সেবা প্রদানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

ক) দুর্বল প্রযুক্তিগত অবকাঠামোর কারণে কম সময়ে সেবা প্রদান বাঁধাছন্ত

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ব্যবহৃত ইন্টারনেটের ধীরগতি এবং ভূমি অফিসের সার্ভারের দুর্বলতার কারণে কম সময়ের মধ্যে ভূমি সেবার আবেদন দাখিল করা সম্ভব হয় না। গ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারগুলি অধিক গতির ব্রডব্যান্ড সংযোগের অভাবে মোবাইল সিম নির্ভর মডেম ব্যবহার করে জনগণকে ই-সেবা প্রদান করছে। এসব মডেমের ধীর গতির কারণে দ্রুততম সময়ে ই-সেবা প্রদান বাঁধাছন্ত হচ্ছে (The Daily Star, 2017)। অনলাইনে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন ফরম পূরণ করার পর অনেক সময় ইন্টারনেটের ধীরগতির কারণে আবেদনটি দাখিল করা সম্ভব হয় না। ফলে উদ্যোক্তাকে পুনরায় আবেদন ফরমটি পূরণ করতে হয়। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তার পাশাপাশি আবেদনকারীকেও দ্বিগুণ সময় ব্যয় করে আবেদনটি দাখিল করতে হচ্ছে। আবার অনেক সময় ভূমি অফিসের সার্ভারের দুর্বলতার কারণে আবেদন দাখিল করতে অধিক সময় ব্যয় হয় (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য বিভিন্ন জায়গা থেকে একসঙ্গে অনেকগুলি আবেদন দাখিল করার চেষ্টা করা হলে রেকর্ড রুমের দুর্বল সার্ভারটি কাজ করে না। ফলশ্রুতিতে আবেদনকারীকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে অপেক্ষাপূর্বক আবেদনটি প্রেরণ করতে হয় (ম. জ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০)।

খ) আংশিক ডিজিটলাইজেশন কম সময়ে সেবা প্রদানের অন্তরায়

ভূমি ব্যবস্থাপনার আংশিক ডিজিটলাইজেশন ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়ে সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায়। জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-নামজারির আবেদন ফরম অনলাইনে পূরণ করে দাখিল করতে পারলেও কোর্ট ফি প্রদান করতে পারে না। উল্লেখ্য যে, কোর্ট ফি সংযুক্ত না করা হলে ই-নামজারির আবেদনটি অসম্পূর্ণ হিসেবে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় আবেদনকারী ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভেড়ারের কাছ থেকে কোর্ট ফি সংগ্রহ করে উপজেলা ভূমি অফিসে জমা দেন। ভূমি ব্যবস্থাপনার এরূপ আংশিক ডিজিটলাইজেশনের কারণে জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করেও কম সময়ের মধ্যে ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে পারছে না (স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০)।

আবার খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা প্রদানের ক্ষেত্রে যে জেলা আংশিক ডিজিটলাইজেশন অনুসরণ করছে সেখানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে সেবাটি পেতে অধিক সময় ব্যয় হয়। খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা প্রদানে আংশিক ডিজিটলাইজেশন হচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করেন এবং পরবর্তীতে উদ্যোক্তা রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চাটির ডেলিভারি পেলে উক্ত আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে পর্চাটি নিয়ে আসেন (Transparency International Bangladesh, 2017)। উদ্যোক্তাকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা নিয়ে আসতে হয় বলে পর্চাটি আবেদনকারীর হাতে পেতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগে। কারণ অধিক সংখ্যক খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন জমা না পরলে উদ্যোক্তা পর্চা আনার জন্য ডিসি অফিসে যাওয়া থেকে বিরত থাকেন। কেননা গ্রাম থেকে ডিসি অফিসে যেতে যাতায়াত খরচ অন্তর্ভুক্ত এবং একই সঙ্গে বিষয়টি সময় সাপেক্ষ (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

জনাব আ. ক. ম. বদিউজ্জামান ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করেন। তিনি আবেদন করার পর উদ্যোক্তার কাছে মাত্র ২ জন ব্যক্তি পর্চা উত্তোলনের আবেদন নিয়ে আসেন। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তার কাছে মোট মাত্র ৩ টি পর্চা উত্তোলনের আবেদন থাকায় তিনি সময় ব্যয় ও যাতায়াত খরচের কথা বিবেচনা করে দূরবর্তী জেলা শহরে অবস্থিত রেকর্ড রুমে গিয়ে পর্চা নিয়ে আসাকে অলাভজনক মনে করেন। ফলে আ. ক. ম. বদিউজ্জামান আবেদন করার পর দুই মাস অতিবাহিত হলেও পর্চার ডেলিভারি পান নি।

উৎস: আ. ক. ম. বদিউজ্জামান, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০

অপরদিকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা প্রদানের ক্ষেত্রে যে জেলা সম্পূর্ণ ডিজিটলাইজেশন অনুসরণ করছে সেখানে আবেদনকারী আংশিক ডিজিটলাইজেশনের তুলনায় দ্রুত সেবাটি পান। মূলত সম্পূর্ণ ডিজিটলাইজেশন প্রক্রিয়ায় পর্চাটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে না পাঠিয়ে আবেদনকারীর বাড়িতে পাঠানো হয়। ফলশ্রুতিতে আবেদনকারীকে পর্চার ডেলিভারি পাওয়ার জন্য অন্য আবেদনের অপেক্ষা করতে হয় না। অধিকন্তু এ পদ্ধতিতে উদ্যোক্তার রেকর্ড রুমে গিয়ে পর্চা নিয়ে আসার বাধ্যবাধকতা নেই। এমতাবস্থায় আবেদনকারী আংশিক ডিজিটলাইজেশন অনুসরণকারী জেলার আবেদনকারীদের তুলনায় দ্রুততম সময়ে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা পাচ্ছেন (ম. জ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০)।

গ) উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণের অভাবে সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব

উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণের অভাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে বিলম্ব হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে উদ্যোক্তাদের ট্রেনিং প্রদান করা হয়েছে (ম. জ. হোসেন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৬, ২০২০)। ফলে উদ্যোক্তা নির্ভুল এবং দ্রুততার সঙ্গে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন দাখিল করতে পারছেন। এক্ষেত্রে আবেদন দাখিল করতে উদ্যোক্তার ১৫-২০ মিনিট সময় লাগছে। কিন্তু ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নি। উদ্যোক্তা নিজে নিজে শিখে ই-নামজারির আবেদন প্রেরণ করছেন। ফলে উদ্যোক্তা নির্ভুল এবং দ্রুততার সঙ্গে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করতে পারেন না। এমতাবস্থায় আবেদন দাখিল করতে উদ্যোক্তার তিন থেকে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। ফলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে উপস্থিত থেকে ই-নামজারির আবেদন দাখিল করার জন্য আবেদনকারীরও অধিক সময় ব্যয় হচ্ছে (আ. ন. ম. ম. র. শিমুল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০; ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)।

কম খরচে সেবা প্রদানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা: আংশিক ডিজিটলাইজেশন

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে জনগণকে কম খরচে ভূমি সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে ভূমি ব্যবস্থাপনার আংশিক ডিজিটলাইজেশন একটি প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে। আংশিক ডিজিটলাইজেশনের কারণে সেবা প্রদানের অংশবিশেষ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে সম্পাদন করা হয় যার ফলশ্রুতিতে জনগণকে সরকার নির্ধারিত ফি'এর অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ই-নামজারির

আবেদনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে সরকার নির্ধারিত ২০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি প্রদান করতে হয়। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনে আবেদন ফরম পূরণ করে দাখিল করা গেলেও আবেদনকারীকে ম্যানুয়ালী কোর্ট ফি প্রদান করতে হয়। আবেদনকারী এই কোর্ট ফি উপজেলা ভূমি অফিস অথবা ভেভারের কাছ থেকে ক্রয় করেন (জ. আফরিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। এক্ষেত্রে আবেদনকারী ২০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি তিন গুণ অধিক দামে অর্থাৎ ৬০ টাকা দিয়ে ক্রয় করেন (স. সরকার, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; ম. বেগম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

কেস স্টাডি-১৮

জনাব যতীন্দ্র মোহন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ১৫ শতাংশ ভূমির ই-নামজারি সম্পন্ন করার প্রয়োজন বোধ করেন। তিনি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে গিয়ে নামজারির জন্য অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন দাখিল করেন। যতীন্দ্র মোহন ই-নামজারির জন্য ২০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে মোবাইল ব্যাংকিং বা অনলাইনের মাধ্যমে পরিশোধ করতে পারেন নি। কারণ সংশ্লিষ্ট উপজেলা ভূমি অফিস আংশিক ডিজিটলাইজেশন অনুসরণ করছে যেখানে ই-নামজারির কোর্ট ফি ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে পরিশোধ করতে হয়। এমতাবস্থায় যতীন্দ্র মোহন ভেভারের কাছ থেকে ২০ টাকা মূল্যের কোর্ট ফি ৬০ টাকা দিয়ে ক্রয় করেন। অতঃপর তিনি উপজেলা ভূমি অফিসে গিয়ে উক্ত কোর্ট ফি তার আবেদন ফরমের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিয়ে আসেন।

উৎস: য. মোহন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০

ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ ডিজিটাল না হওয়ার পেছনে ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনগ্রহ দায়ী। এসব কর্মকর্তা-কর্মচারী ঘুষ বা দুর্নীতি বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে ভূমি ব্যবস্থাপনার ডিজিটলাইজেশনের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন (New Age, 2019)। আবার ভূমি অফিসে দীর্ঘদিন ধরে ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে কাজ করে অভ্যস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সম্পূর্ণ ডিজিটলাইজেশনকে তাদের জন্য ভোগান্তির কারণ হবে বলে মনে করেন। কারণ তারা তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহারে অভ্যস্ত নন (ম. ম. উদ্দিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

কম যাতায়াত সংখ্যার মাধ্যমে সেবা প্রদানে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা: নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি জনগণের যাতায়াত সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ। একজন মাত্র পুরুষ উদ্যোক্তা থাকায় কোনো কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকলে সেবা গ্রহীতাকে ফিরে যেতে হয় এবং আরেক দিন আসতে হয় (ম. ম. হ. তানিম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; স. বর্মণ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ০৮, ২০২০; স. চ. মণ্ডল, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। আবার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ভূমি সেবা ছাড়াও জনগণকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য, মোবাইল ব্যাংকিং, জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদি সেবা প্রদান করছে (Das, 2019)। নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতিতে পুরুষ উদ্যোক্তা একা এসব সেবা প্রদান করায় ব্যস্ত থাকলে ভূমি সেবার আবেদনকারীকে ফিরে যেতে হচ্ছে। এক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা থাকলে উভয় উদ্যোক্তার মধ্যে কাজ ভাগ হয়ে যেতো। ফলে আবেদনকারীকে সেবা না পেয়ে ফিরে গিয়ে পুনরায় আসতে হতো না (স. ম. ম. উদ্দিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; ম. ম. র. মামুন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)।

ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নারী উদ্যোক্তার পদ ফাঁকা থাকার নানাবিধ কারণ রয়েছে। গ্রামের রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী নারীকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে কাজ করতে নিরুৎসাহিত করে (ন. সিংহ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১১, ২০২০)। আবার তথ্য-প্রযুক্তিতে নারীদের জ্ঞান এবং আগ্রহ কম থাকায় তারা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে উদ্যোক্তার পদে কাজ করার জন্য আবেদন করেন না (স. ম. ম. উদ্দিন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০; ম. ম. র. মামুন, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৯, ২০২০)। সাধারণত যেসব নারী শিক্ষিত কিন্তু বেকার ও অবিবাহিত তারা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা হন। এসব নারীরা বিয়ে হলে অথবা অন্য কোনো চাকরি পেলে উদ্যোক্তার পদটি ছেড়ে দেন। ফলশ্রুতিতে অধিকাংশ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নারী উদ্যোক্তার পদটি শূন্য থাকে (ম. আ. ইসলাম, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, মার্চ ১৮, ২০২০)।

উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায় শেষে এটি প্রতীয়মান যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, উঁচু এবং নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের জনগণ ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করছেন এবং ই-নামজারির জন্য আবেদন দাখিল করতে পারছেন। পূর্বের ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ফলে সার্বিকভাবে 'সেবা সহজীকরণ' সম্ভব হয়েছে অর্থাৎ জনগণ পূর্বের তুলনায় কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা পাচ্ছেন। তথাপি সেবা সহজীকরণের ক্ষেত্রে জনগণের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অশিক্ষিত ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় অধিক সময়, খরচ এবং যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা গ্রহণ করতে হয়। আবার প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, আংশিক ডিজিটলাইজেশন, উদ্যোক্তার অদক্ষতা, নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি ইত্যাদি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ভূমি সেবা সহজীকরণে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

অধ্যায়-৭: উপসংহার

বর্তমান বাংলাদেশ সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজ করার জন্য কাজ করছে। এক্ষেত্রে গ্রামে বসবাসকারী জনগণকে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদানের জন্য ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। গ্রামের জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করে ভূমির খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করতে পারছে। একই সঙ্গে তারা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার সহযোগিতায় অনলাইনে ই-নামজারির আবেদনও দাখিল করার সুযোগ পাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার তিনটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলি হচ্ছে- ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি দূরীকরণ এবং ভূমি সেবাকে সহজীকরণ তথা জনগণকে কম সময়, কম খরচ ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদান করা। আলোচ্য গবেষণায় বাংলাদেশ সরকারের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অর্থাৎ ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, হয়রানি দূরীকরণ এবং সেবা সহজীকরণে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের জন্য বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় দুটি নিয়ামক রয়েছে। একটি হচ্ছে আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত করা, অপরটি হচ্ছে আবেদনকারীর স্বঃপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ। অশিক্ষিত ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে ভূমি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক হারে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে। জনগণের শিক্ষার অভাব, উদ্যোক্তার আচরণগত বৈষম্য ও অর্থলিপ্সা, আবেদনকারীর নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের কারণে দালালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীলতা ইত্যাদি এসএমএস-এর মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে।

মূলত জনগণের শিক্ষার উপর এসএমএস-এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ নির্ভর করছে। শিক্ষিত জনগণ ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএস-এর সঠিক ব্যবহার করতে পারছে। উল্লেখ্য যে, খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের আবেদন করার পর রেকর্ড রুম থেকে আবেদনকারীকে আবেদনপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে এসএমএস দেওয়া হয় যাকে কনফার্মেশন এসএমএস বলে। আবার আবেদনকারীকে এসএমএস-এর মাধ্যমে পর্চা ডেলিভারির তারিখও অবহিত করা হয়। একইভাবে ই-নামজারির ক্ষেত্রেও আবেদনকারীকে আবেদনপত্র প্রাপ্তি সম্পর্কে কনফার্মেশন এসএমএস প্রদান করা হয়। আবার উক্ত আবেদনটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে ‘প্রথম আদেশ’-এর জন্য পাঠানো, শুনানীর তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ করেও আবেদনকারীকে এসএমএস পাঠানো হয়। কোনো কোনো এসএমএস-এর মাধ্যমে আবেদনকারীকে ইউনিয়ন ভূমি অফিস বা উপজেলা ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হয়। একজন শিক্ষিত আবেদনকারী তার মোবাইলে প্রেরিত এসএমএস পড়ে এসব ব্যাপারে অবহিত হয়ে এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রেরিত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে পারেন যেটি সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সহায়ক। কিন্তু একজন অশিক্ষিত আবেদনকারী ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএস পড়ে আবেদনের অবস্থা জানতে পারেন না এবং নির্দেশনাও বাস্তবায়ন করতে অপারগ হন।

অন্যদিকে উদ্যোক্তার আচরণগত বৈষম্যের কারণে উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ পান এবং নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন করতে গেলে উদ্যোক্তা আবেদনকারীর উপস্থিতিতেই সমীহপূর্বক আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং আবেদন ফরমে আবেদনকারীর মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। ফলে উঁচু

আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ পান। অপরদিকে নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর প্রতি উদ্যোক্তার অবহেলা প্রকাশ পায়। নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উদ্যোক্তা নিজের কাছে রেখে আবেদনকারীকে চলে যেতে বলেন। এরপর উদ্যোক্তা আবেদনকারীর অনুপস্থিতিতে আবেদন সম্পন্ন করেন। অতঃপর উদ্যোক্তা আবেদন ফরমে আবেদনকারীর পরিবর্তে নিজের মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। এমতাবস্থায় নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী আবেদন ফরমে মোবাইল নম্বর প্রদানের বিষয়টি সম্পর্কে জানতেও পারেন না। উদ্যোক্তার এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণের কারণে নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন।

মূলত সরকার নির্ধারিত ফি'র চেয়ে অধিক অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর আবেদন ফরমে আবেদনকারীর পরিবর্তে নিজের মোবাইল নম্বর প্রদান করেন। এমতাবস্থায় সেবা সম্পর্কে সব তথ্য উদ্যোক্তার মোবাইলে আসে এবং আবেদনকারী উদ্যোক্তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এ ধরনের নির্ভরশীলতার সুযোগে উদ্যোক্তা আবেদনের অবস্থা জেনে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে আবেদনকারীর কাছ থেকে সরকার নির্ধারিত ফি'র অতিরিক্ত অর্থ দাবি করেন। মূলত সরকার নির্ধারিত ফি'কে উদ্যোক্তা পর্যাপ্ত মনে করেন না। খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য উদ্যোক্তা ফি ২৫-৫০ টাকা। উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমের সঙ্গে ফোনে বা সশরীরে যোগাযোগ করে অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঘুষ প্রদানের বিনিময়ে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার ডেলিভারি নিশ্চিত করেন। এমতাবস্থায় তিনি নির্ধারিত উদ্যোক্তা ফি'কে অপার্যাপ্ত মনে করে নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর কাছ থেকে অধিক অর্থ আদায়ের পথ সৃষ্টি করেন।

দালালের উপর নির্ভর করে একই ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করে আর্থ-সামাজিকভাবে উঁচু অবস্থানের আবেদনকারী এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ পেলেও আর্থ-সামাজিকভাবে নিচু অবস্থানের আবেদনকারী উক্ত সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। মূলত ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোনো জটিলতা সৃষ্টি হলে উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীরা তাদের শক্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের প্রভাবে সরাসরি ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। তাই এ ধরনের আবেদনকারী দালালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে চান না। এমতাবস্থায় তারা দালালের মাধ্যমে আবেদন করলেও আবেদন ফরমে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর প্রদান করেন এবং এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ পান। অপরদিকে নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর পক্ষে দালাল ছাড়া ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না। তাই তারা দালালের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী আবেদন ফরমে দালালের মোবাইল নম্বর প্রদান করতে সম্মতি দেন এবং এসএমএস প্রাপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। ফলে ভূমি অফিস থেকে প্রেরিত এসএমএস দালালের মোবাইলে আসে এবং দালাল আবেদন দাখিল সম্পন্ন হওয়া থেকে শুরু করে সেবা প্রাপ্তি পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ পান।

স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের দ্বিতীয় নিয়ামক হচ্ছে আবেদনকারী কর্তৃক অনলাইনে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টির (Web Based Application) মাধ্যমে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়া। এক্ষেত্রে আবেদনকারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার সহযোগিতায় আবেদনটি বর্তমানে কোন অবস্থায় আছে সেটি জানতে পারেন। কিন্তু স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের এই নিয়ামকটির ব্যবহার হচ্ছে না। এক্ষেত্রে আবেদনকারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানভেদে কোনো তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না।

অর্থাৎ শিক্ষিত, অশিক্ষিত এবং উঁচু-নিচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের অধিকারী তথা সকল শ্রেণীর আবেদনকারীই স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়া থেকে বিরত থাকেন।

মূলত সকল শ্রেণীর আবেদনকারীদের মধ্যে ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে আবেদনের অবস্থা জানার বিষয়ে সচেতনতার অভাব রয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে প্রচারণার অভাব। প্রশাসন ও ভূমি অফিস অনলাইনের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রচারণা চালিয়েছে। কিন্তু উক্ত প্রচারণায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়ার সুযোগ সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা হয় নি। একইভাবে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারও এ সম্পর্কে কোনো প্রচারণা চালায় নি। ফলশ্রুতিতে জনগণ স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণের এ নিয়ামকটি সম্পর্কে অবহিত নয় বিধায় এটির ব্যবহারও করতে পারে না।

এমতাবস্থায় জনগণ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে উদ্যোক্তাকে ফোন করে বা সশরীরে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে উপস্থিত হয়ে আবেদনের অবস্থা জানতে চান। উল্লেখ্য যে, উদ্যোক্তাও আবেদনের অবস্থা জানার জন্য 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন'টির (Web Based Application) ব্যবহার করেন না। অ্যাপ্লিকেশনটি ভূমি সেবা কত তারিখে পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান করতে অপারগ বিধায় উদ্যোক্তা এটিকে কার্যকর মনে করেন না। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তা ভূমি অফিসে ফোন করে বা সশরীরে উপস্থিত হয়ে আবেদনের অবস্থা জেনে আবেদনকারীকে অবহিত করেন। আবার যেসব আবেদনকারী দলিল লেখক বা দালালের সহযোগিতায় ভূমি সেবার জন্য আবেদন করেছেন তারা উক্ত দালালের কাছে আবেদনের অবস্থা জানতে চান। দালাল তখন ভূমি অফিসের সঙ্গে ম্যানুয়ালী যোগাযোগ করে আবেদনের অবস্থা জেনে আবেদনকারীকে অবহিত করেন।

বাংলাদেশ সরকারের ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটলাইজেশনের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভূমি সেবা হ্রাসনিমুক্ত করা। ভূমি সেবা হ্রাসনিমুক্তকরণ বলতে বোঝায় দালালের দৌরাত্ম্য দূর করা এবং ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ বন্ধ করা। আলোচ্য গবেষণায় দেখা যায়, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় পরিচালিত ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সাধারণ জনগণের হ্রাসনিমুক্তকরণ দূর হয় নি। কারণ দালাল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে পৌঁছে গিয়েছেন। আবার বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উদ্যোক্তার সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে ঘুষ আদায় অব্যাহত রেখেছেন। এমতাবস্থায় ডিজিটলাইজেশনের মাধ্যমে ভূমি সেবাকে হ্রাসনিমুক্ত করার উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয় নি।

দালালের মাত্রাতিরিক্ত প্রভাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারছে না। দালাল আবেদনকারীর কাছ থেকে অর্থের বিনিময়ে ভূমি সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করেন। মূলত দালাল উদ্যোক্তাকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন এনে দেন। উল্লেখ্য যে, দালাল খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র আবেদনকারীর কাছ থেকে সংগ্রহ করে উদ্যোক্তাকে প্রদান করেন। এরপর উদ্যোক্তা উক্ত আবেদনটি সম্পন্ন করে দেন। আবার যেসব জায়গায় রেকর্ড রুম থেকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা ডেলিভারি দেওয়া হয় সেসব জায়গায় দালাল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চার ডেলিভারি বুঝে নিয়ে আবেদনকারীকে প্রদান করেন। দালালের এরূপ অতিরিক্ত প্রভাবে আবেদনকারীর সঙ্গে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তার যোগাযোগ ছাড়াই সংশ্লিষ্ট ভূমি সেবার ডেলিভারি সম্পন্ন হয়।

দালাল ভূমি সেবা পাইয়ে দেওয়ার বিনিময়ে আবেদনকারীর কাছ থেকে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করেন তার একটা অংশ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তাকে প্রদান করেন। খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের জন্য দালাল আবেদনকারীর কাছ থেকে পর্চা প্রতি ৮০০-১২০০ টাকা আদায় করেন। এখান থেকে দালাল উদ্যোক্তাকে ৪০০-৫০০ টাকা প্রদান করেন। আবার ই-নামজারির ক্ষেত্রে দালাল সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর কাছ থেকে ১০,০০০-৫০,০০০ টাকা আদায় করলেও উদ্যোক্তাকে ১০০-২০০ টাকা প্রদান করেন। উদ্যোক্তার মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের আবেদন করা বাধ্যতামূলক বিধায় দালাল আবেদনকারীর কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থের একটি বৃহৎ অংশ উদ্যোক্তাকে প্রদান করেন। অপরদিকে ই-নামজারিতে উদ্যোক্তার এরূপ ভূমিকা না থাকায় দালাল তাকে শুধু আবেদন ফি বাবদ সামান্য টাকা প্রদান করেন। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উপর জনগণের আস্থার অভাব, ভূমি অফিসের সঙ্গে উদ্যোক্তার যোগাযোগের অভাব, ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দালালের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে জনগণ দালালের দ্বারস্থ হয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করে।

আবার হয়রানি দূরীকরণের অন্যতম মাধ্যম ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ বন্ধ করার বিষয়টি পর্যালোচনা করেও নেতিবাচক চিত্র পাওয়া যায়। রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলনের ক্ষেত্রে পূর্বের ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ঘুষ আদায় করতেন। বর্তমান ডিজিটাল ইজেশনের সময়েও রেকর্ড রুম ঘুষ গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য যে, রেকর্ড রুম সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চার আবেদন পাওয়ার পর ইচ্ছাকৃতভাবে ডেলিভারি প্রদান করতে বিলম্ব করে। এরূপ পরিস্থিতিতে জনগণ উদ্যোক্তাকে পর্চার ডেলিভারি পাওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। ফলে উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করলে সেখানকার অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী উদ্যোক্তাকে নিজেদের মধ্যে লিয়াজু স্থাপন করার পরামর্শ দেন। একই সঙ্গে উদ্যোক্তাকে আবেদনকারীর কাছ থেকে অধিক অর্থ বা ঘুষ আদায় করে সেটি অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে ভাগাভাগি করার প্রস্তাব দেন। এমতাবস্থায় উদ্যোক্তা অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর পরামর্শ বা প্রস্তাব মেনে নিয়ে জনগণকে দ্রুত সেবাটি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে অধিক অর্থ বা ঘুষ আদায় করেন। এরপর উক্ত আদায়কৃত অর্থ উদ্যোক্তা রেকর্ড রুমের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে ভাগাভাগি করেন।

বর্তমান ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনায় সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ বিদ্যমান থাকায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন বাঁধাছন্ত হয় এবং ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ অব্যাহত থাকে। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার ইউনিয়ন পরিষদের অধীনস্থ প্রতিষ্ঠান। ফলে জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-নামজারির আবেদন করে ভোগান্তির শিকার হলে উপজেলা ভূমি অফিস কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অপারগ। এ যুক্তিতে উপজেলা ভূমি অফিস জনগণকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের পরিবর্তে ইউনিয়ন ভূমি অফিস থেকে ই-নামজারির আবেদন করতে উৎসাহিত করে। এটি সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে সরাসরি যোগাযোগের পথ সৃষ্টি করে। ইউনিয়ন ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ঘুষের বিনিময়ে জনগণকে ই-নামজারির আবেদন করে দেন। অসাধু কর্মকর্তা বা কর্মচারী উদ্যোক্তাকে ১০০-২০০ টাকা ফি প্রদানের বিনিময়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-নামজারির আবেদন সম্পন্ন করেন। ফলে আবেদনকারী জানতেও পারেন না যে তার আবেদনটি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে দাখিল করা হয়েছে।

আবার ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের প্রতি বৈরিতার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে জনগণের কাছ থেকে ঘুষ আদায় করেন। মূলত অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী ঘুষ আদায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনাকে মেনে নিতে

পারেন না। ফলে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় কোনো ব্যক্তি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-নামজারির আবেদন করলে ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারী উক্ত আবেদনকারীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। এমনকি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করার শাস্তিস্বরূপ আবেদনকারীর কাছে ঘুষ দাবি করেন। উল্লেখ্য যে, আবেদনকারীর শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উপর ভূমি অফিসের ঘুষ আদায়ের পরিমাণ নির্ভর করে। শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীর সঙ্গে দর কষাকষি করে ঘুষের পরিমাণ কমিয়ে কাজিখত সেবা পান। কিন্তু অশিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারী এরূপ দরকষাকষি করতে পারেন না বিধায় তাদের ঘুষের পরিমাণ অধিক।

বাংলাদেশের ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে সেবা সহজীকরণ। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে গ্রামের জনগণকে ডিজিটাল ভূমি সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে সার্বিকভাবে সেবা সহজীকরণ সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গ্রামের জনগণ পূর্বের তুলনায় কম সময়, কম অর্থ বা খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন করছে এবং ই-নামজারির আবেদনও করতে পারছে। তথাপি গ্রামে বসবাসকারী আবেদনকারীদের শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী সেবা সহজীকরণে ভিন্নতা রয়েছে। মূলত শিক্ষিত ও আর্থ-সামাজিকভাবে উঁচু অবস্থানের আবেদনকারী অশিক্ষিত ও আর্থ-সামাজিকভাবে নিঁচু অবস্থানের আবেদনকারীর তুলনায় অধিক কম সময়, কম অর্থ বা খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা পাচ্ছেন। মূলত শিক্ষিত ও আর্থ-সামাজিকভাবে প্রভাবশালী আবেদনকারী অশিক্ষিত ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীর চেয়ে উদ্যোক্তার কাছ থেকে অধিক গুরুত্ব পান যেটি তাকে দ্রুত সেবা প্রাপ্তিতে সহায়তা করে। আবার উদ্যোক্তা শিক্ষিত ও উঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে সমীহ করে সরকার নির্ধারিত ফি'র মাধ্যমে সেবা প্রদান করলেও অশিক্ষিত ও দরিদ্র আবেদনকারীর কাছ থেকে ফি'র অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের মাধ্যমে শোষণ করছেন।

একইভাবে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির চেয়ে অশিক্ষিত ব্যক্তির যাতায়াত সংখ্যা বেশি। শিক্ষিত ব্যক্তি প্রশাসনের উদ্যোগে পরিচালিত প্রচারণা থেকে অবহিত হয়ে আবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়ে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে একবার গিয়েই আবেদন সম্পন্ন করতে পারেন। কিন্তু অশিক্ষিত আবেদনকারীদের পক্ষে উক্ত প্রচারণার সদ্যবহার করা সম্ভব হয় না। তাদেরকে অতিরিক্ত একবার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে যেতে হয় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য। আবার কাজের চাপ থাকা সত্ত্বেও উদ্যোক্তা উন্নত আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে সঙ্গে সঙ্গে সেবা প্রদান করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি কাজের চাপের অজুহাতে দরিদ্র আবেদনকারীকে ফিরে গিয়ে পুনরায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আসতে বলেন।

সর্বোপরি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে কম সময়, কম অর্থ ও কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। এসব প্রতিবন্ধকতার মধ্যে রয়েছে প্রযুক্তিগত দুর্বলতা, আংশিক ডিজিটালাইজেশন, উদ্যোক্তার প্রশিক্ষণের অভাব, নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি ইত্যাদি। উল্লেখ্য যে, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সংযোগের অভাবে মডেমের মাধ্যমে জনগণকে ভূমি সেবা প্রদান করা হয় যেটি অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন। আবার ভূমি অফিসের সার্ভারও দুর্বল প্রকৃতির। এ অবস্থায় অনেক সময় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন করতে স্বাভাবিকের চেয়ে অধিক সময় ব্যয় হয়। অপরদিকে ই-নামজারির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নি। ফলে উক্ত সেবার আবেদন দাখিল করতে গিয়ে উদ্যোক্তা অধিক সময় ব্যয় করেন।

অধিকন্তু আংশিক ডিজিটলাইজেশনের কারণে ই-নামজারির সম্পূর্ণ আবেদন প্রক্রিয়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা সম্ভব হয় না। এ পদ্ধতিতে জনগণকে ম্যানুয়ালী কোর্ট ফি প্রদান করতে হয় বিধায় পুরো আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে অধিক সময় ব্যয় হয়। আবার খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা প্রদান করার ক্ষেত্রে যে জেলা আংশিক ডিজিটলাইজেশন অবলম্বন করছে সেখানে সেবা প্রদানের সময়সীমা সম্পূর্ণ ডিজিটলাইজেশন অবলম্বনকারী জেলার তুলনায় অধিক। উল্লেখ্য যে, আংশিক ডিজিটলাইজেশন সেবা প্রাপ্তিতে অধিক খরচের কারণ হিসেবে দায়ী। আংশিক ডিজিটলাইজেশনে আবেদনকারী ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে ভেঙার বা ভূমি অফিস থেকে তিন গুণ অধিক মূল্যে কোর্ট ফি ক্রয় করে থাকেন। অপরদিকে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি জনগণকে কম যাতায়াতের মাধ্যমে ভূমি সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতিতে একজন মাত্র পুরুষ উদ্যোক্তার উপর কাজের চাপ বেশি থাকায় অনেক সময় আবেদনকারীকে ফিরে গিয়ে সেবা নিতে পুনরায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে আসতে হয়। রক্ষণশীল সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী, তথ্য-প্রযুক্তিতে জ্ঞানের অভাব ইত্যাদি কারণে নারী উদ্যোক্তার পদটি শূন্য থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সব শ্রেণীর আবেদনকারী তথা উঁচু ও নিঁচু আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আবেদনকারীকে স্বচ্ছতার সঙ্গে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রদান করার জন্য উদ্যোক্তার আচরণগত বৈষম্য দূর করা জরুরী। আচরণগত বৈষম্যের অন্যতম কারণ উদ্যোক্তার অর্থলিপ্সা। তাই উদ্যোক্তা ফি বাড়ানোর মাধ্যমে এ ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ দূর করতে উৎসাহিত করা যায়। এছাড়া উদ্যোক্তা কর্তৃক আবেদনকারীকে 'ওয়েব ভিত্তিক অ্যাপ্লিকেশন' (Web Based Application)-এর মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানানোর জন্য ফি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে ভূমি প্রশাসন অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। আবার অশিক্ষিত আবেদনকারী এসএমএস পড়ে আবেদনের অবস্থা অবহিত হতে পারেন না বিধায় তাদেরকে ভূমি অফিস থেকে কল করা যেতে পারে। অধিকন্তু স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারীর স্বপ্রণোদিত হয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা অবহিত হওয়ার সুযোগ সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে। উক্ত প্রচারণা কার্যক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। অন্যদিকে ভূমি সেবা হরানিমুক্ত করতে হলে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে দালালের উপস্থিতি বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে জেলা প্রশাসনের রেকর্ড রুম, উপজেলা ভূমি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ এবং ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আবার ঘুষ গ্রহণের মাধ্যমে ভূমি অফিসের অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীরা জনগণকে হরানি করছে। এসব অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করতে হবে। অধিকন্তু শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর আবেদনকারীকে কম সময়, কম খরচ এবং কম যাতায়াতের মাধ্যমে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রদান করার জন্য প্রতিবন্ধকতাসমূহ তথা আংশিক ডিজিটলাইজেশন, নারী উদ্যোক্তার অনুপস্থিতি, উদ্যোক্তার অদক্ষতা ও বৈষম্যমূলক আচরণ, প্রযুক্তিগত দুর্বলতা প্রভৃতি দূর করা জরুরী।

গল্পপুঞ্জি

ইসলাম, ত. আ. (২০১৪, মার্চ ০৫). নামজারি কীভাবে করবেন. প্রথম আলো. প্রাপ্তির উৎস

<https://www.prothomalo.com/lifestyle/article/160942/%C3%A0%C2%A6%C2%A8%C3%A0%C2%A6%C2%BE%C3%A0%C2%A6%C2%AE%C3%A0%C2%A6%C5%93%C3%A0%C2%A6%C2%BE%C3%A0%C2%A6%C2%B0%C3%A0%C2%A6%C2%BF%C3%A0%C2%A6%E2%80%A2%C3%A0%C2%A7%E2%82%AC%C3%A0%C2%A6%C2%AD%C3%A0%C2%A6%C2%BE%C3%A0%C2%A6%C2%AC%C3%A0%C2%A7%E2%80%A1%C3%A0%C2%A6%E2%80%A2%C3%A0%C2%A6%C2%AC%C3%A0%C2%A7%E2%80%A1%C3%A0%C2%A6%C2%A8>, প্রাপ্তির সময়কাল ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

খান, ম. ন. ই. (২০০৮). ভূমি আইনের সহজ পাঠ. ঢাকা: রিসার্চ ইনিশিয়েটিভস্ বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (১৯৯৭, এপ্রিল ১৬). কৃষি খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা-১৯৯৭. ভূমি মন্ত্রণালয়. প্রাপ্তির উৎস <http://www.clcbd.org/document/93.html>, প্রাপ্তির সময়কাল ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৪). ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম. প্রাপ্তির উৎস <http://dlms.gov.bd/>, প্রাপ্তির সময়কাল ০৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৫). উদ্ভাবনী প্রতিবেদন-২০১৫. ভূমি মন্ত্রণালয়. প্রাপ্তির উৎস <https://minland.gov.bd/>, প্রাপ্তির সময়কাল ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৭). জেলা রাজস্ব সভায় ই-নামজারি কার্যক্রম আলোচ্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্তকরণ. ভূমি মন্ত্রণালয়. প্রাপ্তির উৎস

http://lrb.portal.gov.bd/sites/default/files/files/lrb.portal.gov.bd/page/b5366903_bea1_41de_813c_6cd15ed16097/41.pdf, প্রাপ্তির সময়কাল ১১ সেপ্টেম্বর, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৮). ই-নামজারি বাস্তবায়ন. ভূমি সংস্কার বোর্ড. প্রাপ্তির উৎস www.lrb.gov.bd, প্রাপ্তির সময়কাল ১৫ জানুয়ারি, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৯ক). বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৮-১৯ (খসড়া). ভূমি সংস্কার বোর্ড. প্রাপ্তির উৎস https://minland.portal.gov.bd/site/annual_reports/9ad0d25c-9597-47cf-9d57-151d73903956, প্রাপ্তির সময়কাল ০৫ জানুয়ারি, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৯খ). ই-নামজারি স্মরণিকা. ভূমি সংস্কার বোর্ড. প্রাপ্তির উৎস <http://lrb.portal.gov.bd/>, প্রাপ্তির সময়কাল ১০ জানুয়ারি, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৯গ). ভূমি বার্তা. ভূমি মন্ত্রণালয়. প্রাপ্তির উৎস

https://minland.portal.gov.bd/sites/default/files/files/minland.portal.gov.bd/reports/01e2fa51_e7e0_482c_8110_fbaab1ff1667/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A4%E0%A6%BE%20Bhumi%20Barta_1st%20Ed_011019.pdf, প্রাপ্তির সময়কাল ২১ মার্চ, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৯ঘ). অনলাইনে মাঠ পর্যায়ের ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সফটওয়্যারের জন্য ০২ দিনের ToT প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী মনোনয়ন প্রসঙ্গে. প্রাপ্তির উৎস

<http://lrb.portal.gov.bd/site/notices/5023d90a-235f-4e8f-b62d->, প্রাপ্তির সময়কাল ২২ মার্চ, ২০২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার. (২০১৯ঙ). সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর হ্যান্ডবুক. ঢাকা: জি. জি. অফসেট প্রেস
জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো. (২০২০). আরএস খতিয়ান. প্রাপ্তির উৎস

http://173.212.223.213/emutation/lisf/land_portal/pages/R-S-Khotian, প্রাপ্তির সময়কাল
২৬ এপ্রিল, ২০২০

প্রথম আলো. (২০১৭, জানুয়ারি ২৯). ভূমি বিরোধজনিত সমস্যার কারণ আইনি জটিলতা ও সামাজিক সংকট. প্রথম আলো. পৃষ্ঠা: ০১

প্রথম আলো. (২০১৯ক, নভেম্বর ০৬). ভোগান্তি ছাড়াই ঘরে আসছে জমির পর্চা. প্রথম আলো. পৃষ্ঠা: ০৫

প্রথম আলো. (২০১৯খ, নভেম্বর ১০). ভোগান্তি কমাচ্ছে ভূমি ই-নামজারি. প্রথম আলো. পৃষ্ঠা: ১৬

প্রথম আলো. (২০১৯গ, সেপ্টেম্বর ১৭). ভূমির নামজারিতে সময় কমাচ্ছে অনলাইন. প্রথম আলো. পৃষ্ঠা: ০৫

প্রথম আলো. (২০১৯ঘ, মার্চ ০৬). ভূমির ভোগান্তি কমবে কি. প্রথম আলো. পৃষ্ঠা: ০১

প্রথম আলো. (২০১৯ঙ, নভেম্বর ২৯). নামজারি সংক্রান্ত সব সেবা অনলাইনে. প্রথম আলো. পৃষ্ঠা: ০৩

প্রথম আলো. (২০১৯চ, সেপ্টেম্বর ১৯). ভূমি অফিসে যত কম যেতে হবে দুর্নীতি তত কমবে: ভূমিমন্ত্রী. প্রথম আলো. পৃষ্ঠা: ০৫

বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন.(২০২০). ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার. প্রাপ্তির উৎস

<http://www.bangladesh.gov.bd/site/page/0c7e9be3db6b4679913b0f347ab411ea/%E0%A6%87%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B0>, প্রাপ্তির সময়কাল ২৩ জুলাই, ২০২০

ভূমি সংস্কার বোর্ড. (২০১৮). ই-নামজারি ব্যবস্থাপনা: আবেদনের টিউটোরিয়াল. প্রাপ্তির উৎস

<https://www.zoutube.com/watch?v=zFrR4aSI0uU>, প্রাপ্তির সময়কাল ০৭ এপ্রিল, ২০২০

ভূমি সংস্কার বোর্ড. (২০১৯, ফেব্রুয়ারি ১০). ই-নামজারি. প্রাপ্তির উৎস

<https://www.zoutube.com/watch?v=zvUhLQu4cTQ>, প্রাপ্তির সময়কাল ০৮ এপ্রিল, ২০২০

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর. (২০১৪, মে ০৫). ডিজিটাল জরিপ. প্রাপ্তির উৎস

<http://www.dlrs.gov.bd/site/page/e0e6bab4fa7445808a231a1093a97e83/%E0%A6%A1%E0%A6%BF%E0%A6%9C%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BE%E0%A6%B2-%E0%A6%9C%E0%A6%B0%E0%A6%BF%E0%A6%AA>, প্রাপ্তির সময়কাল
২০ জুন, ২০২০

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর. (২০২০ক). ডিজিটাল জরিপের নির্দেশিকা. প্রাপ্তির উৎস

<http://www.dlrs.gov.bd/site/page/e1b17ecc-2157-4a75-9013-927d25531433/->, প্রাপ্তির
সময়কাল ১৭ মে, ২০২০

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর. (২০২০খ). জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস. প্রাপ্তির উৎস

<http://www.dlrs.gov.bd/site/page/d2021601a51f45f79563be0c281bb2cd/ZonalSettlement-Officers>, প্রাপ্তির সময়কাল ১১ মে, ২০২০

মালেক, ম. আ. (২০০৫). খতিয়ান সংক্রান্ত আইন ও খতিয়ান সংশোধনের মামলা. ঢাকা: মডার্ন কম্পিউটার

সরকার, জ. ন. (২০১৭). বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইন. ঢাকা-চট্টগ্রাম: কামরুল বুক হাউস

সরকার, ব. (২০১৯). জমিজমার খতিয়ান এবং কবলা স্বত্ব. ঢাকা-চট্টগ্রাম: কামরুল বুক হাউস

সমকাল. (২০১৫, আগস্ট ২৪). ভূমির প্রতিটি ধাপে দুর্নীতি. সমকাল. প্রাপ্তির উৎস

<https://samakal.com/bangladesh/article/1508157463/%E0%A6%AD%E0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BF%E0%A6%9F%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A6%BE%E0%A6%AA%E0%A7%87%E0%A6%A6%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%80%E0%A6%A4%E0%A6%BF>, প্রাপ্তির সময়কাল ০৯
জানুয়ারি, ২০২০

হক, ক. এ. (২০০৮). ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ. ঢাকা: বাংলা একাডেমি

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০. প্রাপ্তির উৎস <http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-241.html>, প্রাপ্তির সময়কাল
০৮ জানুয়ারি, ২০২০

a2i. (2017). Union Digital Centers: Reaching the Unreached Through an Innovative Public Private Entrepreneurship Model. a2i. Retrieved from

<https://a2i.gov.bd/publication/union-digital-centers/>, retrieved on 13 August, 2019

a2i. (2018). A TCV+Satisfaction Survey on 'Land e-Porcha' Service from UDC: An Impact Analysis. a2i. Retrieved from https://a2i.gov.bd/wp-content/uploads/2018/11/TCV-Satisfaction-Survey-on-%E2%80%98Land-e-Porcha%E2%80%99ServicefromUDC_An-Impact-Analysis.pdf, retrieved on 02 July, 2019

- a2i.(2020). *Digital Centers*. Retrieved from <https://a2i.gov.bd/one-stop-shop-2/#1510318258673-86e9e595-5997>, retrieved on 05 May, 2020
- Adeoye, A. A. & Mensah, A. (2008). Computerised Land Management Systems as a Tool for Good Governance. Retrieved from https://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2008/papers/ts02b/ts02b_04_adeoye_mensah_2515.pdf, retrieved on 20 July, 2019
- Aquilina, P. (2017, November 30). Improving Public Service through Simplification. Retrieved from <https://www.mita.gov.mt/en/ict-features/Pages/2017/Improving-Public-Service-through-simplification.aspx>, retrieved on 20 November, 2019
- Attwood, H. & Braathen, E. (2010). Telecentres and Poor Communities in South Africa: What Have We Learnt?. Retrieved from http://www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/attwood_braathen%20_telecentres.pdf, retrieved on 20 April, 2019
- Ayoung, D.A., Abbott, P. & Kashefi, A. (2016). The Influence of Intangible (Soft) Constructs on the Outcome of Community ICT Initiatives in Ghana: A Gap Archetype Analysis. *The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*. Retrieved from <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/j.1681-4835.2016.tb00562.x>, retrieved on 20 October, 2019
- Bakshi, R. K. & Rahman, T. (2016). Expansion of Selected Services through Union Digital Centers: Bangladesh Priorities. Retrieved from https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/bakshi_udcs.pdf, retrieved on 02 March, 2019
- Begum, M. U. A. (2017). Union Digital Centre, a Step Towards Digital Bangladesh: Has It Got Institutional Roots?. Retrieved from http://www.northsouth.edu/newassets/files/ppgresearch/PPG_6th_Batch/ulfats_thesis.pdf, retrieved on 8 May, 2020
- Cecchini, S. & Raina, M. (2005). Electronic Government and the Rural Poor: The Case of Gyandoot. *ResearchGate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/24090515_Electronic_Government_and_the_Rural_Poor_The_Case_of_Gyandoot, retrieved on 03 March, 2018

- Cho, B. & Yoo, J. (2015). How Innovations in Land Administration Reform Improve on Doing Business: Cases from Lithuania, the Republic of Korea, Rwanda and the United Kingdom. Retrieved from <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/SpecialReports/Innovations-in-land-administration.pdf>, retrieved on 06 November, 2018
- Connect Task. (2014, March 20). Union Information and Service Centre. Retrieved from <http://connecttask.com/2014/03/20/union-information-and-service-centre-uiscanoveldigital-service-of-bangladesh/>, retrieved on 14 December, 2019
- Das, B. (2019). The Role of Union Digital Centre to Ensure People's Participation at Sylhet Sadar, Bangladesh. *Review of Public Administration and Management*. Retrieved from <https://www.longdom.org/open-access/the-role-of-union-digital-centre-to-ensure-peoples-participation-at-sylhetsadar-bangladesh-18984.html>, retrieved on 01 January, 2020
- Dewett, K. K. (1972). *The Modern Economic Theory*. New Delhi: Shyam Lal Charitable Trust
- Dhaka Tribune. (2017, December 03). TIB: Officials reluctant to digitalize land management. *Dhaka Tribune*. Retrieved from <https://www.dhakatribune.com/bangladesh/corruption/2017/12/03/tib-officials-reluctant-digitalize-land-management>, retrieved on 12 February, 2020
- Enemark, S. (2005). *Land Management and Development*. Paper Presented at the CLGE International Conference, 2005: European Professional Qualifications in Geodetic Surveying, Brussels. Retrieved from <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.492.7860&rep=rep1&type=pdf>, retrieved on 20 September, 2019
- Faroqi, M. G. (2015). An Assessment of E-government: Case Study on Union Digital Centres (UDC) in Bangladesh. *Australian Journal of Sustainable Business and Society*. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/7353/9ab059846f4f9d140d30156f2269b548bb12.pdf>, retrieved on 03 January, 2019
- Furuholt, B. & Saebo, O. (2017). The role telecentres play in providing e-government services in rural areas: A longitudinal study of internet access and e-government services in Tanzania. *Wiley Online Library*. Retrieved from

- <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/isd2.12006>, retrieved on 10 November, 2018
- Hasan, S. (2015). Public Information Centre as E-service Delivery Channel: The Case of Union Digital Centre in Bangladesh. *Public Affairs and Governance*, 3 (1), 41-55
- Hasan, M. I. (2017). Land Administration in Bangladesh: Problems and Analytical Approach to Solution. *International Journal of Law*. Retrieved from <http://www.lawjournals.org/download/101/3-1-39-601.pdf>, retrieved on 06 February, 2020
- Hasan, M. N., Hossain, M. S., Bari, M. A. & Islam, M. R. (2013). Agricultural Land Availability in Bangladesh. *ResearchGate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/259951473_Agricultural_Land_Availability_in_Bangladesh, retrieved on 16 December, 2018
- Hasanuzzaman & Lomborg, B. (2019, September 10). Prioritising Land Information Service Framework (LISF) for stronger e-Mutation service. *Bdnews24.com*. Retrieved from <https://opinion.bdnews24.com/2019/09/10/prioritising-landinformationserviceframework-lisf-for-stronger-e-mutation-service/>, retrieved on 20 September, 2019
- Hasnayan, M. E. & Sultana, M. S. (2016). Development of a2i Access Information: A Study on Digital Bangladesh. *Research Journal of Mass Communication and Information Technology*. Retrieved from <https://iiardpub.org/get/RJMCIT/VOL.%202%20NO.%202%202016/Development%20of%20a2i%20Access%20Information.pdf>, retrieved on 04 August, 2019
- HEFLO. (2015). Business Process Reengineering Examples-Understand and Learn from them. Retrieved from <https://www.heflo.com/blog/bpm/businessprocessreengineeringexamples/>, retrieved on 05 August, 2019
- Hoque, S.M.S & Mahiuddin, K.M.(2013). Union Information and Service Centers (UISCs): Enabling E-Services for Rural Community. *Asian Studies*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/303045150_Union_Information_Service_Centers_UISCs_Enabling_E-services_for_Rural_Community, retrieved on 07 August, 2019

- Hussain, T. (2015). Land Management. *Banglapedia*. Retrieved from http://en.banglapedia.org/index.php?title=Land_Management, retrieved on 20 August, 2018
- Islam, M. T. (2018). *Land Law: Text, Cases & Materials*. Dhaka: Centre for Human Rights and Legal Research
- Iyer, L. S. (2017). E-Governance Implementation in the Telecentres of Karnataka, India: Costs, Governance & Benefits. *ResearchGate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/316901823_EGovernance_Implementation_in_the_Telecentres_of_Karnataka_India_Costs_Governance_Benefits, retrieved on 10 November, 2018
- Kalantari, M., Rajabifard, A., Wallace, J. & Williamson, I. (2005). Toward e-Land Administration: Australian Online Land Information Services. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/07ad/276d87ee23756224aab551b390aa9f4f03db.pdf>, retrieved on 20 December, 2018
- Kaufmann, H. R. (2014). *Handbook of Research on Managing and Influencing Consumer Behavior*. Retrieved from https://books.google.com.bd/books?id=GiKXBQAAQBAJ&pg=PA226&lpg=PA226&dq=public%20service%20simplification&source=bl&ots=Cgdd3pxe8&sig=ACfU3U1nh5qrj47UHAlsYj31uYosR8QBRA&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwis04fpu_jnAhVaeysKHVclBWgQ6AEwDHoECAkQAQ&fbclid=IwAR28olwqIk2tEsFCeYDwMyVOyL9EPnB7iqAb4RqteUK3UwJ1hE34vz2nRo#v=onepage&q=public%20service%20simplification&f=false, retrieved on 30 December, 2019
- Khan, S., Toaha, M. & Awal, M. A. (2009). Automated Digital Archive for Land Registration and Records. *International Technology Management Review*. Retrieved from <https://download.atlantis-press.com/article/4422.pd>, retrieved on 7 April, 2019
- Mamun, M. A. & Begum, M. U. A. (2018). Sustainability of Union Digital Centre in Bangladesh: Has It Got Institutional Roots?. *European Journal of Social Sciences Studies*. Retrieved from https://pdfs.semanticscholar.org/1a98/0a70a2845936f6d83195290547b6c89124b1.pdf?_ga=2.210493973.1429581952.1579615783-1536584032.1576951894, retrieved on 10 November, 2019

- Ministry of Land. (2019a, October 01). *An Overview of Present Land Administration and Management in Bangladesh*. Retrieved from <https://minland.gov.bd/site/page/6d032730-5948-4022-91a4da20d2caa520/Overview-of-Land-Management->, retrieved on 01 October, 2019
- Ministry of Land. (2019b, October 01). *Services: Land Management Related*. Retrieved from <https://minland.gov.bd/>, retrieved on 01 October, 2019
- Ministry of Land. (2019c, October 04). *Land Development Tax (LD Tax)*. Retrieved from <https://minland.gov.bd/site/page/344fe8deb4b845ec89f1a20b2ef5c6c1/%E0%A6%ADE0%A7%82%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8-%E0%A6%95%E0%A6%B0>, retrieved on 04 October, 2019
- Mitra, J. K. (1958). *Economics-Micro and Macro*. Calcutta: World Press Private Ltd.
- New Age. (2019, September 18). All land management issues need to go digital. *New Age*. Retrieved from <https://www.newagebd.net/article/84835/all-land-management-issues-need-to-go-digital>, retrieved on 05 January, 2020
- Parys, M. & Thijs, N. (2003). Business Process Reengineering; or How to Enable Bottom Up Participation in a Top Down Reform Programme. Retrieved from http://steunpuntbov.be/rapport/s0306004_egpa.pdf, retrieved on 02 September, 2019
- Rahman, D. S. H & Talukder, S. K. (2016). The Costs and Benefits of Digitization of Land Records Via Simplified Application Process. Retrieved from https://www.copenhagenconsensus.com/sites/default/files/rahman_talukder_land_digitization.pdf, retrieved on 21 March, 2019
- Rahman, B. (2017). Union Digital Centre: Reaching E-Services to Rural Citizens' Doorsteps. *Daily Sun*. Retrieved from <https://daily-sun.com/arcprint/details/270078/Union-Digital-Centre:-ReachingEServices-to-Rural-Citizens%E2%80%99-Doorsteps/2017-11-21>, retrieved on 3 August, 2019
- Roy, P. K. (2008). *Bangladesh Dark Facets of Land Rights and Management: With Directions to Agrarian Reform*. Dhaka: A H Development Publishing House
- Saif, A. N. M. & Hawlader, M. S. (2019). Land E-Mutation System in Bangladesh: An Exploratory Study of A2I (Access to Information) Program. *ResearchGate*. Retrieved

- from https://www.researchgate.net/publication/336666122_LAND_eMUTATION_SYSTEM_IN_BANGLADESH_AN_EXPLORATORY_STUDY_OF_A2I_PROGRAM,
retrieved on 01 January, 2020
- Saleheen, S. A. (2015). Public Service Delivery-Role of Union Digital Centre (UDC) and Impact on Improving Governance and Development: A Case Study of Narayanganj District, Bangladesh. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/2bf5/050dcaa34f379bb3df68771a8d5128a4a62b.pdf>,
retrieved on 02 January, 2019
- Science Daily. (2019). Sustainable Land Management. *Science Daily*. Retrieved from https://www.sciencedaily.com/terms/sustainable_land_management.htm, retrieved on 10 September, 2019
- Siar, S.V. (2005). E-governance at the local government level in the Phillipines: An assessment of city government websites. *ResearchGate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/313555878_Egovernance_at_the_local_government_level_in_the_Philippines_An_assessment_of_city_government_websites,
retrieved on 3 August, 2019
- Talukder, S. K., Sakib, M. I. I. & Rahman, M. M. (2014). Digital land management system: A new initiative for Bangladesh. *ResearchGate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/274458919_Digital_land_management_system_A_new_initiative_for_Bangladesh, retrieved on 3 November, 2018
- Tembo, E. & Kampamba, J. (2014). Land Registration in a Digital Environment. *ResearchGate*. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/282908961_Land_Registration_in_a_Digital_Environment_Land_Registration_in_a_Digital_Environment, retrieved on 10 April, 2019
- The Financial Express. (2018, July 05). Why is automation of land registration taking so much?. *The Financial Express*. Retrieved from <http://www.thefinancialexpress.com.bd/views/opinions/whyisautomationoflandregistration-taking-so-much-time-1530721504>, retrieved on 15 April, 2019
- Transparency International Bangladesh. (2015, August 23). Land Management and Services in Bangladesh: Governance Challenges and Way-forward. *Transparency International*

- Bangladesh*. Retrieved from https://www.tibangladesh.org/beta3/images/2015/fr_ds_land_15_en_v4.pdf, retrieved on 05 March, 2019
- Transparency International Bangladesh. (2017, December 03). Union Digital Centers (UDCs) in Delivering Services: Roles, Potentials and Challenges. *Transparency International Bangladesh*. Retrieved from https://www.tibangladesh.org/beta3/images/2017/UDC/Full_Report_UDC_02122017.pdf, retrieved on 15 September, 2018
- The Daily Star. (2017, December 04). Union digital centres lack capacity: Says TIB study. *The Daily Star*. Retrieved from <https://www.thedailystar.net/city/union-digital-centres-lack-capacity-1499788>, retrieved on 20 February, 2019
- The Financial Express. (2019, November 13). Scorecard improves land e-mutation efficiency. *The Financial Express*. Retrieved from <https://thefinancialexpress.com.bd/views/scorecard-improves-land-e-mutation-efficiency-1573654236>, retrieved on 02 January, 2020
- Uddin, G. (2012). E-governance of Bangladesh: Present Scenario, Expectation, Ultimate Target and Recommendation. *International Journal of Scientific & Engineering Research*. Retrieved from <https://www.ijser.org/researchpaper/E-governance-of-Bangladesh-Present-Scenario-Expectation-Ultimate-Target-andRecommendation.pdf>, retrieved on 01 September, 2019
- Wahab, A. & Dahalin, M. D. (2012). Assessing the Catalyst and the Barriers to Rural Community Based Telecentre Usage. *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/8fa8/792a3d3801a2538a204db9754c93c354e642.pdf>, retrieved on 06 September, 2019
- Zaman, H. (2015, February 05). Service Delivery Process Innovation: Insights from Digital Bangladesh. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/2157930X.2015.1009698>, retrieved on 09 September, 2019

সাক্ষাৎকার

ক) সেবা গ্রহীতা

ডিজিটরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

জয়নাল, ম. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মশিউর, ম. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

রহমান, ম. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মিয়া, ত. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

ইসলাম, র. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আলমগীর, ম. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মিয়া, খ. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হাবিব, এ. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

লতিফ, আ. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আলমগীর, ম. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

বিলাস, ফ. র. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

সরকার, স. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

যত্নাইল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

মণ্ডল, ন. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

জসিম, ম. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

রায়, র. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

কাফি, ম. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

লতিফ, আ. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

ইলিয়াস, ম. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আহমেদ, আ. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

ওয়ালিদ, ম. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

শহীদ, ম. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হালদার, প. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

সরকার, ন. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

জলিল, আ. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

পয়ালগাছা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, বরুড়া, কুমিল্লা

মিয়া, র. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হোসেন, ম. ই. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হাসান, খ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

বকর, আ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

কামাল, আ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আহসান, ম. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

বদিউজ্জামান, আ. ক. ম. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

সুজন, ম. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হোসেন, ছ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হোসেন, ম. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হক, জ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

শরীফ, ম. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

জগন্নাথপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

কালাম, আ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

রহমান, ম. (২০২০, ১৯ মার্চ). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

হোসেন, আ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

করিম, আ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

খান, ম. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

রফিক, ম. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

আমিন, র. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মতিন, ম. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

রহমান, ম. শ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মনির, ম. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

বেগম, ম. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

মোহন, য. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ

খ) উদ্যোক্তা

বর্মণ, স. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. জিজিরা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

মণ্ডল, স. চ. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. যন্ত্রাইল ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

তানিম, ম. ম. হ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. পয়ালগাছা ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, বরুড়া, কুমিল্লা

শিমুল, আ. ন. ম. ম. র. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. জগন্নাথপুর ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

গ) রেকর্ড কিপার

হোসেন, ম. জ. (২০২০, মার্চ ১৬). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. রেকর্ড রুম, ঢাকা জেলা প্রশাসন

হানিফ, আ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. রেকর্ড রুম, কুমিল্লা জেলা প্রশাসন

ঘ) সহকারী কমিশনার (রেকর্ড রুম)

হালিম, ম. আ. (২০২০, মার্চ ১৬). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. রেকর্ড রুম, ঢাকা জেলা প্রশাসন

মোস্তফা, ম. গ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. রেকর্ড রুম, কুমিল্লা জেলা প্রশাসন

ঙ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)

সোহেল, ম. ক. হ. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. কেরানীগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস, ঢাকা

ইসলাম, ম. র. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. নবাবগঞ্জ উপজেলা ভূমি অফিস, ঢাকা

ইসলাম, ম. আ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. বরুড়া উপজেলা ভূমি অফিস, কুমিল্লা

ফয়সাল, এ. কে. এম. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. আদর্শ সদর উপজেলা ভূমি অফিস, কুমিল্লা

চ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার

নাথ, অ. দ. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. কেরানীগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা

মনজু, এইচ. এম. স. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. নবাবগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা

ইসলাম, ম. আ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. বরুড়া উপজেলা, কুমিল্লা

আফরিন, জ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. আদর্শ সদর উপজেলা, কুমিল্লা

ছ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)

মেহেদী, ম. ই. (২০২০, মার্চ ৩১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. ঢাকা জেলা প্রশাসন

উদ্দিন, ম. ম. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. কুমিল্লা জেলা প্রশাসন

জ) এটুআই কর্মকর্তা

শান্ত, ম. ম. (২০২০, জানুয়ারি ০৫). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. ইয়ং প্রফেশনাল, ডিজিটাল এক্সেস টিম, এটুআই

হোসেন, ক. (২০২০, জানুয়ারি ০৬). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, ডিজিটাল এক্সেস টিম, এটুআই

ঝ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান

হোসেন, ম. সা. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. জিজিরা ইউনিয়ন পরিষদ, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

সিংহ, ন. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. যন্ত্রাইল ইউনিয়ন পরিষদ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

উদ্দিন, স. ম. ম. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. পয়ালগাছা ইউনিয়ন পরিষদ, বরুড়া, কুমিল্লা

মামুন, ম. ম. র. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. জগন্নাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

এঃ) দলিল লেখক বা দালাল

মিরাজ, ক. খ. ম. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. কেরানীগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিস, ঢাকা

কবিরাজ, ব. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. নবাবগঞ্জ সাব রেজিস্ট্রি অফিস, ঢাকা

বাবুল, ম. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. বরুড়া সাব রেজিস্ট্রি অফিস, কুমিল্লা

করিম, আ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. সাব রেজিস্ট্রি অফিস, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

ট) সুশীল সমাজ

রায়হান, ম. আ. (২০২০, মার্চ ০৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. প্রধান শিক্ষক, জিঞ্জিরা পীর মোহাম্মদ পাইলট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা

জলি, জ. আ. (২০২০, মার্চ ১১). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. সহকারী শিক্ষক, মোহাব্বতপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নবাবগঞ্জ, ঢাকা

কাদের, ম. আ. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. প্রধান শিক্ষক, পয়ালগাছা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, বরুড়া, কুমিল্লা

আহমেদ, ক. (২০২০, মার্চ ১৮). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. অধ্যাপক, ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

মজুমদার, ফ. আ. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. প্রধান শিক্ষক, বালুতোপা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

চৌধুরী, আ. ম. (২০২০, মার্চ ১৯). ব্যক্তিগত যোগাযোগ. অধ্যাপক, চৌদ্দগ্রাম সরকারি কলেজ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা

- ২। আপনার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন করার সুযোগ সম্পর্কে কখন এবং কিভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন?
- ৩। অনলাইনের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন করার জন্য কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এবং কোন ধরনের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন?
- ৩.১। প্রশিক্ষণ না পেয়ে থাকলে কিভাবে ভূমি সেবা প্রদান করছেন?
- ৪। অনলাইনের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন দাখিল করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কে বলুন।
- ৫। পর্চা উত্তোলন বা ই-নামজারির আবেদন করার পর ভূমি অফিসকে কিভাবে ফি পাঠাচ্ছেন, সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলুন।
- ৬। মোবাইল ব্যাংকিং-এর মাধ্যমে ভূমি অফিসকে ফি প্রদান করার ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?
- ৭। পর্চা উত্তোলন বা ই-নামজারির আবেদন করার জন্য ভূমি অফিস নির্ধারিত উদ্যোক্তা ফি সম্পর্কে বলুন।
- ৮। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে আবেদন করার পর আবেদনকারী কী ধরনের অভিযোগ নিয়ে আসে?
- ৯। আবেদন দাখিলের পর আবেদনের অবস্থা জানার উপায় সম্পর্কে বলুন।
- ১০। আপনার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবার আবেদন করার পর আবেদনকারী কিভাবে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ পান?
- ১১। ট্র্যাকিং নম্বর ব্যবহার করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদনের অবস্থা জানার সুযোগ সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কিভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন?
- ১২। আপনার এলাকার দলিল লেখকদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন, সে সম্পর্কে বলুন।
- ১৩। আপনার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীর যাতায়াত সম্পর্কে বলুন।
- ১৪। দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীর কাছ থেকে কী ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন?
- ১৫। সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন, সে সম্পর্কে বলুন।
- ১৬। ভূমি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারা আপনি কী ধরনের হয়রানির শিকার হচ্ছেন?
- ১৭। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সহজে ভূমি সেবা প্রদান করার জন্য সরকারের কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?
- ১৮। অনলাইনের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন দাখিল করতে গিয়ে কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন?

১৯। ভূমি সেবা প্রদান করার ক্ষেত্রে আপনার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের অবকাঠামোগত সক্ষমতা সম্পর্কে বলুন।

২০। সুষ্ঠুভাবে ভূমি সেবা প্রদানের জন্য আপনার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে কী কী উপকরণ থাকা জরুরী বলে মনে করেন?

২১। আপনার ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে যেসব আবেদনকারী পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন করেছেন তাদের সম্পর্কে বলুন।

গ) রেকর্ড রুমে নিযুক্ত রেকর্ড কিপার এবং সহকারী কমিশনার (রেকর্ড রুম)-এর সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নপত্র (কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

নাম: লিঙ্গ: বয়স:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেলা: বিভাগ:

ফোন নম্বর:

১। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে রেকর্ড রুম থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন।

২। এ পদ্ধতিতে জনগণ পর্চা উত্তোলনের কোন কোন স্তরে এসএমএস পাচ্ছে?

৩। জনগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলনের আবেদন দাখিল করার পর আবেদনের অবস্থা কিভাবে জানতে পারে?

৪। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততার কারণে পর্চা উত্তোলন পূর্বের তুলনায় কতখানি সহজ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৫। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পর্চা উত্তোলনের ফলে দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীর দৌরাভ্য কতখানি হ্রাস পেয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ঘ) সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নপত্র (কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

নাম: লিঙ্গ: বয়স:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: উপজেলা: জেলা:

বিভাগ: ফোন নম্বর:

১। আপনার উপজেলায় ই-নামজারির আবেদন করার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের ভূমিকা সম্পর্কে বলুন।

২। অত্র উপজেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-নামজারির আবেদন করার সুযোগ সম্পর্কে কিভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন, সে সম্পর্কে বলুন।

৩। আপনার উপজেলায় ই-নামজারির ফি প্রদান প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলুন।

৪। ই-নামজারির কোর্ট ফি ম্যানুয়ালী প্রদান করার কারণ সম্পর্কে বলুন। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

৫। ই-নামজারির ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল কোর্ট ফি জনগণ কোথা থেকে সংগ্রহ করতে পারবে, সে সম্পর্কে বলুন। (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

ঙ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নপত্র (কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

নাম: _____ লিঙ্গ: _____ বয়স: _____

শিক্ষাগত যোগ্যতা: _____ উপজেলা: _____ জেলা: _____

বিভাগ: _____ ফোন নম্বর: _____

১। আপনার উপজেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা তথা খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে কিছু বলুন।

২। অত্র উপজেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে জনগণের পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে কখন এবং কিভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন?

৩। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কারণে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি কতখানি সহজ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৪। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানের ফলে দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীর দৌরাত্য কতখানি হ্রাস পেয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৫। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদানের ফলে ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ কতখানি বন্ধ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৬। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সুষ্ঠুভাবে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তির পেছনে কী কী সমস্যা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৭। এসব সমস্যা দূর করার জন্য আপনার পরামর্শ কী?

৮। আপনার উপজেলায় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালকরণে কী কী সমস্যা বিদ্যমান?

৯। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালকরণে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ কিভাবে সমাধান করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

চ) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)-এর সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নপত্র (কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

নাম: লিঙ্গ: বয়স:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেলা: বিভাগ:

ফোন নম্বর:

১। আপনার জেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা তথা খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে কিছু বলুন।

২। অত্র জেলায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে জনগণের পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে কখন এবং কিভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন?

৩। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে উদ্যোক্তাদের কখন এবং কিভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন?

৪। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের ফলে ভূমি সংক্রান্ত সেবায় কতখানি স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৫। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা গ্রহণের ফলে দালাল বা মধ্যস্থত্বভোগীর দৌরাত্ম্য কতখানি হ্রাস পেয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৬। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের কারণে ভূমি সংক্রান্ত সেবাসমূহের প্রাপ্তি কতখানি সহজ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৭। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সুষ্ঠুভাবে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তির পেছনে কী কী সমস্যা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৮। এসব সমস্যা দূর করার জন্য আপনার পরামর্শ কী?

৯। আপনার জেলায় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালকরণে কী কী সমস্যা বিদ্যমান?

১০। ভূমি ব্যবস্থাপনাকে সম্পূর্ণরূপে ডিজিটালকরণে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ কিভাবে সমাধান করা যায় বলে আপনি মনে করেন?

ছ) এটুআই কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নপত্র (কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

নাম: লিঙ্গ: বয়স:

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পদবী: ফোন নম্বর:

- ১। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চা উত্তোলন পদ্ধতি সম্পর্কে বলুন।
- ২। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলুন।
- ৩। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলন এবং ই-নামজারির আবেদন প্রক্রিয়া কতখানি ডিজিটলাইজ হয়েছে?
- ৪। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলন ফি এবং ই-নামজারির কোর্ট ফি কিভাবে প্রদান করা যায়?
- ৫। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং ই-নামজারির আবেদন করার ক্ষেত্রে কী কী প্রতিবন্ধকতা রয়েছে?

জ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নপত্র (কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

নাম: _____ লিঙ্গ: _____ বয়স: _____

শিক্ষাগত যোগ্যতা: _____ ইউনিয়ন পরিষদ: _____ উপজেলা: _____

জেলা: _____ বিভাগ: _____ ফোন নম্বর: _____

- ১। আপনার এলাকায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা তথা খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে কখন এবং কিভাবে প্রচারণা চালিয়েছেন?
- ২। আপনার এলাকায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে কিছু বলুন।
- ৩। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় ভূমি সেবা প্রাপ্তি কতখানি স্বচ্ছ হয়েছে?
- ৪। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ফলে দালালের দৌরাত্ম্য কতখানি কমেছে বলে আপনি মনে করেন?
- ৫। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রাপ্তির ফলে ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ কতখানি বন্ধ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
- ৬। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় ভূমি সেবা কতখানি সহজ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
- ৭। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সুষ্ঠুভাবে ভূমি সেবা প্রাপ্তির পেছনে কী কী সমস্যা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?
- ৮। এসব সমস্যা দূর করার জন্য আপনার পরামর্শ কী?
- ৯। আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা নিয়ে থাকলে সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।
- ১০। উদ্যোক্তা প্রদত্ত ভূমি সেবার মান ও জনগণের সঙ্গে ব্যবহার সম্পর্কে আপনার কোনো মতামত থাকলে সে সম্পর্কে বলুন।
- ১১। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারে নারী উদ্যোক্তার পদ ফাঁকা থাকার কারণ কী? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

১২। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে সুষ্ঠুভাবে তথা কম যাতায়াত ও দ্রুত সময়ে সেবা পাওয়ার জন্য নারী ও পুরুষ উভয় উদ্যোক্তার উপস্থিতি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কী? (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

বা) দলিল লেখক বা দালালের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নপত্র (কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

নাম: লিঙ্গ: বয়স:
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাব-রেজিস্ট্রার অফিস উপজেলা:
জেলা: বিভাগ: ফোন নম্বর:

১। বর্তমানে অত্র ইউনিয়নের জনগণ কর্তৃক ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে কিছু বলুন।

২। পূর্বে অত্র ইউনিয়নের জনগণ কিভাবে পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং নামজারির আবেদন করতো?

৩। আপনার জানা মতে, বর্তমানে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে পর্চা উত্তোলন সম্পন্ন এবং নামজারির আবেদন করার জন্য জনগণের কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় হচ্ছে?

৪। উক্ত সেবাসমূহ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যয়ের সঙ্গে পূর্বের ব্যয়ের তুলনা করুন।

৫। আপনি বা আপনার পরিচিত কেউ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সংক্রান্ত সেবা নিয়ে থাকলে সে অভিজ্ঞতা বর্ণনা করুন।

এগ) সুশীল সমাজের সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রশ্নপত্র (কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ)

নাম: লিঙ্গ: বয়স:
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পেশা: ইউনিয়ন:
উপজেলা: জেলা: বিভাগ:
ফোন নম্বর:

১। আপনার এলাকায় ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা তথা খতিয়ানের অনুলিপি বা পর্চার আবেদন ও প্রাপ্তি এবং ই-নামজারির আবেদন সম্পর্কে কিছু বলুন।

২। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পৃক্ততায় জনগণ কতখানি স্বচ্ছতার সঙ্গে ভূমি সেবা পাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

৩। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রদানের ফলে দালালের দৌরাত্ম্য কতখানি বন্ধ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৪। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার থেকে ভূমি সেবা প্রদানের ফলে ভূমি অফিসের ঘুষ গ্রহণ কতখানি বন্ধ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

৫। ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের সম্পূর্ণতায় জনগণ কতখানি সহজে ভূমি সেবা পাচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

-